পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 190 Wednesday, 11 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৯০ সংখ্যা ❋ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, বুধবার, ১১ জুন ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘ন্যায়বিচার চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন চাকরি হারা শিক্ষকদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ জুনঃ ন্যায়বিচার দিন, নয়তো স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিন-এই হৃদয়বিদারক আবেদন নিয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের চাকরি হারা শিক্ষক ও শিক্ষিকারা। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্ত থেকে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে ডাকপথে পাঠানো হয়েছে এই আবেদনপত্র, আর সেই তালিকায় রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা-ও। আবেদনপত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, আদালতের রায় অনুযায়ী বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি হারিয়েছেন। অথচ সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়নি, কিংবা ভবিষ্যতের কোনও দিশাও দেখায়নি। এর ফলে তাঁরা শুধুমাত্র আর্থিকভাবে বিপর্যস্তই নন, মানসিক ও সামাজিক দিক থেকেও চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়েছেন। চাকরি হারা এক শিক্ষিকা বলেন, ‘‘আমরা কষ্ট করে, পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরি

পেয়েছিলাম। যদি নিয়োগ কোনও ত্রুটি থেকে থাকে, সেটার দায় আমাদের নয়। অথচ শাস্তি পাচ্ছি আমরা। আমাদের ঘরে এখন চাল নেই, সন্তানের স্কুল ফিস দিতে পারছি না। এই অবস্থায় কি করে বাঁচবো?’’ আন্দোলনকারীদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা রাজ্য প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরেও কোনও সদুত্তর পাননি। তাই শেষ আশ্রয় হিসেবে রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়েছেন তাঁরা। আবেদনপত্রে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে, ‘আমরা আর চাই না শুধু আশ্বাস। চাই স্থায়ী সমাধান। রাষ্ট্রপতি মহাশয়া যেন এই বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন। না হলে, আমাদের জীবনে মৃত্যুই শ্রেয়।’ শিক্ষকদের দাবি, তাঁরা ন্যায়বিচার চাইছেন, ভিক্ষা নয়। কারোর জীবিকা হরণ করে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে পারে না। এক শিক্ষক বলেন, ‘‘দ্রৌপদী মুর্মু দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি। তিনি জানেন, বঞ্চনার যন্ত্রণা কেমন। তাই আমাদের এই কষ্ট তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন।’’ চাকরি হারানো এই শিক্ষক-শিক্ষিকারা বর্তমানে কর্মহীন, আয়শূন্য জীবনের মুখোমুখি। তাঁদের অনেকেই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা, যাঁদের উপর নির্ভর করে পরিবার চলে। ফলে তাঁদের চাকরি হারানো মানে গোটা পরিবারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়া। এই আন্দোলন এখন শুধু রাজ্যের নয়, জাতীয় স্তরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে। শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। এখন দেখার, রাষ্ট্রপতি মুর্মু এই আবেদনপত্রের প্রতিক্রিয়ায় কী সিদ্ধান্ত নেন এবং রাজ্য সরকার আদৌ এই সংকট নিরসনের কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করে কিনা। সাংবিধানিক প্রশ্নে পরিণত এই লড়াইয়ে প্রহর গুনছে অসংখ্য পরিবার।

‘পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার সুযোগ ছিল’

ভারতীয় সেনাকে কুর্নিশ জানিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে বিধানসভায় ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ করেছিলেন, হাইকোর্ট সেটা বাতিল করে ৭ শতাংশ করেছে। এই নিয়ে আদালতে এখনও পর্যন্ত মামলা চলছে। সুপ্রিম কোর্টেও মামলা রয়েছে। ফলে ভর্তি বা চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তিনি জানান, রাজ্য সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বেঞ্চ মার্ক সার্ভে চালিয়েছে এবং পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষজনকে চিহ্নিত করে সেই তালিকাও তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এর সঙ্গে জাত ধর্মের কোন বিষয় নেই। রাজনৈতিক দলগুলো এই নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। একমাত্র পিছিয়ে পড়া অংশকে চিহ্নিত করেই এই কাজ করছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে বলার জন্য অনুরোধ করেন বিরোধীদল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু অধ্যক্ষ তাঁকে বলার অনুমতি দেয়নি। প্রথমার্ধের অধিবেশন শেষ হয়ে যায়। এরপর বিধানসভার ভেতরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপির বিধায়করা। পরে বাইরে এসেও বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ, মুসলিম তোষণের সরকার চলছে। সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কি বিবৃতি দিতে পারেন? কেন বিরোধীদের বলতে দেওয়া হলো না? প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ বিজেপির। প্রসঙ্গত, গত ২২ মে

কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের পর থেকে তৈরি রাজ্যের সব ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দেয়। হাই কোর্টের নির্দেশে প্রায় ১২ লক্ষ সার্টিফিকেট অকেজো হয়ে যায়। উচ্চ আদালতের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। হাই কোর্টের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরও। এদিন ভারতীয় সেনাকে কুর্নিশ জানিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের বিদেশ নীতি নিয়েও প্রশ্ন তুললেন তিনি। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার সুযোগ ছিল। আমরা দখল করতে পারতাম। ভারত সরকার আরও স্ট্রং রোল প্লে করুক।’’ পহেলগাঁওতে জঙ্গিহামলায় ভারতীয় পর্যটকের মৃত্যু আর তার পাল্টা ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাতমূলক অভিযান- তার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি প্রস্তাব আনে বিধানসভার সচিবালয়। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই প্রস্তাব আনা হয়। এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বক্তব্য রাখতে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পহেলগাঁও হত্যালীলার তীব্র নিন্দা করেন। আর প্রত্যাঘাত হিসাবে ভারতীয় সেনা যে পদক্ষেপ করেছেন, তা কৃতিত্ব স্বীকার করেন। পহেলগাঁওয়ের সহিস আদিল, যিনি পর্যটকদের রক্ষা করতে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হন, তাঁকেও কুর্নিশ জানান মমতা। পুলওয়ামার প্রসঙ্গে বলতে গেলে বিজেপির অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘‘আপনি ফ্যাশন নিয়ে কথা বললে আমি শুনব, কিন্তু আমাকে রাজনীতি নিয়ে জ্ঞান দেবেন না। দু’দিনের রাজনীতি করছেন। আপনার কীর্তি কলাপ আমি সব জানি।’’ এরপরেই বিজেপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা নিয়ে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিরোধী দলনেতা। এরপরেই তীব্র আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘অপদার্থ বিজেপি দেশের সর্বনাশ। আপনি একজন বিরোধী দলনেতা দেশের পক্ষে লজ্জার।’’ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, কয়েকদিনের জন্য হলেও একটা শিক্ষা পাকিস্তানকে দেওয়ার দরকার ছিল। সন্ত্রাসবাদ কোনও ধর্ম নয়, জাতি নয়। ভারতে কুটনীতিতে কি কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে? কীভাবে পাকিস্তান লোন পেয়ে গেল, এদিন তা নিয়েও বিধানসভায় প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে নৈশভোজে মোদি

‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে বিশ্বকে বার্তা

নয়াদিল্লি, ১১০ জুনঃ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে বিশেষ নৈশভোজে যোগ দেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মোদি। সেই আমন্ত্রণ পেয়ে মঙ্গলবার দিল্লি যান অভিষেক। এদিনই সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে নৈশভোজে অভিষেক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাতটি বহুদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। অপারেশন সিঁদুর ও সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারতের পদক্ষেপের কথা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এই সাতটি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতিনিধি দলগুলির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী। অপারেশন সিঁদুরের ব্যাখ্যা দিতে সাতটি দলে ভাগ হয়ে ৫৯ জন নেতা ও প্রাক্তন কূটনীতিক ৩৩টি দেশ সফর করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন-সহ বিভিন্ন দেশের সংসদ, নীতিনির্ধারক ও প্রশাসনের কাছে ভারতের বক্তব্য তুলে ধরেন তাঁরা। দলের নেতৃত্বে ছিলেন- কংগ্রেস নেতা শশী তারুর, বিজেপির রবিশঙ্কর প্রসাদ, ডিএমকের কানিমোঝি, শিবসেনার শ্রীকান্ত শিন্ডে, জেডিইউ-র সঞ্জয় ঝা, এনসিপি-র সুপ্রিয়া সুলে প্রমুখ। ভারতের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়, পাকিস্তান বহু দিন ধরেই সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা করছে। আর এবার ভারত এই সমস্যার বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছে। একইসঙ্গে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক নজরদারি সংস্থা এফএটিএফ-এর ‘গ্রে লিস্ট’-এ রাখার দাবিও তোলা হয়।

‘অপারেশন সিঁদুর আদতেই ভারতীয় সেনার কৃতিত্ব’, কুর্নিশ জানিয়ে বিধানসভায় গান গাইলেন ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ অপারেশন সিঁদুরের জন্য ভারতীয় সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বীরত্বের প্রস্তাব আনলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, অপারেশন সিঁদুর কোনও রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব নয়, এটা সেনার কৃতিত্ব। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলায় গোয়েন্দা দফতরের ব্যর্থতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মঙ্গলবার সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান জানাতে বিধানসভার অধিবেশনে প্রস্তাব এনেছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। সেই সঙ্গেই সরকার পক্ষের বক্তা তালিকায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ব্রাত্য বসু, বীরবাহা হাঁসদা, মধুপর্ণা ঠাকুর ও মোশারফ হোসেনও। প্রস্তাবে কেন ‘সিঁদুর’ শব্দটি রাখা হল না, তা নিয়ে এদিন প্রথম থেকেই বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়ক। শুরুতেই বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য নিয়ে ভারতীয় সেনাকে বীরত্বকে ধন্যবাদ জানান ব্রাত্য। কিছুটা সুরেই সেনার প্রতি কুর্নিস জানান তিনি। তারপর বক্তব্য রাখেন বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার। গানের সুরে কৃতিত্ব স্বীকার করেন তিনি। গানও গাইলেন। ব্রাত্য বসু ইন্টেলিজেন্স, কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্যের কয়েকটি অংশ নিয়ে একমত হননি বিরোধী দলনেতা। বিজেপি বিধায়কদের একাংশের বক্তব্য, এই রাজ্যেও কোথাও কোথাও ‘মিনি পাকিস্তান’ হয়ে রয়েছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, ‘‘২০২৬ সালে অপারেশন বেঙ্গল হবে।’’ আবার তৃণমূল বিধায়ক মোশারেফ হোসেন বলেন, ‘‘এক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক দল কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছে। ভারতীয় সেনাকে কৃতিত্ব না দিয়ে।’’ শুভেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরোধিতা করেন। উদয়ন গুহ, নরেন্দ্রনাথদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বিজেপি। উল্লেখ্য, পহেলগাঁওতে জঙ্গিহামলায় ভারতীয় পর্যটকের মৃত্যু আর তার পাল্টা ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাতমূলক অভিযান। তার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি প্রস্তাব আনে বিধানসভার সচিবালয়। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই প্রস্তাব আনা হয়। এই প্রস্তাবে ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর কোনও উল্লেখ নেই। তাতেই শুরু হয় বিতর্ক।

শিয়ালদহ ডিভিশনের যাত্রীদের জন্য বিরাট সুখবর! একধাক্কায় বেড়ে যাচ্ছে লোকালের সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ ব্যস্ত সময়ে ট্রেনে অত্যন্ত ভিড়। যাতায়াতে মারাত্মক অসুবিধা যাত্রীদের। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার শিয়ালদহ শাখায় আরও পাঁচটি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল। দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বনগাঁ শাখায় এই পাঁচটি ট্রেন চলবে। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা জানান, অফিস টাইমে বাড়তি ভিড় থাকে। প্রচুর মানুষ ট্রেনে যাতায়াত করেন। সেই কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, পাঁচটি নতুন ইএমইউ লোকাল চলবে দমদম ক্যান্টনমেন্ট শাখায়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল ৭টা বেজে ৪১ মিনিটে একটি ট্রেন বনগাঁ থেকে ছাড়বে। তারপর সেটি সকাল ৯টা বেজে ১৬ মিনিটে পৌঁছবে দমদম ক্যান্টনমেন্টে। আর একটি ট্রেন দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে সকাল ৯টা বেজে ৪৫ মিনিটে। সকাল ১০টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ সেটি পৌঁছবে বারাসতে। আবার একটি ট্রেন বিকেল ৫টা বেজে ৩৭ মিনিটে ছাড়বে বারাসত থেকে। সেটি পৌঁছবে সন্ধে ছ’টায় দমদম ক্যান্টনমেন্টে। একটি ট্রেন সন্ধে ৬টা বেজে ২৬ মিনিটে ছাড়বে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে। সেটা ৮টা বেজে ১০ মিনিটে পৌঁছবে বনগাঁয়। সন্ধে ৮টা বেজে ২০ মিনিটে একটি ট্রেন ছাড়বে বনগাঁ থেকে। বারাসতে পৌঁছবে ৯টা বেজে ২৫ মিনিটে। উল্লেখ্য, শিয়ালদহ শাখায় প্রতিদিন প্রায় গড়ে ৯০০ টি লোকাল ট্রেন চলে। এর আগে ভিড় সামলাতে এবার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বালিগঞ্জ-নামখানা, বালিগঞ্জ-ক্যানিং ও বালিগঞ্জ-সোনারপুর শাখায় বাড়তি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা। এরই মধ্যে এবার আরও পাঁচটি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল।

‘লাস্ট সিন থিওরি’ মেনে তদন্ত হয়নি! সিবিআই-এর চতুর্থ রিপোর্ট নিয়েও অনেক প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ মঙ্গলবার শিয়ালদহ আদালতে আরজি কর মামলায় চতুর্থ স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই। কিন্তু আগের মতোই এই রিপোর্টেও খুশি হয়নি নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের আইনজীবীর বক্তব্য, তদন্তের অগ্রগতি আদৌ হচ্ছে কিনা, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। কারণ বিস্তারিত কোনও তথ্যই নেই স্ট্যাটাস রিপোর্টে। ঘটনার রাতে আরজি করের ওই তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে শেষবার যাঁরা ছিলেন তাঁদের হেফাজতে নেওয়া তো দূর, এখনও পর্যন্ত ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। অর্থাৎ ‘লাস্ট সিন থিওরি’ মেনে তদন্ত না হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী। সিবিআই-এর বিরুদ্ধে আগেও একই অভিযোগ ছিল। দাবি করা হয়েছে, ওই রাতে নিহত চিকিৎসকের সঙ্গে চারজনের ছিলেন। কেন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, সেই প্রশ্নই তোলা হয়েছে। নির্যাতিতার বাবা-মা শুরু থেকেই সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এসেছেন। এখন ক্ষোভের সুরে তাঁদের এও দাবি, টাকা নিয়ে তদন্ত ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে! পুরনো স্ট্যাটাস রিপোর্টের পয়েন্ট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাফ কথা, তাঁরা এখনও তদন্ত করছে। সিসিটিভি ফুটেজও

খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী এই বিষয়টি নিয়েই সবথেকে বেশি প্রশ্ন তুলেছেন। শিয়ালদহ আদালতের বিচারকও তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন। সিবিআই উদ্দেশে বলেছেন, একজন সরকারি ডাক্তার তাঁর কর্মক্ষেত্রে খুন হয়েছেন, এটা খুবই দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক ঘটনা। সেটাকে গুরুত্ব দিয়েই দেখা উচিত। সিবিআই-এর স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেখার পর বিচারক জানতে চান-যাদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে সেই বয়ান কোথায়? সেই তথ্য আপাতত দিতে পারেননি সংস্থার আইনজীবীরা। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৬ জুলাই। সেদিনও একটি রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই। এখন দেখার সেই রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে কিছু উল্লেখ করা থাকে কিনা।

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গ্রেফতারে উতপ্ত রাজধানীর রাজনীতি

নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আপ দলের সদস্য অতিশি আজ গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কালকাজির একটি ভূমিহীন ক্যাম্পে ভাঙচুর বিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণের জন্য। গত কয়েকদিন ধরে ওই ক্যাম্পে জমি দখল নিয়ে তীব্র আন্দোলন চলছে এবং সেখানে পুলিশের অভিযান ছিল, যা নিয়ে ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে, অতিশি এবং তার সমর্থকরা আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বিক্ষোভের পর, অতিশির বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অবৈধভাবে জনগণের ক্ষোভ উস্কে দিয়েছেন এবং শাসন ব্যবস্থা ভঙ্গ করার চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনা নিয়ে দিল্লির রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আপ দলের সদস্যরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করেছেন, এবং তারা অতিশির মুক্তির দাবিতে রাজ্য সরকারকে চাপ দিতে থাকেন। এদিকে, দিল্লির পুলিশ জানিয়েছে যে, অতিশির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে, অনেকেই মনে করছেন যে, এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণীতভাবে ঘটানো হয়েছে এবং সঠিক বিচার পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এ ঘটনার পর, দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, এবং এটি আগামী দিনে আরও বিশাল রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে।

যারা এখানে থেকে পাকিস্তানের কথা বলে, লড়াই তাদের বিরুদ্ধে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর প্রত্যাঘাতমূলক অভিযানের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাব। মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশনে সেই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগাগোড়া আক্রমণাত্মক বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেনাকে ধন্যবাদ জানানোর প্রস্তাবে কেন অপারেশন সিঁদুর উল্লেখ নেই, সেকথা তুললেন। আবার এরাজ্যে কাদের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই, তাও স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। শুভেন্দুর বক্তব্যের মাঝেই তৃণমূল ও বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন কক্ষেই তুমুল চিৎকার শুরু করেন। সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এদিন অধিবেশনে প্রস্তাব আনেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রস্তাবে একাধিক তৃণমূল ও বিজেপি বিধায়ক বক্তব্য রাখেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বন্দে মাতরম বলে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। এই প্রস্তাব আনার জন্য স্পিকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি। তারপরই ভারতীয় সেনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, ‘‘ভারত মাতা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তখন আমাদের বীর সেনারা ১০০ কিলোমিটার ঢুকে মাসুদ আজহার ছাড়া বাকি প্রায় সব জঙ্গিকে নির্বংশ করেছে। বিএসএফ-সহ প্যারা মিলিটারি, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’’ এরপরই রাজ্যের শাসকদলের দুই বিধায়ককে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘বারেবারে ব্রাত্য বসু শহিদ জওয়ান ঝন্টু শেখ এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কর্নেল সোফিয়া কুরেশি বলেছেন। কে বারণ করেছে, বলুন না। এ পি জে আব্দুল কালামকে রাষ্ট্রপতি করেছিল এনডিএ সরকার। আপনাদের নেত্রী সমর্থন করেছিলেন। জাতের উপরে উঠে নাজমা হেপতুল্লা, আরিফ খানকে রাজ্যপাল করেছেন নরেন্দ্র মোদিজি।’’ এদিন অধিবেশন কক্ষে হাতে তাগা পরেছেন বিজেপি বিধায়করা। তা তুলে দেখিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘পহেলগাঁওয়ে তাগা দেখে মারা হয়েছে।’’ তাঁর বক্তৃতার সময় তৃণমূলের তরফে প্রশ্ন ভেসে আসে, ‘‘আপনি শহিদ জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের বাড়ি গিয়েছিলেন?’’ উত্তর দিয়ে শুভেন্দু

বলেন, ‘‘হ্যাঁ গিয়েছিলাম। স্থানীয় বিধায়ক হিসাবে আপনাদের মানিক ভট্টাচার্য জানেন।’’ এরাজ্যে কাদের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই, সেকথাও তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা। বলেন, ‘‘যারা এখানে থেকে পাকিস্তানের কথা বলে, লড়াই তাদের বিরুদ্ধে। যারা এখানে জঙ্গি সংগঠন আনাসুরুল্লা বাংলাকে সমর্থন করে, লড়াইটা তাদের বিরুদ্ধে।’’ শুভেন্দু অধিকারীর বক্তৃতা চলাকালীন কয়েকজন তৃণমূল বিধায়ক চিৎকার করেন। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী সহ অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিমরা ওই বিধায়কদের থামতে বলেন। তা দেখে শুভেন্দু বলেন, ‘‘আপনারা বারণ করেন। আর গেটে গিয়ে ওরা বেলাইনে কথা বলেন।’’ স্পিকারের সেনাকে ধন্যবাদ প্রস্তাবে কেন অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুভেন্দু বলেন, ‘‘আপনার প্রস্তাবে সিঁদুর নামে আপত্তি কেন? কেন নাম নেই?’’ শিউলি সাহা বলেন, ‘‘সিঁদুর কি সবাই পরে?’’ তৃণমূল বিধায়ককে জবাব দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘হ্যাঁ, সিঁদুর পরে না মাকুরা। ওরা চিনকে সমর্থন করে। যারা ধর্ম মানে না, তারা পরে না।’’ একটি পোর্টালের ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যকে তুলে ধরেন শুভেন্দু। তখন স্পিকার তাঁকে বলেন, ‘‘বাইরে কে কী বলেছেন, তা যাবে না। ফিরহাদ তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য করেছেন। এগুলো বললে আপনার ফিরহাদকেও বলতে দিতে হবে।’’ বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘বলতে দিন।’’ শাসকদলের আরও দুই বিধায়ক উদয়ন গুহ এবং নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্যও তুলে ধরেন শুভেন্দু। অধিবেশনের মাঝেই উদয়নের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয় বিরোধী দলনেতার। উদয়নকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য দাবি জানান বিজেপি বিধায়করা। দুই পক্ষের চিকারে সরগরম হয়ে ওঠে অধিবেশন কক্ষ। সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানানো প্রস্তাবে বিরোধী দলনেতার জন্য ১৮ মিনিট নির্ধারিত ছিল। পাকিস্তানকে আবর্জনা বলে আক্রমণ করে এই প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুর ও টার্গেট কিলিং কথা দুটো যুক্ত করার দাবি জানান বিরোধী দলনেতা। ভারতমাতা কী জয় এবং বন্দে মাতরম বলে বক্তৃতা শেষ করলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য শেষে স্পিকার বললেন, ‘‘আমাদের উদ্দেশ্য সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা জানানো। কী নাম গেল কিংবা গেল না, সেটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।’’

লেখক ফ্রেডেরিক ফোরসিথ প্রয়াত

নয়াদিল্লি ও লন্ডন, ১০ জুন ঃ কখনও তাঁর হাত ধরে ফরাসি প্রেসিডেণ্ট শার্ল দ্য গলকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কাহিনির রসাস্বাদন করেছেন পাঠক। কখনও অবাক হয়ে দেখেছেন আরবে জন্মগ্রহণ করা এক প্রাক্তন ব্রিটিশ কমান্ডো কেমন ভাবে হয়ে উঠেছেন ‘ প্রতি মুহূর্তে কাহিনির অদ্ভুত মোচড়ে পাঠকদের তাক লাগিয়ে দেওয়া সেই ফ্রেডরিক ফোরসিথ চলে গেলেন। বছর ছিয়াশির যে লেখকের হাত ধরে কার্যত সাহিত্যের এক ধারার নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছিল। জানা গেছে, কিছু দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন ফোরসিথ। সোমবার মৃত্যু হয় তাঁর।ফ্রেডেরিক ফোরসিথ ২৫টিরও বেশি উপন্যাস লিখেছেন। এই উপন্যাসগুলির ৭০ মিলিয়ন কপি বিশ্বব্যাপী বিক্রি হয়েছে। ১৯৩৮ সালে কেন্টে জন্ম ফোরসিথের। ১৮ বছর বয়সে আরএএফ-এ যোগ দেন তিনি। এরপর তিনি বিবিসি এবং রয়টার্সের যুদ্ধ সংবাদদাতা হন। ২০১৫ সালে তিনি প্রকাশ করেন যে তিনি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-৬-এও কাজ করেছেন।

১৩ বছর ধরে মামলা লড়ে স্বাস্থ্যবীমার টাকার হক

দেহরাদুন, ১০ জুন ঃ ১৩ বছর ধরে মামলা লড়ে স্বাস্থ্যবীমার টাকার মুখ দেখতে চলেছেন উত্তরাখণ্ডের বনশল দম্পতি।জগন্নাথ বনশল নামে এক ব্যক্তিঃ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (এনআইসিএল)-এর স্বাস্থ্যবীমা (মেডিক্লেম) করেছিলেন। ২০১২-তে তাঁর কিডনির প্রয়োজন হলো। কিডনি দান করেন স্ত্রী রানু। দুজনেই হাসপাতালে ভর্তি হন। অস্ত্রোপচার হয় দুজনেরই। কিডনি প্রতিস্থাপন হয়। কিন্তু এনআইসিএল জগন্নাথবাবুর খরচ দিলেও রানুর কোনও খরচ দিতে রাজি নয়।বনশল দম্পতি উত্তরাখন্ড স্টেট কনজিউমার কমিশনের শরনাপন্ন হন। মঙ্গলবার কমিশন সূত্রে জানা গেল, তারা এনআইসিএল-কে রানুর হাসপাতাল সংক্রান্ত খরচ সুদ-সহ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সেই সঙ্গে বনশল দম্পতিকে মিটিয়ে দিতে হবে ক্ষতিপূরণও।

ফের কমলো সোনার দাম, বৃদ্ধি রুপোর দর

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃদেশীয় বাজারে মঙ্গলবার সোনার দাম টানা তৃতীয় দিনে আবারও হ্রাস পেয়েছে। এখনও পর্যন্ত, ভারতের বিভিন্ন বাজারে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৯৭,৫৮০ থেকে ৯৭,৭৩০ টাকা, এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৮৯,৪৫০ থেকে ৮৯,৬০০ টাকা। অপরদিকে, রুপোর দাম বেড়েছে, দিল্লির বাজারে ১,২০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে রুপোর দাম এখন প্রতি কেজি ১,০৮,১০০ টাকা।দিল্লি, লখনউ ও জয়পুরে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ৯৭,৭৩০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ৮৯,৬০০ টাকা। একইভাবে মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং ভুবনেশ্বরের বাজারে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৯৭,৫৮০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ৮৯,৪৫০ টাকা আহমেদাবাদ ও পটনায় ২৪ ক্যারেটের দাম এবং ২২ ক্যারেটের দাম যথাক্রমে ৯৭,৬৩০ টাকা এবং ৮৯,৫০০ টাকা। অন্যদিকে চেন্নাই ও কলকাতায় ২৪ ক্যারেটের সোনার দাম ৯৭,৫৮০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের সোনার দাম ৮৯,৪৫০ টাকা।

দিল্লিতে অভিষেক, বিদেশ থেকে ফেরা প্রতিনিধিদের সঙ্গে নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃ সন্ত্রাসবাদের নেপথ্যে পাকিস্তানের ভূমিকা এবং ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর কথা বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে ভারত থেকে সাতটি সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এক এক করে গত রবিবার সব ক’টি দলই ভারতে ফিরে এসেছে। তারা কী বলল, আর কী শুনে এল সেই নির্যাস নিয়েই ওই দলগুলির প্রতিনিধিদের এবার আমন্ত্রণ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর ৭ নম্বর লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে সাতটি দলেরই সকল সদস্যকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।সেই আমন্ত্রণ পেয়ে দিল্লি যাচ্ছেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি দিল্লি যাচ্ছেন। এদিনই সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে নৈশভোজে অভিষেক ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন সাতটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।সাতটি প্রতিনিধি দলে ৫০ জনের বেশি সদস্য ছিলেন। তার মধ্যে বেশিরভাগই বর্তমান সাংসদ। জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝার নেতৃত্বে অভিষেকদের প্রতিনিধি দলটি এশিয়ার ৫টি দেশে যায়। গত ২১ মে প্রথমে জাপান যান অভিষেকরা। ২ সপ্তাহে জাপান ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া যান তাঁরা। সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া নিয়ে পাকিস্তানের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

মোদীর বিকাশের সঙ্গে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ডাক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্রর

কলকাতা, ১০ জুন ঃ আপনারা জানেন ২১ জুন যোগ দিবস। বাংলার মনীষীরা ভারতের যোগ-এর পুনর্জাগরণে ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিলেন। আমাদের সংকল্প হল আগামী দিনে মোদীর বিকাশের সঙ্গে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং যাদব এই মন্তব্য করেন।কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের ১১ বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, আমি যখনই কলকাতা আসি, আমার খুব আনন্দ হয়। কারণ কলকাতায় এলেই আমার এটা অনুভব হয়। এই ভূমিকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ আধুনিক ভারতের শিক্ষা, সংস্কার, সাহিত্য, রাষ্ট্রবাদের ভূমি। বাংলার ভূমি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নেতাজি, শ্যামাপ্রসাদার মত মহাপুরুষের কর্মভূমি। স্বাধীনতার আগে বাংলা ছিল দেশের জন্য প্রেরণা। বাংলার সাহিত্য ও শিল্প বরাবরই এগিয়ে ছিল। স্বাধীনতার পরেও সত্যজি রায়ের মত বড় পরিচালক এসেছেন। আজও আমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং স্তোত্র এর জন্ম বাংলায়।নিউ আলিপুরদুয়ার, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর, সিটি গ্যাস সিস্টেম, রাস্তা, পরিবহন, সব ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। বাংলার বিকাশের জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করেছেন মোদীজি। সেই রূপরেখাকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্য সরকারকে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। শুধু সংকীর্ণ রাজনীতি, মহিলাদের উপর অত্যাচার, কুশাসন এগুলি করলে চলবে না। ১১ বছরে প্রমাণিত হয়েছে ‘ হ্যায় তো মুমকিন হয়’।সুশাসনের ক্ষেত্রে জন বিশ্বাস বিলের মত বিল এনেছে। ১১ বছরে প্রশাসনের দুর্দশা থেকে সুশাসনে বদলে দিয়েছি। মোদীর শাসনকালে দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে। আপনারা দেখেছেন এমস, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করা হয়েছে। আমি যখন আশির দশকে আসতাম, মেট্রো দেখতাম। এখন মেট্রোর সম্প্রসারণ হচ্ছে না।

সিঙ্গাপুরের নিশানধারী জাহাজের ১৮ সদস্য উদ্ধার, দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

ম্যাঙ্গালুরু, ১০ জুন ঃ ম্যাঙ্গালুরুতে আগুনে পুড়ে যাওয়া মালবাহী জাহাজ থেকে ১৮ জনকে উদ্ধার করা হল। ১০ জুন অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সিঙ্গাপুরের পতাকা লাগানো থেকে জাহাজ থেকে উদ্ধার করা হয় জাহাজের ১৮ জন সদস্যকে। এর পরে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ আইএনএস সুরাট তাঁদেরকে নিরাপদে পানাম্বুরে নিউ ম্যাঙ্গালুরু বন্দর কর্তৃপক্ষের কোস্ট গার্ড বার্থে নিয়ে আসে। উদ্ধার করা সদস্যদের মধ্যে দুই জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। চার জনের সামান্য আঘাত লেগেছে এবং বারো জন নানা ভাবে জখম হয়েছেন। আহতদের সোমবার রাতেই কুন্তিকানার এজে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।এজে হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জন ডাঃ দীনেশ কদম বলেন, আমরা ছয়জন রোগীকে ভর্তি করেছি। তাদের সকলেরই শরীরে আগুন লেগেছে। তিনজন চীনা নাগরিক, দুজন বার্মার এবং একজন ইন্দোনেশিয়ার। দুজন গুরুতর আহত যাদের ৩৫-৪০ পুড়ে গেছে। মূলত তাদের শ্বাসনালীর দহন অনেক বেশি গুরুতর। তাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। আমাদের কয়েকদিন ধরে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।উল্লেখ্য, সোমবার কেরল উপকূলে সিঙ্গাপুরের নিশানধারী পণ্যবাহী জাহাজে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। খবর পেয়েই সাহায্যের জন্য ছুটে যায় ভারতীয় রণতরী আইএনএস সুরাট। উদ্ধারকাজে পাঠানো হয় যুদ্ধবিমানও। জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের মেরিটাইম অপারেশন সেন্টার প্রথম বিস্ফোরণের খবর পায়। তারা খবর পাঠায় কোচিতে। এরপরই তপর হয়ে ওঠে ভারতীয় নৌসেনা। সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় আইএনএস সুরাট-কে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। কোচির নৌসেনা ঘাঁটি থেকে একটি যুদ্ধবিমানও পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে।

১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,১০ জুনঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ ডলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে

গত ১১ বছরে প্রতিরক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃ গত ১১ বছরে ভারত আরও শক্তিশালী হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষা খাতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। মঙ্গলবার এক্সে এই কথা জানিয়ে একটি পোস্ট করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি জানান, গত ১১ বছরে আমাদের প্রতিরক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আধুনিকীকরণ এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়ার উপর স্পষ্ট দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতকে আরও শক্তিশালী করার সংকল্পে ভারতের জনগণ একত্রিত হয়েছে দেখে আনন্দিত!

বিক্ষোভের জেরে স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করল বিদ্যুৎ দফতর, কটাক্ষ সুজনের

কলকাতা, ১০ জুন ঃ কয়েক সপ্তাহ ধরেই একাধিক জেলায় স্মার্ট মিটার নিয়ে দফায় দফায় ক্ষোভ বিক্ষোভ চলছে। পথ অবরোধ থেকে বিরোধীদের স্মারকলিপিও বাদ যায়নি। এই অবস্থায় আপাতত স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করল রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতর।একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সোমবার বিদ্যে দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস এবং টেলিকমিউনিকেশন টাওয়ারে সফলভাবে স্মার্ট মিটার বসানোর পরেও গৃহস্থ বাড়িতে এই মিটার নিয়ে ‘ কিছু অভিযোগ আসায়’ আপাতত মিটার লাগানো বন্ধ রাখা হচ্ছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, এই মিটার লাগানোর পরে থেকেই অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে। সেই কারণেই স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করা হলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।মঙ্গলবার সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী এক্সবার্তায় লিখেছেন, স্মার্ট মিটার লাগানো আপাতত বন্ধ রাখতে বাধ্য হযেছে সরকার।প্রথম থেকেই এ বিষয়ে তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে বামেরা। জনমত গড়ে তুলেছে। দলমত নির্বিশেষে একজোট হয়েই রুখে দাড়াতে হবে।কর্পোরেট না, বরং রক্ষা করতে হবে মানুষের অধিকার। ধ্বংস করতে হবে কেন্দ্র-রাজ্য-কর্পোরেটের অশুভ আঁতাত।

৭ বছরের লড়াই শেষে খুনের মামলায় ন্যায়বিচার, ৬ অভিযুক্তের যাবজ্জীবন

বরাবাঁকি, ১০ জুন ঃ দীর্ঘ ৭ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে মিলল ন্যায়বিচার। পুরনো শত্রুতার জেরে খুনের এক মামলায় আদালত ৬ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। পাশাপাশি, প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য , ২০১৮ সালের ২ মার্চ, উত্তর প্রদেশের বরাবাঁকি জেলার রামনগর থানার অন্তর্গত খুরদা গ্রামের বাসিন্দা কুলদীপ চৌহান তাঁর স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে ফেরার পথে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। পরে তাঁর দেহ একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্তে ধীরে ধীরে উঠে আসে ৬ অভিযুক্তের নাম। ৭ বছর পর বরাবাঁকির জেলা বিচারক প্রতিমা শ্রীবাস্তব অভিযুক্তেদের দোষী সাব্যস্ত করে মঙ্গলবার রায় ঘোষণা করেন।

‘ রক্ষাশক্তির ১১ বছর’, বার্তা অমিত শাহর

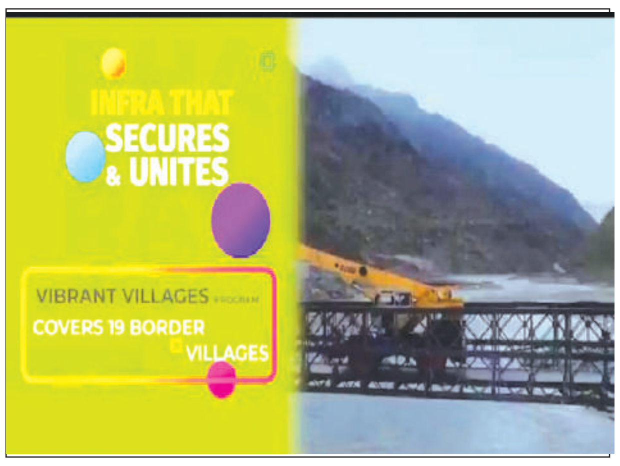

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃভারতের সুরক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।মঙ্গলবার এক্সবার্তায় ভিডিয়োগ্রাফিক্স সহযোগে তিনি লিখেছেন, রক্ষাশক্তির ১১ বছর ভারতকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় নিরাপত্তার এক অজেয় দুর্গে রূপান্তরিত করেছেন। অজেয় মানবিক, প্রযুক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরক্ষা ঢালের একটি সারির বিন্যাস তৈরি করে, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে কোনও হুমকি আমাদের সীমান্ত, অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারবে না।

১০ লক্ষাধিক জনসংখ্যার শহরে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে ভারত

কলকাতা, ১০ জুন ঃ ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার শহর কোন দেশে ক’টি? এরকম সমীক্ষা কেউ করেছে? উত্তরটা হলো, হ্যাঁ। ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ডিভিশন প্রোজেকশনের সাম্প্রতিক রিপোর্টে এ ব্যাপারে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে।যেমন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল- বিশ্বের এই তিন বৃহ রাষ্ট্রে সম্মিলিত যত শহরে ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা, তার চেয়ে বেশি এরকম শহর চিনে। একটু ভেঙে বললে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলে এ রকম শহরের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৫, ৫২ ও ২৩। অর্থা, মোট ১৪০। আর কেবল চিনেই ১৬২।১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার তালিকায় ৫ম, ষষ্ঠ, ৭ম স্থানে আছে যথাক্রমে মেক্সিকো (২১টি), ইঃে দানেশিয়া (১৮টি) ও নাইজেরিয়া (১৬টি)। তালিকায় তার পরের দুটি শহর হলো রাশিয়া (১৫টি) ও তুরস্ক (১১টি)।আর ইওরোপে? সুইডেন, জার্মানি, স্পেন, বেলজিয়াম- এরকম নানা দেশে ১০ লক্ষাধিকের শহর কত? প্রশ্নই ওঠে না! সংখ্যার নিরিখে কাছাকাছি আসার মতো শহর একমাত্র লন্ডন। অল্প কিছু শহরে কয়েক লক্ষ লোক। বার্লিনে ৪ লক্ষেরও কম, মাদ্রিদে সাড়ে তিন লক্ষেরও কম, প্যারিসে ২ লক্ষের কিছু বেশি। বলাই বাহুল্য, বার্লিন, মাদ্রিদ, আর প্যারিস হলো যথাক্রমে জার্মানি, স্পেন আর ফ্রান্সের রাজধানী আছে বলে অনেকে মনে করেন আজই।

রাশিফল

মেষঃ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি আবেগ এবং উষ্ণতা অনুভব করবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার মনে শান্তি এবং সুখ বয়ে আনবে। এটি যে কোনও পুরনো বিরোধ নিস্পত্তি করার জন্যও একটি ভাল সময়।।

বৃষঃ এখন আপনাকে সমস্যা থেকে দৌড়ে পালানো বন্ধ করতে হবে এবং সরাসরি সেগুলির সম্মুখীন হতে হবে।

মিথুনঃ প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি ভালো প্রমাণিত হবে।

কর্কটঃ আজকে আপনি, আপনার পরিকল্পনা খুব ভালোভাবে মেনে চলবেন। যদিও, আজকে সেরকমই বিরল একটি দিন, যখন সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়।

সিংহঃ এক শুভ ও অনুকূল দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। বাড়ির ভালোর জন্য কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন।

কন্যাঃআজকে অন্তর্মুখী হযে চিন্তা করার দিন। শান্তি ও সমৃদ্ধি খুঁজে পান। ঝিনুকের মত নিজের মধ্যে বন্ধ হযে যান এবং অন্তরের মুক্তো খুঁজে পান। আজকে, আপনি তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িযে দেবেন, যাদের তার প্রযোজন আছে। প্রেমিকেরা একে অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন এবং তাদের প্রেম জীবন সম্বন্ধে হযতো কিছু ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত নেবেন।

তুলাঃকর্মক্ষেত্রে ক্ষমতায থাকা কোনও ব্যক্তি হযতো, শুধুমাত্র মজা করার জন্য আপনার পিছনে লাগার সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু আপনার ভাগ্য খুব ভাল এবং আপনার নিজের চিন্তা এবং আশঙ্কা ছাড়া অন্য কোনও কিছুই আপনার ক্ষতি করতে পারবেনা। এই সমস্যাগুলি থেকে বেরিযে আসা আপনার জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ হবে, যারা এর অন্যথা চান, তারা যতই অখুশি হন না কেন। আপনার হযতো সময় কম পড়বে। এটি আপনার জন্য কঠিন হতে পারে।

বৃশ্চিকঃসকালের ঝলমলে আলোর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে দিনটিকে শুরু করুন। আশপাশের মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক উপভোগ করুন। সামগ্রিকভাবে দিনটি ভালো কাটবে । প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটবে। প্রেমের সম্পর্ককে আবেগপূর্ণভাবে উজ্জীবিত করুন।

ধনুঃআজকে আপনি সব চিন্তা ও কাজ পরিবারকে নিয়েই করবেন। আপনি প্রিয়তমের সঙ্গেও অসাধারণ সময় কাটাবেন ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিঃরা আজ আপনাকে সমর্থন করবেন ও বেশি অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবেন।

মকরঃপরিবারে কিছু দারুণ ঘটনা ঘটার কারণে সারা দিনটাই উচ্ছ্বাসে ভরে থাকবে এবং আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। কাজের জায়গায় আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টার উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন ।

কুম্ভঃ আজকে আপনি লক্ষ্যভেদ করতে চাইবেন। আজকে যাই করবেন, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে করবেন।

মীনঃ আজকে আপনার জন্য খুব একটি খুবই ফলদায়ক দিন অপেক্ষা করছে। আপনি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং লক্ষ্য অর্জনের

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। বিশেষ করে উপকূলের জেলাগুলিতে গরম বেশি অনুভূত হবে। এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে হাঁসফাঁস পরিস্থিতি থাকবে।তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি খানিকটা স্বস্তি দিতে পারে ঝড়-বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং হাওড়া জেলায় বিশেষত ঝড়-বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে।উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াতেও বড় পরিবর্তন আসছে বলে আভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। আগামী শনিবার ও রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারে। এছা।। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে। মালদহ ও দুই দিনাজপুর জেলায় আপাতত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। বৃষ্টি কম থাকায় তাপমাত্রা বাড়বে। তবে বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হলে গরম কিছুটা কমতে পারে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।। জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট । ভাটা-সকাল ১০টা৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হবেই।

ঋণ প্রাপ্তির পরিবেশ আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে ব্যাঙ্ক ও সরকার একসঙ্গে কাজ করছে, ফলে ঋণ প্রাপ্তির পরিবেশ আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে বলে বিভাগীয় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানিয়েছেন। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মধুসূদন বাগের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এপর্যন্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ক্ষেত্রে ৩০০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর হয়েছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে এই বিপুল পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে। তবে এই তথ্য ঘিরেই পাল্টা প্রশ্ন তোলেন বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ী। এই ৩০০ কোটির মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত, সমবায় ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক সবচেয়ে বেশি ঋণ দিয়েছে তা তিনি জানতে চান। গত ১৪ বছরে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। জবাবে মন্ত্রী জানান, এই মুহূর্তে তাঁর কাছে বিস্তারিত তথ্য নেই। তবে তিনি স্পষ্ট করেন, আগে অনেক সময়েই ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিতে অনীহা দেখাত। কিন্তু এখন সেই অনীহা অনেকটাই কেটেছে। সরকারি ব্যাঙ্কগুলিই এখন ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সুবিধা দিচ্ছে।

খাস কলকাতার ব্যাঙ্কের লকার থেকে উধাও ২০ লাখ টাকার গয়না!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ চুরি-ডাকাতির হাত থেকে বাঁচতে ব্যাঙ্কের লকারে গয়না রেখেছিলেন পেশায় চিকিৎসক শহরের এক প্রৌঢ়া। তবে লকার থেকেই লোপাট হয়ে গিয়েছে ২০ লাখ টাকার গয়না। এমনই অভিযোগ তুলে শ্যামপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই চিকিৎসক। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, শ্যামবাজার এলাকার কৃষ্ণরাম বোস স্ট্রিটের বাসিন্দা ওই প্রৌঢ়ার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার শাখায় লকার রয়েছে। যে লকারের অংশীদার চিকিৎসকের বৃদ্ধা মা। ওই প্রৌঢ়ার দাবি, তাঁর ব্যাঙ্কের লকারের একটি স্টিলের বাক্সে প্রায় কুড়ি লাখ টাকা দামের দু'শো গ্রাম সোনার গয়না রাখা ছিল। এ ছাড়াও অন্য কাঠের বাক্সে ছিল আরও কিছু গয়না। সম্প্রতি তিনি প্রয়োজনে ওই লকারটি খুলে দেখতে পান, ভিতর থেকে উধাও গয়নাভর্তি ওই স্টিলের বাক্স। এহেন ঘটনায় প্রথমে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান ওই চিকিৎসক। তবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তরফে তার অভিযোগকে আমল দেওয়া হয়নি। কারণ, লকারের ভিতর যা-ই থাক না কেন, তার দায়িত্ব ব্যাঙ্কের নয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এমন গাছাড়া মানসিকতায় ক্ষুব্ধ ওই চিকিৎসক এর পর পুলিশের দ্বারস্থ হন। সেই মতো শ্যামপুকুর থানায় দায়ের হয় অভিযোগ। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে উধাও হয়ে যাওয়া ওই গয়নার সন্ধান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। কীভাবে লকার থেকে গয়নার বাক্স উধাও হয়ে গেল সেটাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

গরমে 'সংযুক্ত' ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের জলকষ্ট দূর করতে উদ্যোগী হাওড়া পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ জুন ঃ গরমে 'সংযুক্ত' ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের জলকষ্ট দূর করতে উদ্যোগী হাওড়া পুরসভা, কেএমডিএ-র আধিকারিকদের নিয়ে হলো বৈঠক। মঙ্গলবার দুপুরে ওই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠক সম্পর্কে হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরী বলেন, আজকে আমরা হাওড়া পুরসভার জলের দপ্তরের তরফ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক করলাম। ওই বৈঠকে হাওড়া পুরসভার বিভাগীয় আধিকারিকরা ছাড়াও কেএমডিএ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সহ পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। গরম যত বাড়ছে হাওড়া পুরসভার অন্তর্গত অ্যাডেড এরিয়ায় (সংযুক্ত ওয়ার্ডে) বেশ কিছু জায়গায় জলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে। মূলত হাওড়া পুরসভার এই সমস্ত অ্যাডেড ওয়ার্ডগুলিতে (৪৫-৫০নং ওয়ার্ড) জল সরবরাহের বিষয় তত্ত্বাবধান করে কেএমডিএ। ফলে এই সমস্ত এলাকায় জলকষ্ট কেন হচ্ছে এবং কিভাবে তার দ্রুত সমাধান করা যায় তা নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য, হাওড়া পুরসভার বাকি ওয়ার্ডগুলির মতো অ্যাডেড ওয়ার্ডগুলিতেও যাতে একই সময়ে জল সরবরাহ করা যায়। গ্রীষ্মকালে মানুষের জলের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। মানুষের সেই চাহিদা আমাদের পূরণ করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সেই কাজ করা সম্ভব হয় এবং হাওড়ার মানুষ যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পায় সেটাই আমাদের লক্ষ্য। তা নিয়েই আজকে বৈঠক হয়েছে। কিভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

উল্টোডাঙাতে গৃহস্থের বাড়িতে নগদ সহ বহু মূল্যের গয়না লুঠ

কলকাতা, ১০ জুন ঃ উল্টোডাঙা থানার মাত্র ৩০০ মিটার দূরে দুঃসাহসিক চুরি! গৃহস্থের বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে কোটি টাকার গয়না নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। নগদ টাকা ও গয়না মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী খোয়া গেছে বলে অভিযোগ ওই পরিবারের। সকালে উঠে ঘরের তছনছ অবস্থা দেখতে পান বৃদ্ধ দম্পতি। লুঠের আগে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করা হয়েছিল বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে পরিবার। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

পথভোলা এক বৃদ্ধকে বাড়িতে ফেরত পাঠাল স্থানীয় পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১০ জুন ঃ ৮০ বছরের বৃদ্ধ চিন্তাহরন হালদার শনিবার সকাল সাত টায় নব বারাকপুর নেতাজী সুভাষ রোডে এসেছিলেন তার বন্ধুর বাড়িতে। বৃদ্ধ বিএসএনএল'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। ৭৮ বছরের বন্ধু শারীরিক ভাবে অসুস্থ। তাকে দেখতে মাঝে মধ্যেই আসেন নববারাকপুরে। সকাল ১০,৩০ মিনিটের সময় বন্ধুর বাড়ি থেকে বের হন তার বেহালা এয়ারপোর্ট রোডে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত বেহালা বাড়িতে পৌঁছান নি দেখে তাঁর পরিবারের লোকজন ছেলেরা চিন্তা করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যেই নববারাকপুর স্টেশন চত্বরে অচেনা বৃদ্ধ কে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত বসে থাকতে দেখেন স্থানীয় কিছু মানুষজন। বৃদ্ধকে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহবশত নববারাকপুর থানায় খবর দেন। নববারাকপুর থানার পেট্রোলিং অফিসার বৃদ্ধ কে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ পরে বৃদ্ধ বেহালা বাড়ির ঠিকানা বলতে পারেন। এবং নব বারাকপুরে নেতাজী সুভাষ রোডে তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী যে বন্ধুর বাড়িতে ঘুরতে এসেছেন তার নাম ঠিকানা বলেন। কর্তব্যরত অফিসার উক্ত বন্ধুর বাড়িতে যোগাযোগ করেন। শনিবার রাতে বন্ধুর ছেলে থানায় এসে গাড়িতে করে সুস্থ শরীরে বৃদ্ধ কে বাড়ি নিয়ে যান। পুলিশের সন্দেহ বয়সজনিত কারনে বৃদ্ধ স্মৃতিভ্রংশ রোগের স্বীকার হয়েছেন তাই তিনি বাড়ি যাবার পথ ভুলে যান। যাই হোক বৃদ্ধ কে ফিরে পেয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ছেলে দের খুশির হাওয়া।

গেমিং বিবর্তনকে এগিয়ে নিয়েছে এসুস

কলকাতা, ১০ জুন ঃ ভারতের এক নম্বর গেমিং ব্র্যান্ড রিপাবলিক অফ গেমার্স এর আবাসস্থল এসুস ইন্ডিয়া তাদের রগ এবং টাফ লাইনআপকে আরও শক্তিশালী করে পাঁচটি নতুন উচ্চ-পারফরম্যান্স মডেল উন্মোচন করেছে। এই ডিভাইসগুলি নতুন ইউসারদের উচ্চ-পারফরম্যান্স গেমিংয়ে স্বাগত জানানোর জন্য প্ল্যান করে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতার সাথে আপস না করে এবং গেমপ্লে এবং ক্রিয়েটিভ কনটেন্ট উৎপাদন উভয়ই উচ্চমানের আপগ্রেড নিশ্চিত করে। টাফ গেমিং এ১৬ এবং টাফ গেমিং এফ১৬ ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা এবং শক্তিশালী স্থায়িত্ব প্রদান করে, যার মধ্যে এনভিডিয়াএ জিফোর্স আরটিএক্স ৫০৭০ জিপিইউ পর্যন্ত রয়েছে। এসুস গেমিং উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ২০২৫ সালের এনভিডিয়া জিপিইউ লাইনআপ দ্বারা চালিত পরবর্তী প্রজন্মের মডেলগুলি প্রবর্তন করে চলেছে, যার মধ্যে রয়েছে আরটিএক্স ৫০৬০ সহ রগ জিফাইরাস জি১৪ এবং আরটিএক্স ৫০৭০ এবং ৫০৬০ ভেরিয়ে ঃট সহ রগ স্ট্রিক্স জি১৬।

নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা সরণিতে নিষিদ্ধ রিকশা, সল্টলেকের রাস্তায় বাঁধা হল স্পিড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ নিউটাউনের মূল সড়ক পথ বিশ্ব বাংলা সরণিতে সুরক্ষা বজায়ে আরও কড়া নিয়ম আনলো বিধাননগর কমিশনারেটের ট্রাফিক পুলিশ। নারকেলবাগান-এয়ারপোর্টগামী বিশ্ব বাংলা সরণিতে টোটো, রিকশা, ই-রিকশা, সাইকেল চলাচলে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল কমিশনারেটের ট্রাফিক পুলিশ। দিনকয়েক আগে এই নিয়ম চালু হতেই জোরকদমে প্রচারও শুরু হয়েছে। কমিশনারেট পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই বিশ্ব বাংলা সরণির নিউটাউন অংশের দু'পাশের গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল মোড়ে হোর্ডিং-পোস্টারে চালকদের সতর্কীকরণ করা হচ্ছে। আধুনিক নিউটাউন শহরে ক্রমশ বাড়ছে জনবসতি। চারপাশে আবার ডালপালার মতো মেলে ধরেছে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিস, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিনোদন ক্ষেত্র প্রভৃতি। ফলে রাত কিংবা দিন- শহরের মূল বিশ্ববাংলা সরণির ব্যস্ততা লেগেই রয়েছে। এয়ারপোর্টগামী পথে প্রায়শই ভিআইপি মুভমেন্ট হয়। পুলিশ জেনেছে, শহরের মূল ব্যস্ত রাস্তায় প্রায় টোটো, রিকশা, ই-রিকশা, সাইকেলের দাপাদাপি লেগেই থাকছে। এতে বাড়ছে ঝক্কি। যে কোনও সময়ে বিশ্ব বাংলা সরণির চলন্ত গাড়ির সামনে চলে আসছে রিকশা। আর তাতেই বাড়ছে দুর্ঘটনার আশাঙ্কা। উল্লেখ্য, গত মে মাসের ১ তারিখে সল্ট লেকের বি এল ব্লকের বাড়ির সামনে ঘুরতে

বেরিয়ে, বেপরোয়া রিকশার ধাক্কায় শিখা দত্ত নামে এক বয়স্ক মহিলার মৃত্যু হয়েছিল। এরই আগে করুণাময়ী সেন্ট্রাল পার্কের কাছের রাস্তায় রিকশার ধাক্কায় দুর্ঘটনায় পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছিল কলকাতা নেতাজিনগরের এক বাসিন্দার। এহেন দুর্ঘটনার পর নাচোে বসে পুলিশ। অভিজাত সল্টলেক শহরের দুর্ঘটনা রোধে ই-রিকশা সর্বোচ্চ স্পিড ২৫-এ বেঁধে দেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) নিমা নিরবু ভুটিয়া। এ ছাড়াও সল্টলেকের পর এবার নিউটাউনেও তিনচাকা রিকশার চালকের রাশ টানতে আরও কড়া পথে হাঁটল কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ। কমিশনারেট পুলিশ সূত্রে খবর, বছরকয়েক আগে বিশ্ববাংলা সরণিতে টোটো, রিকশা, ই-রিকশা, সাইকেল চলাচল নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং বহু চালক পুলিশের সেই নিষেধাজ্ঞাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরের ব্যস্ত মেন রোডে রমরমিয়ে চালাচ্ছে তিনচাকা রিকশা। তাই দৌরাত্ম্য ঠেকাতে প্রথমে প্রচারে জোর দিয়ে চালকদের সজাগ করা হচ্ছে। বিধাননগর কমিশনারেটের এক ট্রাফিক কর্তা জানান, রিকশার কোনও রেজিস্ট্রেশন হয় না। তাই বিশ্ব বাংলা সরণির ব্যস্ত রাস্তায় আইন ভঙ্গকারী রিকশা চালকদের দাপাদাপি ঠেকাতে প্রয়োজনে পথে নেমেও অভিযান চালানো হবে।

পূর্ব মেদিনীপুরের হৃদরোগীদের জন্য মণিপাল হাসপাতাল এখন ভরসার ঠিকানা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১০ জুন ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের হৃদরোগীদের জন্য মণিপাল হাসপাতাল এখন ভরসার নতুন ঠিকানা পূর্ব মেদিনীপুরের মতো এলাকায় বহু মানুষ হৃদরোগের লক্ষণ দেখা দিলে কাছাকাছি স্ট্যান্ডঅ্যালোন ক্যাথ ল্যাব বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যান। এসব জায়গায় পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে রোগীদের ঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। রিপোর্ট, রেফারেল ও পরীক্ষা করতে করতে অনেক সময় নষ্ট হয়, যা রোগীর অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে।এই পরিস্থিতির পরিবর্তন এনেছে মণিপাল হাসপাতাল, কলকাতা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে এখন এখানে সম্পূর্ণ হৃদরোগের চিকিৎসা সম্ভব - নির্ভুল ডায়াগনসিস থেকে শুরু করে জটিল অস্ত্রোপচার পর্যন্ত। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বহু রোগী এখন শুধু চিকিৎসার জন্য নয়, জীবন বাঁচানোর আশায় মণিপাল হাসপাতালে আসছেন। মণিপাল হাসপাতাল ঢাকুরিয়ার কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ প্রকাশ কুমার হাজরা বলেন, আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষকে এখন আর রাজ্যের বাইরে যেতে হবে না উন্নত হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য। কলকাতাতেই মণিপালে সবরকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে - তা-ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে। মণিপাল হাসপাতালের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো দ্রুত এবং সমন্বিত চিকিৎসা পরিষেবা। এখানে আছে ৫০০-রও বেশি ক্রিটিক্যাল কেয়ার বেড, উন্নত ইমেজিং সুবিধা, ২৪ ঘণ্টা জরুরি পরিষেবা এবং নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, এন্ডোক্রিনোলজি সহ একাধিক বিশেষজ্ঞ বিভাগ - যা নিশ্চিত করে যে, কোনও জরুরি অবস্থাতেও সময় নষ্ট হয় না।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় অস্বস্তিকর গরম, সপ্তাহের মাঝামাঝি বৃষ্টির সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে মঙ্গলবার। বিশেষ করে উপকূলের জেলাগুলিতে গরম বেশি অনুভূত হবে। এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে হাঁসফাঁস পরিস্থিতি থাকবে। তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি খানিকটা স্বস্তি দিতে পারে ঝড়-বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যু-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং হাওড়া জেলায় বিশেষত ঝড়-বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াতেও বড় পরিবর্তন আসছে বলে আভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। আগামী শনিবার ও রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারে। এছা।া ঝড়-

বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে। মালদহ ও দুই দিনাজপুর জেলায় আপাতত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। বৃষ্টি কম থাকায় তাপমাত্রা বাড়বে। তবে বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হলে গরম কিছুটা কমতে পারে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।

তীব্র গরমে বিদ্যুতের সমস্যায় নাজেহাল জয়নগর,মথুরাপুর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১০ জুন ঃ তীব্র তাপদহের জ্বালায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। আর এই তাপদহের মাঝেই ক্রমাগত লোডশেডিং এ নাজেহাল জয়নগর, কুলতলি, মথুরাপুর,সাউথ বিষ্ণুপুর,রায়দীঘি এলাকার মানুষ। দিনের পর দিন কোনো কারণ ছাড়াই এই লোডশেডিং এর কারনে নাজেহাল হয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষ।২০১১ সালের পর থেকে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি আগের থেকে অনেক ভালো হওয়ার পরে ও কেন এই সমস্যা বর্তমানে তৈরি হচ্ছে তার সমাধান চায় সাধারণ মানুষ। স্থানীয় মানুষেরা বলেন,আমরা যেখানে ভালো পরিষেবা পাওয়ার জন্য সঠিক সময়ে বিদ্যুৎ এর বিল পরিষোধ করি সেখানে দিনের বেলা আবার এই গরমে রাতের বেলাতেও ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ হীন হয়ে পড়ছে এলাকা। ইদের দিন ও তার পরের দিন রাতে কোনো কারন ছাড়াই বেশ কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ হীন হয়ে পড়ে বহু এলাকা।আর বিদ্যুৎ না থাকলে বিদ্যুৎ দফতরে ফোন করলে রাতের বেলায় ফোন রিসিভ পর্যন্ত করে না সেই সময়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত বিদ্যুৎ কর্মীরা। আমরা চাই এই সমস্যা থেকে মুক্তি। এব্যাপারে সাউথ বিষ্ণুপুর বিদ্যুৎ স্টেশন মাস্টার সঞ্জয় মন্ডল কোনো ভাবেই কোন মন্তব্য করতে রাজি হলো না। মন্দির বাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার এ ব্যাপারে বলেন,২০১১ সালের পর থেকে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি অনেক ভালো, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় বটে,তবে তা জানতে পারলে তার সমাধানও করে দেওয়া হয়। আমার বিধানসভা এলাকায় সেরকম কোন সমস্যার খবর আপাতত নেই তবুও আমি এ ব্যাপারে দেখছি। জয়নগরে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে জয়নগর বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন মাস্টার সাইফুল সরদার বলেন, জয়নগর টাউনের ওপরে কয়েকটি জায়গায় সমস্যা ছিল তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।তবে গত রবিবার রাতে ১১ হাজার লাইনে একটু সমস্যা তৈরি হওয়ায় কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ হীন ছিলো এলাকা এটা ঠিক। আর কোনো সমস্যার খবর আমাদের কাছে নেই। দক্ষিণ বারাসাত বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন মাস্টার বলেন দু একটি সমস্যা ছাড়া সেভাবে আমাদের কাছে কোনো খবর নেই। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ দফতরের জয়নগর ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌমেন মন্ডল বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য গত কয়েকদিনে একটু প্রবলেম সৃষ্টি হয়েছিল বটে, তবে তা মিটে গিয়েছে। আগামী দিনেও আমরা আরো ভালো পরিষেবা দিতে চাই। জয়নগর এলাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাইভোল্টেজের বিদ্যুৎ এর তার সমস্যার কারনে মাটির তলা থেকেও দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

(HWH-137/2025-26)

@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

৪৬৫৬ জন পড়ুয়াকে ঋণ দেওয়া হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট ৪৬৫৬ জন পড়ুয়াকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরের (২০২৪-২৫) ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পড়াশোনা করার জন্য ৫৯৪ জন এবং বিদেশে পড়াশোনার জন্য ৪০ জন এই ঋণ পেয়েছেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি সিইই(ডব্লিউএস)/কেজিপিডব্লিউ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নীচে উল্লিখিত তারিখে ১৬:০০ টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন নিচে উল্লেখিত তারিখে ১৬:৩০ টায় এবং ১৭:০০ টার আগে খোলা হবে এবং ১৭:৩০ টায় এবং তার পরে খোলা হবে: **ক্রম নং; ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের নাম; কাজের আনুমানিক খরচ; বায়না মূল্য; ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: [১]; ই-৬১-ডিওয়াইসিইইকে-জিপিডব্লিউ-জিসিওসি-২৫-২৬**; খড়্গপুর ওয়ার্কশপে গ্রিন কোম্পানি রেটিং সিস্টেমের (গ্রিনকো) শংসাপত্র; ₹**১০,০৩,০০০.০০**; ₹২০,১০০.০০; ৩০.০৬.২০২৫ এবং ১৭:০০; **[২]; ই-৬২-ডিওয়াইসিইইকে-জিপিডব্লিউ-এফএলএসএফ-২৫-২৬**; খড়গপুর ওয়ার্কশপে আইসিএফ নন-এসি কোচ, এলএইচবি নন-এসি কোচ এবং ইএমইউ/এমইএমইউ কোচে ক্যারেজ ফ্যান খুলে ফেলা, পরিবহন, পরিষ্কার করা, পুনরায় লাগানো; **₹২৭,১৯,১৩৬.৫২**; ₹৫৪,৪০০.০০; **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৮.০৭.২০২৫ এবং ১৭:০০; **ওয়েবসাইটের বিবরণ: www.ireps.gov.in** (ক্রম নং ১ এবং ২ -এর জন্য)। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **(PR-250)**

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

(STORES-15/2025-26)

@EasternRailway Eastern Railway Headquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two part Bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/22/25-26
Name of work : **Improvement of street lighting system with LED fittings at different areas in Ward No. 107, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,96,103.03.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/124/25-26
Name of work : **Miscellaneous works including pole covering with UPVC pipe as a precaution to prevent any eventuality at different poles in Ward no. 105, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 2,99,149.88.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **25 days.** Last Date and Time of Completion of Bid : **21.06.2025 up to 3 p.m.**(for Sl. no. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from: **13.06.2025 from 3 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2)

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/106/25-26
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at Arobinda Nagar, Bijoygarh 7 No. and adjacent areas in Ward No. 95, Br-X.** Estimated Amount: **₹ 1,99,476.41.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last Date and Time of Completion of Bid : **21.06.2025 up to 12 Noon.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/117/25-26
Name of work : **Miscellaneous works including pole covering with UPVC Pipe as a precaution to prevent any eventuality at different places in Ward No. 101, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 2,97,076.35.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/118/25-26
Name of work : **Miscellaneous works including pole covering with UPVC Pipe as a precaution to prevent any eventuality at different places in Ward No. 106, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 2,97,617.71.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/119/25-26
Name of work : **Miscellaneous works including pole covering with UPVC Pipe as a precaution to prevent any eventuality at different places in Ward No. 108, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,93,083.01.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/80/25-26
Name of work : **Improvement of street lighting system with LED fittings at Sanyashi Fullar etc. Uttaran areas in Ward no. 101, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,98,846.96.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/85/25-26
Name of work : **Improvement of street lighting system with LED fittings at Bantala, Noor Tala etc. areas in Ward no. 108, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,97,420.29.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/122/25-26
Name of work : **Repairing of street lighting system at Purba Panchannagram, Matoghini Colony etc. areas in Ward No. 108, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 2,89,199.36.** Earnest Money: **₹ 5,800.00.** Period of Completion: **25 days.** Last Date and Time of Completion of Bid : **21.06.2025 up to 3 p.m.**(for Sl. no. 4 to 9) The bid forms and other details are available on and from: **10.06.2025 from 2 p.m.** (for Sl. no. 3 to 9) The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 9)

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-V, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/XIV/7/25-26/127
Name of work : **Upgradation of street lighting system at Ho-Chi-Min Sarani, Oxytown, Jubilee park and other different areas in Ward no. 127.** Estimated Amount: **₹ 4,98,756.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : LTG/XIV/8/25-26/127/PARK
Name of work : **Improvement of area lighting Sarsuna college ground & peripheral walkway of Jheel No. - 1 at Ward - 127.** Estimated Amount: **₹ 2,98,346.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last Date & Time of submission of Bid : **18.06.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2) Bid opening date for Technical Proposals (Online): **20.06.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from: **10.06.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2)

(3) NIT No. : LTG/XIV/25/25-26/130 (1st Call)
Name of the work : **Repairing and replacement of the street lighting system at Fakir para, Shib Tala, Arkadia and other surrounding areas in Ward no. 130.** Estimated Amount: **₹ 4,87,676.00.** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No. : LTG/XIV/26/25-26/130 (1st Call)
Name of the work : **Development of street lighting system at Pancha Shakti club, 8 no Rickshaw Stand, Lal Prachir and other different areas in Ward no. 130.** Estimated Amount: **₹ 4,88,493.00.** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No. : LTG/XIV/27/25-26/131 (1st Call)
Name of the work : **Repairing and renovation of the street lighting system at Panchanan Tala Lane, Kaji Para Road, Kalimata Colony and other surrounding areas in ward no 131.** Estimated Amount: **₹ 4,90,570.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No. : LTG/XIV/23/25-26/130 (1st Call)
Name of the work : **Supply of LED luminaries of the street lighting system under Ward 130.** Estimated Amount: **₹ 4,88,518.00.** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **7 days.**

(7) NIT No. : LTG/XIV/24/25-26/131 (1st Call)
Name of the work : **Supply of LED luminaries of the street lighting system under Ward 131.** Estimated Amount: **₹ 4,81,716.00.** Earnest Money: **₹ 9,700.00.** Period of Completion: **7 days.**

(8) NIT No. : LTG/XIV/22/25-26/129 (1st Call)
Name of the work : **Supply of LED luminaries of the street lighting system under Ward 129.** Estimated Amount: **₹ 4,81,288.00.** Earnest Money: **₹ 9,700.00.** Period of Completion: **7 days.** Last Date & Time of submission of Bid : **19.06.2025 (1 p.m.)** (for Sl. no. 3 to 8) Bid opening date for Technical Proposals (Online): **19.06.2025 at 3 p.m.** (for Sl. no. 3 to 8) The bid forms and other details are available on : **10.06.2025** (for Sl. no. 3 to 8).

(9) NIT No. : KMC/LTGV/XIV/25-26/SSU/DG (1st Call)
Name of work : **Operation of D.G. Set at SS unit office building in Ward no. 130.** Estimated Amount: **₹ 1,81,313.13.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **365 days.**

(10) NIT No. : KMC/LTGV/120/25-26/LM1 (1st Call)
Name of work : **Installation of minimast lighting system at junction of Kamar Para Rd and DH Road, Junction of RB Road and Nalapukur Road, junction of Bhupen Roy Road and S.H.Road, Kheyali Park, Senhati Bazaar and others areas in Ward No. 120.** Estimated Amount: **₹ 4,97,921.88.** Earnest Money: **₹ 9,990.00.** Period of Completion: **40 days.**

(11) NIT No. : KMC/LTGV/119/25-26/ACT/OM (1st Call)
Name of work : **Overall electrical maintenance works in assessment collection office at Taratala in Ward No. 119.** Estimated Amount: **₹ 2,79,034.52.** Earnest Money: **₹ 5,600.00.** Period of Completion: **365 days.**

(12) NIT No. : KMC/LTGV/116/25-26/D1 (1st Call)
Name of work : **Installation of energy efficient light fittings in place of existing damaged LED light fittings at Chanditala branch road, Canel Road and other important places in Ward no. 116, Br-XIII, KMC.** Estimated Amount: **₹ 4,93,738.39.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(13) NIT No. : KMC/LTGV/116/25-26/DT (1st Call)
Name of work : **Improvement of Street lighting system by installing new existing fittings on existing poles at Kumar Garden (1st, 2nd, 3rd and 4th lane) and other areas in Ward no. 116.** Estimated Amount: **₹ 4,54,500.06.** Earnest Money: **₹ 9,200.00.** Period of Completion: **60 days.**

(14) NIT No. : KMC/LTGV/116/25-26/DR1 (1st Call)
Name of work : **Repairing and renovation work of street lighting system at Arya Pally, Tali Para and others areas in Ward no. 116.** Estimated Amount: **₹ 4,38,765.82.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(15) NIT No. : KMC/LTGV/116/25-26/DPC2 (1st Call)
Name of work : **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Sarada Pally, Bairagi Para and surrounding water logging areas in Ward no. 116.** Estimated Amount: **₹ 4,82,634.56.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(16) NIT No. : KMC/LTGV/116/25-26/D2 (1st Call)
Name of work : **Installation of energy efficient light fittings in place of existing damaged LED light fittings at P.B Road, Amartya Park and other important places in Ward no. 116, Br-XIII, KMC.** Estimated Amount: **₹ 4,94,716.48.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(17) NIT No. : KMC/LTGV/117/25-26/D1 (1st Call)
Name of work : **Installation of energy efficient light fittings in place of existing damaged LED light fittings at Roy Bahadur Road, Canel Road and other important places in Ward no. 117, Br-XIII, KMC.** Estimated Amount: **₹ 4,95,714.70.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(18) NIT No. : KMC/LTGV/117/25-26/DT (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system by installing new existing fittings on existing poles at Sneha Garden, Hindusthan Park and other areas in Ward no. 117.** Estimated Amount: **₹ 4,81,563.66.** Earnest Money: **₹ 9,700.00.** Period of Completion: **60 days.**

(19) NIT No. : KMC/LTGV/117/25-26/DPC2 (1st Call)
Name of work : **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Malakar Para, Canel Road and surrounding water logging areas in Ward no. 117.** Estimated Amount: **₹ 4,96,905.86.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(20) NIT No. : KMC/LTGV/117/25-26/D2 (1st Call)
Name of work : **Installation of energy efficient light fittings in place of existing damaged LED light fittings at B.L Saha Road, Chanachur Goli and other important places in Ward no. 117, Br-XIII, KMC.** Estimated Amount: **₹ 4,93,494.36.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(21) NIT No. : KMC/LTGV/117/25-26/DR1 (1st Call)
Name of work : **Repairing and renovation work of street lighting system at B.L.Saha Road, Joytish Roy Road and others areas in Ward no. 117.** Estimated Amount: **₹ 4,44,702.39.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last Date & Time for submission of Bid : **23.06.2025 (4 p.m.)** (for Sl. no. 9 to 21) The bid forms and other details are available on and from: **10.06.2025 (4 p.m.)** (for Sl. no. 9 to 21) The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 21) **(403/25-26)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৯০ সংখ্যা, বুধবার ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বিকল্প পথেই পরিবার গঠনের অধিকার এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়াল মাদ্রাজ হাইকোর্ট

এখনও ভারতে সমলিঙ্গ বিবাহকে আইনত স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অথচ সমাজের একটি বড় অংশ; যারা এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত;তাঁদের জীবনের মৌলিক অধিকার বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিবাহ, পরিবার, সন্তান দত্তক নেওয়া কিংবা যৌথভাবে জীবনযাপন; এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁরা বারংবার আইনি ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। তবে সম্প্রতি মাদ্রাজ হাইকোর্ট একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের রায় দিয়ে জানিয়ে দিল, সমলিঙ্গ বিবাহ স্বীকৃত না হলেও, এই সম্প্রদায়ের মানুষদের পরিবার গঠনের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। এটি শুধুমাত্র আইনি সিদ্ধান্ত নয়, বরং এক গভীর সামাজিক ও মানবিক বার্তা। এই রায় এসেছে এমন এক সময়ে, যখন দেশের সর্বোচ্চ আদালতও সমলিঙ্গ বিবাহের স্বীকৃতি নিয়ে দ্বিধান্বিত থেকেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, সমলিঙ্গ বিবাহকে আইনত স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা সংসদের হাতে, আদালতের নয়। এই রায়ের পর সমাজে একধরনের হতাশা ছড়িয়ে পড়ে এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের মধ্যে। সেই প্রেক্ষাপটে মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় একধরনের আশার আলো দেখাল, যেখানে আইন বলছে; বিয়ে না হলেও, পরিবার গঠনের অধিকার কোনোভাবেই খর্ব করা যাবে না। মাদ্রাজ হাইকোর্ট তার রায়ে স্পষ্টভাবে জানায়, সহবাস, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, যৌথ সম্পত্তি, বা সন্তানের দেখাশোনা;এইসব ক্ষেত্রে সমলিঙ্গ যুগলরা আইনি অধিকার ভোগ করতে পারেন, যদি তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, দায়িত্ববোধ এবং স্বীকৃত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এই রায় অনুযায়ী, 'পরিবার' শব্দের সংজ্ঞাকে পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে। কারণ পরিবার মানে শুধুমাত্র একটি পুরুষ ও একটি নারীর সামাজিক বিবাহ নয়, বরং পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি, দায়িত্ব ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্পর্ক। মাদ্রাজ হাইকোর্টের এই রায়ের পেছনে রয়েছে একটি বিশেষ মামলা, যেখানে এক সমলিঙ্গ যুগলকে ঘিরে দেওয়া হয়, যারা দীর্ঘদিন ধরে সহবাস করছেন এবং একজন সন্তান দত্তক নেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁদের আবেদনের ক্ষেত্রে করেই আদালত বিষয়টির সার্বিক মূল্যায়ন করে। আদালত জানায়, ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, পরিবার গঠনের স্বাধীনতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে, একজন ব্যক্তির যৌন পরিচয় তাঁর মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। এই রায় কেবল এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বরং সমাজের সমস্ত অংশের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। কারণ এটি শিক্ষা দেয় যে, পরিবার গঠনের ভিত্তি কেবলমাত্র জৈবিক বা সামাজিক নিয়মের উপর নির্ভর করে না, বরং সম্পর্ক, সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। যে সমাজ ভালোবাসার অভিন্ন রূপকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃত, সে সমাজ আদৌ কতটা প্রগতিশীল; এই প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করায় এই রায়। রায়টি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছে; আর তা হল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য। রাষ্ট্র হয়তো এখনো কোনো কারণে সমলিঙ্গ বিবাহকে আইনত স্বীকৃতি দেয়নি, কিন্তু সমাজের অনেক অংশ তা মেনে নিচ্ছে। অনেক পরিবার ও সম্প্রদায় আজ তাঁদের সমকামী সন্তানদের গ্রহণ করছেন, তাঁদের জীবনের পছন্দকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের এই রায় সেই সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিফলনও বটে। এই রায়ের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল শিশু অধিকার প্রসঙ্গে। অনেক সমলিঙ্গ যুগল সন্তান দত্তক নিতে চান, কিংবা সারোগেসির মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দিতে চান। আদালতের মতে, একজন পরিবারে সন্তানের মানসিক বিকাশ বা সামাজিক স্বীকৃতিতে কোনো ঘাটতি থাকে না, যদি সেই পরিবারে ভালোবাসা ও নিরাপত্তা থাকে। তাই শুধুমাত্র লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে তাঁদের পিতামাতার অধিকার কেড়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে এই প্রশ্ন উঠে আসে;তাহলে সরকার কেন সমলিঙ্গ বিবাহ আইন পাশ করতে এতটা সময় নিচ্ছে? সাংসদের, নীতিনির্ধারকেরা কি সমাজের এই পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন না? যাঁরা আইন বানান, তাঁদের কি উচিত নয় সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলা? মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় যেন তাঁদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বলে;এবার সময় এসেছে আইনেও স্বীকৃতি দেওয়ার। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, এই রায়ের মাধ্যমে আদালত একটি মানবিক সংবেদনশীলতা দেখিয়েছে। এমন এক সময়ে যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক রক্ষণশীলতা একত্রে মানবিক সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, তখন এই রায় এক আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে। এটিই ভবিষ্যতের সমাজ নির্মাণে একটি সহায়ক হাতিয়ার। এবার দেখার বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার বা সংসদ এই বার্তাকে কতটা গুরুত্ব দেয়। এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায় কতদিন এই 'আধা স্বীকৃত' অধিকার নিয়ে বাঁচবেন? সংসদের উচিত হবে, হাইকোর্টের এই রায়কে ভিত্তি করে একটি সুসংহত আইন প্রণয়ন করা, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা থাকবে;সমলিঙ্গ যুগলরাও পরিবার গড়তে, সন্তান দত্তক নিতে, যৌথ সম্পত্তির অধিকারী হতে এবং আইনত একে অপরের সহচর হয়ে থাকতে পারবেন। ভারতবর্ষ যদি সত্যিই গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিক রাষ্ট্র হয়ে উঠতে চায়, তাহলে তাকে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করতেই হবে। ভালোবাসার কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গ নেই; এই সহজ সত্যটিকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার সময় আর পেছনে ফেলা চলে না। মাদ্রাজ হাইকোর্ট যা সাহসিকতার সঙ্গে বলেছে, এখন সেটাকেই জাতীয় নীতিতে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের। কারণ, ভালোবাসা কোনো অপরাধ নয়;ভালোবাসা একটি অধিকার। এবং সেই অধিকারের পাশে দাঁড়ানো প্রকৃত ন্যায়বিচার।

নতুন দিগন্তে ভারত বৈশ্বিক বাজারে বাড়ছে ভারতের গুরুত্ব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিশ্ব অর্থনীতির মানচিত্রে এক সময় ভারত ছিল 'উদীয়মান' অর্থনীতির প্রতীক। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই 'উদীয়মান' পরিচয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে আজ ভারত নিজেকে প্রমাণ করেছে একটি 'প্রভাবশালী অর্থনৈতিক শক্তি' হিসেবে। বৈশ্বিক বাজারে ভারতের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে; অর্থনৈতিক উৎপাদন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, জনশক্তির দক্ষতা, এবং কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান সব মিলিয়ে আজকের বিশ্বে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত এখন শুধু জনসংখ্যার দিক থেকেই শীর্ষে নয়, অর্থনীতির দিক থেকেও বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থার মূল্যায়নে ভারতের প্রবৃদ্ধি হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ উল্লেখযোগ্য। ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি ৫ ট্রিলিয়ন ডলার ছোঁবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশাবাদী। যেমন দেশের অভ্যন্তরে অবকাঠামো, উৎপাদন ও পরিষেবা খাতে বিকাশ ঘটেছে, তেমনই আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের কূটনৈতিক উপস্থিতি ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া-র মতো বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ভারতের অর্থনৈতিক ভিতকে আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তুলেছে। এই পদক্ষেপগুলোর ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে, এবং বহু বহুজাতিক সংস্থা ভারতকে তাদের উৎপাদন ও প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটেও ভারত তার কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একটি মধ্যপন্থী অথচ দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় যেমন ভারত তার নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছিল, তেমনই আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পিছপা হয়নি। এই কৌশলগত ভারসাম্য আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের ভূমিকা বাড়ার পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি। তথ্যপ্রযুক্তি ও সফটওয়্যার পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারত বহু বছর ধরেই শীর্ষস্থান দখল করে আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে স্টার্টআপ সংস্কৃতি এবং নতুন প্রযুক্তি-নির্ভর উদ্যোগের ফলে ভারত আজ বিশ্বে উদ্ভাবনের হাব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, পুনে, এবং নয়াদিল্লি আজ বিশ্বের আইটি ও প্রযুক্তি মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ নাম। ভারতের জনসংখ্যা অনেকদিন ধরেই একটি বড় সম্পদ। এখন সেই জনসংখ্যা ক্রমশ দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ও স্কিল ডেভেলপমেন্টের ওপর সরকার ও বেসরকারি ক্ষেত্রের জোরের ফলে আজকের তরুণ প্রজন্ম বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। এই জনশক্তি শুধুমাত্র দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, বরং সারা বিশ্বে ভারতীয় শ্রমশক্তির চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে। অর্থনৈতিক নীতি ও সংস্কারের দিক থেকেও ভারত ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। কর সংস্কার, ব্যাংকিং খাতে ডিজিটালাইজেশন, জিএসটি প্রবর্তন, ও নীতি আয়োগের নেতৃত্বে গৃহীত নানা নীতিগত কাঠামো ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরকরেছে।ব্যবসারপরিবেশসহজতরসূচকেভারতেরঅগ্রগতিবৃহৎপর্যায়েতুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে। ভারত এখন শুধু এক বৃহৎ ভোক্তা বাজারই নয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ কেন্দ্রও। চীনের সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার পরে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা উৎপাদন ঘাঁটি চীন থেকে সরিয়ে ভারতে নিয়ে আসার কথা ভাবছে। পরিবর্তন ভারতের সামনে একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সাফল্যের পথ পুরোপুরি মসৃণ নয়। মুদ্রাস্ফীতি, কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ, আঞ্চলিক বৈষম্য, পরিবেশগত দিক থেকে ভারসাম্য রক্ষা করা ভারতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তবু গোটা বিশ্ব ভারতের প্রতি যেভাবে তাকিয়ে আছে, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে আগামী দিনে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ভারতের গুরুত্ব আরও বাড়বে। সব মিলিয়ে বলা যায়, ভারত এখন আর কেবল উদীয়মান অর্থনীতি নয়, বরং এক স্থিতিশীল ও ভবিষ্যতমুখী বিশ্বশক্তি। ২১ শতকের এই দশকে বৈশ্বিক বাজারে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি শুধু অর্থনৈতিক নয়, এক বৃহৎ কৌশলগত রূপান্তরের প্রতিফলন।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

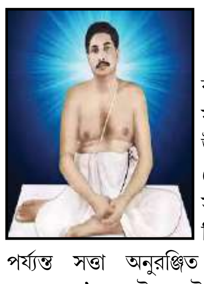

শাশ্বতী

ব্যক্তিত্বহীন বিনয় আর পরাক্রমহারা ব্যক্তিত্ব যা'র; দুনিয়ার কৃপাপাত্রই সে লাঞ্ছনাই তা'র উপঢৌকন। বৈশিষ্ট্য যার যেমন ; চলন, বলন, দেখা, শোনা, নিষ্ঠা-আবেগও তেমন। প্রত্যয় যত সময় সক্রিয় হ'য়ে চরিত্রে ফুটে না উঠছে; সৌন্দর্য্য নিয়ে,- বলা কওয়া শেখা তত সময় পর্য্যন্ত সত্তা অনুরঞ্জিত হয়েছে বোঝা যায় না। কোথায় কী কথা কেমন ক'রে কইলে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে সে, তৎকাট হ'য়ে ওঠে সে; হৃদয় খুলে দেয়, আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে দরদী সৎ-আশ্বাসে ; পরিপৃচ্ছন্নে নজর রেখে ; তাই, সৎ ও সুভাষী হও; সার্থক হ'য়ে উঠুক বাক্ তোমার প্রত্যয়ী তেজোদীপ্তস্পন্দনে। ইষ্টনিষ্ঠা দৃঢ়, অনুকম্পী, সেবাপ্রবণ, কৌশলী, সময়ানুবর্তীদের প্রায়ই বড় হ'তে দেখা যায়।

গলথিয়া উপসাগরে আন্তর্জাতিক মানের কার্গো বন্দর গঠনের পরিকল্পনা

ভারতের কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির নতুন দিগন্ত

ভারতের সমুদ্র উপকূলীয় নীতি এবং নৌপরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গলথিয়া উপসাগরে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক মানের কার্গো বন্দরের পরিকল্পনা। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শুধু নৌপরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করা নয়, বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য প্রবাহে ভারতকে একটি বড় নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। গলথিয়া উপসাগরে এই বন্দর নির্মাণ শুধুমাত্র ভৌগোলিক কৌশলগত গুরুত্বের দিক থেকেই নয়, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাবের দিক থেকেও এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হয়ে উঠতে চলেছে। গলথিয়া উপসাগর, যা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত, তার ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্ব বাণিজ্য রুটে এক বিশাল কৌশলগত সুবিধা প্রদান করে। মালাক্কা প্রণালী থেকে মাত্র ৯০ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থিত এই উপসাগর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ। মালাক্কা প্রণালী, যা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগের এক অন্যতম রুট, সেখানে উপস্থিত থেকে এই বন্দর কার্যত একটি ট্রান্স-শিপমেন্ট হাব হিসেবে কাজ করতে পারে। ভারত, এতদিন এই ভূমিকা পালন করতে পারেনি, যেটি শ্রীলঙ্কার কলম্বো কিংবা সিঙ্গাপুরের মতো বন্দরগুলি দক্ষতার সঙ্গে করে এসেছে। এই বন্দরের

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভারত সরকার দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্য পূরণের দিকে এগোচ্ছে। প্রথমত, এটি তআত্মনির্ভর ভারতদ অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারতের বাণিজ্যিক পরিকাঠামো, বিশেষত নৌপরিবহনের খাতে, দীর্ঘদিন ধরেই পরিকাঠামোগত ঘাটতির কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পিছিয়ে থেকেছে। গলথিয়াতে এই বন্দর গড়ে ওঠার ফলে ভারতের বন্দরের উপর নির্ভরতা বাড়বে এবং বিদেশি বন্দরের উপর নির্ভরতা কমবে। দ্বিতীয়ত, এই বন্দর চীনকে কৌশলগতভাবে চাপে ফেলতে পারে। চীন দীর্ঘদিন ধরে ভারত মহাসাগরে 'স্ট্রিং অফ পার্লস' নীতির মাধ্যমে একাধিক সামরিক এবং বাণিজ্যিক বন্দর নির্মাণ করে আসছে। গলথিয়া বন্দরের মাধ্যমে ভারত এক কৌশলগত পাল্টা চাল দিতে পারবে। তবে এই প্রকল্প ঘিরে নানা পরিবেশগত ও সামাজিক উদ্বেগও উঠছে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ একটি সংবেদনশীল জৈববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ অঞ্চল। এখানে বহু আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করেন, যাঁদের জীবনযাত্রা প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁদের জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গলথিয়া বন্দরের মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি এই জনগোষ্ঠীর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক অস্থিরতা ও পরিবেশগত ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই সরকারের উচিত হবে, প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি পর্যায়ে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) কঠোরভাবে করা এবং স্থানীয় জনগণের মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া। এই প্রকল্পের আর্থিক বিনিয়োগও বেশ বড়সড়। প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এই বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটিকে ঘিরে গড়ে তোলা হবে লজিস্টিক পার্ক, শিল্প হাব, হেলিপোর্ট এবং রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাও। সরকারের মতে, এর ফলে প্রায় এক লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, যা দ্বীপপুঞ্জের মানুষের জন্য এক অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে আস্তে পারে। তবে এই সম্ভাবনাগুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে শুধুমাত্র নীতিগত ঘোষণা যথেষ্ট নয়, বরং বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই বন্দর ভারতের জন্য এক বিপুল সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ, যারা এতদিন শ্রীলঙ্কা বা সিঙ্গাপুরে ট্রান্স-শিপমেন্ট করত, তারা ভারতীয় বন্দরের ওপর নির্ভর করতে পারবে। এর ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় যেমন বাড়বে, তেমনি লজিস্টিক খরচ কমে ভারতীয় রপ্তানি আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে। এটি দেশের পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক লগ্নিকারীদেরও আকৃষ্ট করতে পারে, বিশেষত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারের জন্য। এই প্রকল্প সামুদ্রিক নিরাপত্তার দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় নৌসেনা ইতিমধ্যেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নিজের উপস্থিতি জোরদার করছে। গলথিয়া বন্দরের মাধ্যমে সেই সামরিক কৌশল আরও দৃঢ় হবে। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চীনের কার্যকলাপ নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি এটি কৌশলগত জোটগুলির অংশ হিসেবে, যেমন কোয়াড (QUAD), ভারতের ভূমিকাকে আরও দৃঢ় করতে সাহায্য করবে। তবে এত সব সম্ভাবনার মাঝেও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। অতীতে বহু উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণার পর বাস্তবায়নে নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। গলথিয়া বন্দরের ক্ষেত্রেও যাতে সেই পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য এখন থেকেই সুসংহত পরিকল্পনা, শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো এবং সময়ানুগ বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করা জরুরি। গলথিয়া উপসাগরে আন্তর্জাতিক মানের কার্গো বন্দর নির্মাণ কেবলমাত্র একটি বন্দর গঠনের পরিকল্পনা নয়, বরং এটি ভারতের অর্থনৈতিক, কৌশলগত ও ভূরাজনৈতিক অভিপ্রায়কে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস। এটি যদি বাস্তবায়িত হয় সুচারুভাবে, তাহলে তা শুধু নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে নয়, গোটা দেশকে বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসতে পারে। তবে এই উন্নয়নের পথে যেন পরিবেশ, মানুষ এবং সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ বিসর্জন না দেওয়া হয়; এই সতর্কতা বজায় রাখাই হবে প্রকৃত উন্নয়নের পথ। উন্নয়ন যেন অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই হয়;এই হোক ভারতের আগামীর লক্ষ্য।

গণতান্ত্রিক মূলনীতিকে শক্তিশালী করা ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

ভারতে সম্প্রতি সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচন, যদিও ব্যাপকতা এবং অংশগ্রহণের দিক থেকে বিশাল, তবুও দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে এমন উদ্বেগের চিহ্ন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সাধারণ নির্বাচনের উপর ধুলো জমে যাওয়ার সাথে সাথে, ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) সম্পর্কে প্রশ্নগুলি আস্তরও তীব্র হয়ে উঠেছে। বিষয়টির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, পদ্ধতিগত স্পষ্টতা এবং জনসাধারণের আস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা - যা একটি সুস্থ গণতন্ত্রের স্তম্ভ। ভারতের নির্বাচন কমিশনকে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার বিশাল দায়িত্বে অর্পিত, গণতান্ত্রিক নীতি রক্ষায় ইসিআইয়ের সততা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি, যোগাযোগ কৌশল এবং উন্মুক্ততার প্রতি অঙ্গীকার নিয়ে ভ্রু কুঁচকে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের মধ্যে একটি হল গুরুত্বপূর্ণ ভোটদানের তথ্য, বিশেষ করে ভোটগ্রহণের পরম সংখ্যা প্রকাশে কমিশনের অনিচ্ছা বা বিলম্ব। এই অস্বচ্ছতা নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভ্রান্তি এবং অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার উপস্থিতির তথ্য প্রকাশে বিলম্ব, এবং পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা ছাড়াই শতাংশ থেকে পরম সংখ্যায় রিপোর্টিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন - কেবল জল্পনা-কল্পনাকে উস্কে দিয়েছে। একটি নির্বাচনী বাস্তুতন্ত্রে যেখানে তথ্যের অখণ্ডতা সরাসরি জনসাধারণের আস্থার সাথে সম্পর্কিত, সময়োপযোগী, স্বচ্ছ প্রকাশের অনুপস্থিতি স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। আরও জটিল বিষয় ছিল ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং ভোটার ভেরিফাইয়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপিএটি) দিয়ে ভোট গণনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে চাপ দেওয়ার সময় কমিশনের প্রতিরক্ষামূলক

অবস্থান। যদিও ইভিএম-ভিভিপিএটি সিস্টেমকে সুপ্রিম কোর্ট সমর্থন করেছে এবং একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া হিসাবে সমর্থন করেছে, নাগরিক সমাজ এবং রাজনৈতিক সত্তাগুলির বৃহত্তর নিরীক্ষণযোগ্যতার জন্য অবিরাম আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না। গণতন্ত্র জনসাধারণের ধারণার উপর নির্ভর করে এবং যদি ভোটারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মনে করে যে প্রক্রিয়াটি পর্যাপ্তভাবে যাচাইযোগ্য নয়, তবে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেই সন্দেহগুলি সমাধান করতে হবে, সেগুলি উড়িয়ে দিতে হবে না। এই ধরণের আহ্বানের প্রতি ইসিআই-এর প্রতিক্রিয়া - প্রায়শই এড়িয়ে চলা বা আমলাতান্ত্রিক - আস্থা বৃদ্ধিতে খুব একটা অবদান রাখে না। আরও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া, যার মধ্যে রয়েছে ফর্ম ১৭সি ডেটার রিয়েল-টাইম প্রকাশ (যা ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনা রেকর্ড করে), এবং গণনা এবং সারণী রেকর্ডের বৃহত্তর অ্যাক্সেসযোগ্যতা, সন্দেহ দূর করতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এমন এক যুগে যেখানে ভুল তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে ওঠে, সেখানে সক্রিয় প্রকাশ কেবল সুশাসন নয়, বরং একটি নির্বাচনী প্রয়োজনীয়তা হয়ে ওঠে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বেশি করে তৈরি হয় কমিশন কীভাবে আদর্শ আচরণবিধি (এমসিসি) প্রয়োগ করে। বছরের পর বছর ধরে, এই ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে যে প্রয়োগ নির্বাচনী, শক্তিশালী ব্যক্তিরা প্রায়শই দায়মুক্তির সাথে কাজ করে বলে মনে হচ্ছে। যদিও এমসিসি আইনত বাধ্যতামূলক নয়, তবে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য এর ধারাবাহিক এবং নিরপেক্ষ প্রয়োগ অপরিহার্য। উচ্চ-প্রোফাইল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বিতর্কিত বক্তব্য বা আচরণের মুখে নির্বাচন কমিশনের নীরবতা বা নিষ্ক্রিয়তা তার মর্যাদা হ্রাস করে। নাগরিকরা যদি পক্ষপাত বুঝতে শুরু করে - বাস্তব হোক বা কাল্পনিক - গণতান্ত্রিক বৈধতার জন্য প্রতিক্রিয়া গুরুতর। অধিকন্তু, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা শূন্যস্থানে কাজ করতে পারে না। এটিকে সচেতন এবং ক্ষমতায়িত নাগরিকদের দ্বারা জোরদার করতে হবে। নির্বাচনী সাক্ষরতা উন্নত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে নেতৃত্ব দিতে হবে। ভোটদানের কৌশল, ইভিএমের ভূমিকা, ভিভিপ্যাটের তাৎপর্য এবং বিদ্যমান সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি আমলাতান্ত্রিক ভাষা বা অস্পষ্ট পোর্টালের আড়ালে থাকা উচিত নয়। পরিবর্তে, কমিশনের উচিত টাউন হল, উন্মুক্ত ডেটা ড্যাশবোর্ড, বহুভাষিক প্রচারণা এবং নাগরিক সমাজের সাথে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যাপক জনসাধারণের সম্পৃক্ততা গ্রহণ করা। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় - যার মধ্যে একটি রায় নির্বাচন কমিশনকে একটি কঠোর সময়সীমার মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার উপস্থিতির তথ্য প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে - বিচার বিভাগকে ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের উদ্বেগের স্বীকৃতি দেয়। এই বিচারিক হস্তক্ষেপগুলি স্বাগত জানালেও, আদালতের আদেশের উপর নির্ভর না করে কমিশনের সক্রিয়ভাবে তার পদ্ধতিগুলি সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেয়। প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক নয় বরং কার্যকরীও, যা ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং সক্রিয় দায়িত্বের প্রতি দৃশ্যমান প্রতিশ্রুতি দ্বারা চিহ্নিত। এছাড়াও, নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটি তদন্তের আওতায় এসেছে। স্বচ্ছ এবং অ-নির্বাহী-প্রধান নিয়োগ ব্যবস্থার জন্য সুপ্রিম কোর্টের পূর্বের নির্দেশ ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তবে, পরবর্তীকালে একটি নতুন আইন - প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, চাকরির শর্তাবলী এবং পদের মেয়াদ) আইন - কার্যকরভাবে নিয়োগে নির্বাহী কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করে এই উদ্দেশ্যকে দুর্বল করে দেয়। এটি কমিশনের ভবিষ্যতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বৈধ উদ্বেগ উত্থাপন করে। একটি সত্যিকারের স্বায়ত্তশাসিত নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক চাপ এবং নমনীয়তার ধারণা উভয় থেকে রক্ষা করতে হবে। ভারতের নির্বাচনী কাঠামো, তার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, সরবরাহ এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বব্যাপী বিস্ময় হিসাবে রয়ে গেছে। তবুও গণতন্ত্রের চেতনা কেবল স্কেল দ্বারা সমর্থিত নয়। এটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সমান সুযোগ দ্বারা লালিত হয়। নির্বাচনের অভিভাবক হিসাবে ইসিআইকে তার সাংবিধানিক ভূমিকায়, এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে। এটি উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করতে পারে না। সময়ের সাথে সাথে অভিযোজন, স্পষ্টতা এবং সাহসের দাবি করে।

মহার্ঘ ভাতা বিতর্কে বিপাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মচারীদের ক্ষোভে বাড়ছে চাপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবারও মুখোমুখি হয়েছে এক পুরনো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর; মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (Dearness Allowance)। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বহুদিনের দাবি, তাঁদের ডিএ কেন্দ্রীয় হারে মেনে প্রদান করা হোক। অথচ রাজ্য সরকার বারবার যুক্তি দিয়েছে, রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি সেই পরিমাণ বাড়তি ব্যয় বহনের মতো নয়। এই টানাপোড়েন নতুন কিছু নয়, কিন্তু সম্প্রতি কিছু রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ঘটনাপ্রবাহ এই বিতর্ককে ফের সামনে এনে দিয়েছে। ফলে, সরকারের উপর আবারও চাপ বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে; এই সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান আদৌ সম্ভব কি? বর্তমানে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় হারের থেকে প্রায় ৩৫ শতাংশ কম হারে ডিএ প্রদান করে থাকে। এই পার্থক্য নিয়ে বারবার আন্দোলন করেছে কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন। আদালতের দিক থেকেও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে এই বিষয়টি দ্রুত বিবেচনা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ হাইকোর্ট এবং পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টও জানিয়ে দিয়েছে, মহার্ঘ ভাতা কোনো তঅনুগ্রহদ নয়, এটি সরকারি কর্মচারীদের একটি 'আইনি অধিকার'। এই মন্তব্য স্পষ্টতই সরকারের অবস্থানকে দুর্বল করে তুলেছে এবং কর্মচারীদের দাবি আরও জোরালো হয়েছে। ডিএ মূলত মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে কর্মচারীদের বেতনের সঙ্গে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোজন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা নিয়মিত হারে ডিএ পান এবং তা ছয় মাস অন্তর পুনর্বিবেচিত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে এই ব্যবস্থার বিপরীতে চলছে এক বিকল্প নীতি, যেখানে রাজ্য সরকার স্বতন্ত্রভাবে ডিএ নির্ধারণ করছে এবং তাতে দীর্ঘকালীন গড়িমসি দেখা যাচ্ছে। এর ফলে, রাজ্য সরকারি কর্মীদের একটি বড় অংশ মনে করছে যে, তাঁদের প্রতি সরকার অবিচার করছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনায় তাঁরা পিছিয়ে পড়ছেন। এই বিতর্কের রাজনৈতিক মাত্রাও রয়েছে। রাজ্য সরকার বারবার এই অভিযোগ করে এসেছে যে, কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ না পাওয়ার জন্যই রাজ্যকে অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে হচ্ছে। সেই কারণে ডিএ দেওয়া যাচ্ছে না বলে তারা দাবি করে। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, রাজ্যের নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনাতেও ঘাটতি রয়েছে। বেহিসাবি প্রকল্প, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এবং দুর্নীতির অভিযোগ বারবার উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্য নিয়ে রাজনীতি করা একধরনের রাজনৈতিক ব্যর্থতাও বটে। রাজ্য সরকারের এই অবস্থান সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে। কিছু সংগঠন পথে নেমে বিক্ষোভও দেখি য়েছে। রাজ্য সচিবালয়ের সামনে, জেলাশাসকের অফিস চত্বরে, এমনকি শিক্ষা দপ্তরের বাইরেও কর্মচারীরা একাধিকবার অবস্থান বিক্ষোভ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য; যতই সরকার আর্থিক দুরবস্থার কথা বলুক, জনপ্রতিনিধিদের বেতন বাড়ছে, নানা প্রকল্পে খরচ হচ্ছে, সেখানে কর্মচারীদের জন্য অর্থ থাকছে না কেন? এমন পরিস্থিতিতে সরকার যদি দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে তা বড় ধরনের প্রশাসনিক সমস্যার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কর্মচারীদের ধর্মঘট, কাজ বন্ধ রাখা বা প্রতীকী অনশন কর্মসূচি সাধারণ মানুষের পরিষেবা ব্যাহত করতে পারে। এর ফলে সরকারের উপর চাপ আরও বাড়বে। এই চাপ রাজনৈতিক দিক থেকেও উদ্বেগজনক হতে পারে, বিশেষ করে আগামী পুরসভা ও লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে। অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই ইস্যুকে সরকার-বিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বিজেপি এবং অন্যান্য দল ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে তকর্মচারী বিরোধীদ মনোভাবের অভিযোগ তুলেছে। সরকারের যেকোনো প্রতিক্রিয়াকে এখন রাজনীতি এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এর ফলে, সরকারের পক্ষে এই সংকট থেকে সহজে বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না। ডিএ সংক্রান্ত এই সমস্যা কেবলমাত্র আর্থিক বা প্রশাসনিক নয়, বরং তা একটি নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ও। একদিকে যেখানে সরকার 'দুয়ারে সরকার', 'লদীর ভাণ্ডার', 'খাদ্যসাথী' সহ নানা জনমুখী প্রকল্প নিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তারই কর্মচারীরা নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত বোধ করছেন। এই বৈপরীত্য সরকারের সামাজিক ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। এখন সময় এসেছে, রাজ্য সরকারকে একটি সুসংহত ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের পথ খুঁজে বের করার। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়া যদি অবিলম্বে সম্ভব না-ও হয়, তাহলেও একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়নের কথা ভাবা যেতে পারে। কর্মচারীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে, স্বচ্ছতার সঙ্গে আর্থিক তথ্য তুলে ধরে সরকার যদি কোনো রূপরেখা ঘোষণা করে, তবে এই সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। মহার্ঘ ভাতা বিতর্ক নতুন নয়, কিন্তু তার গভীরতা ও সামাজিক প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে। রাজ্য সরকারের উচিত হবে, বিষয়টিকে শুধুই 'অর্থের অভাব' বলে খাটো না করে কর্মচারীদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করা। কারণ, প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি তাঁরাই;যাঁরা প্রতিদিন রাজ্য পরিচালনায় নিজেদের শ্রম দিয়ে চলেছেন। এই কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্যকে অস্বীকার করে, তাদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে সরকার আদতে নিজের প্রশাসনিক মেরুদণ্ডকেই দুর্বল করছে। আর এই দুর্বলতা দীর্ঘমেয়াদে কেবল সরকারি কাজকর্মেই নয়, রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাতেও প্রভাব ফেলতে পারে। কাজেই এখনই সময়, যেখানে দরকার বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত ও সহানুভূতিশীল প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি। জনগণের স্বার্থে এবং একটি কার্যকর সরকার পরিচালনার স্বার্থেই মহার্ঘ ভাতা বিতর্কে দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান বের করাই হবে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

মনিপুরে আইনি শাসনের সংকট, অশান্তির আবর্তে জনজীবন বিপর্যস্ত

দুরন্তবার্তা, সংবাদ প্রতিবেদন ঃ সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ভারতের অতি সংবেদনশীল রাজ্য মানিপুর আবারও উঠে এসেছে জাতীয় সংবাদের শিরোনামে; এবার রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ও দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার কারণে। বহু মাস ধরে চলতে থাকা জাতিগত সহিংসতা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থা মিলিয়ে পরিস্থিতি এক বিপজ্জনক মোড় নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও শান্তি ফেরার কোনো লক্ষণ স্পষ্ট নয়। ২০২৩ সালের মে মাসে শুরু হওয়া মেইতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ এক নতুন মাত্রা পায়, যখন সরকার মেইতেই জনগোষ্ঠীকে তফসিলি জনজাতির (ট)মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করে। কুকিদের আশঙ্কা ছিল, এর ফলে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আরও ক্ষীণ হয়ে পড়বে। সেই থেকেই দাঙ্গা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং নির্বিচারে খুনোখুনি শুরু হয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। শতাধিক প্রাণহানির পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হন, পুড়ে যায় গ্রাম, আক্রান্ত হয় স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এমনকি ধর্মীয় স্থানও। এই রকম অস্থির পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। অভিযোগ উঠেছে, অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ নির্লিপ্ত থেকেছে বা পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে। জাতিগত বিভাজন এতটাই প্রকট হয়েছে যে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাংশও কোনো কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি, পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুটের ঘটনাও ঘটেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। মনিপুর সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং বারবার দাবি করেছেন যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে, এবং তিনি শান্তির বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও একাধিকবার সেনা ও আধাসামরিক বাহিনী পাঠানো হয়েছে, রাজ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে দীর্ঘ সময়, এমনকি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাঠিয়েও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও স্থায়ী সমাধান আসেনি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাও মানিপুর পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বহু ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড ও নারী নির্যাতনের ঘটনা সামনে এসেছে, যার অধিকাংশেরই কোনো বিচার হয়নি। কুকি অধ্যুষিত এলাকা এবং মেইতেই অধ্যুষিত এলাকাগুলির মধ্যে কার্যত সীমান্ত তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ নিজেদের এলাকাতেই বন্দি হয়ে পড়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি কেবলমাত্র জাতিগত সংঘর্ষ নয়, এটি প্রশাসনিক ব্যর্থতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি কেন্দ্রও কার্যকরী হস্তক্ষেপ করতে পারেনি বলে মনে করছেন অনেকে। এদিকে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার পারস্পরিক অবিশ্বাস ও শত্রুতা বেড়েই চলেছে, যার ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা ভেঙে পড়ছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু স্কুল বন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কার্যত অচল। চিকিৎসা পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে বারবার সহিংসতার কারণে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ, কৃষি উৎপাদনে বিপর্যয়। রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতিও ক্রমশ সংকটজনক হয়ে উঠছে। মনিপুরের এই সংকট শুধু রাজ্যবাসীর নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নও। ভারত সরকারের উচিত অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া। জাতিগত বিভাজন প্রশমিত করে উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে এগোতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে একটি সত্য অনুসন্ধান কমিশন গঠন করে সহিংসতার কারণ ও দায়ীদের চিহ্নিত করা। মনিপুরের এই সংকট আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভারতীয় গণতন্ত্রে সংবিধান ও আইনের শাসন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই প্রয়োজন সংবেদনশীলতা ও সামাজিক ঐক্য। কোনো সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে উন্নয়নের চেষ্টা বা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য জাতিগত বিভাজনের খেলায় মেতে উঠলে তার ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে। আজ, মনিপুরের পরিস্থিতি গোটা দেশকে একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে; আমরা কি সত্যিই সকলের ভারত গড়ে তুলতে পেরেছি? পরিশেষে বলতেই হয়, মনিপুরের জনগণ আজ শান্তি চায়, নিরাপত্তা চায়, এবং চায় একটি ভবিষ্যৎ যেখানে তারা ভয়মুক্তভাবে বাঁচতে পারবে। এই আস্থার সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে সরকারের উচিত হবে দলমত নির্বিশেষে মানবিকতার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ। নাহলে, এই অস্থিরতা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর সংকটে রূপ নিতে পারে।

সিআরএস অনুমোদনের পর মিজোরামের রাজধানী রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত

মালিগাঁও, ১০ জুন ঃ হরতকি থেকে সাইরাং পর্যন্ত নবনির্মিত ব্রডগেজ (বিজি) লাইনের সফল কমিশনিং

এবং কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)-এর অনুমোদনের মাধ্যমে মিজোরামের পরিকাঠামোর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পটি ৫১.৩৮ কিলোমিটার ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেল লাইনের কাজ সম্পন্ন করে, প্রথমবারের জন্য রাজ্যের রাজধানী আইজলের সাথে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন করার কৃতিত্ব স্থাপন করেছে। ৬ থেকে ১০ জুন ২০২৫ -এর মধ্যে, হরতকি থেকে সাইরাং পর্যন্ত ৩৩.৮৬৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের শেষ অংশটি শ্রী সুমিত সিংঘল, কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি(সিআরএস), উত্তর পূর্ব সীমান্ত সার্কেল, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। এর আগে, ভৈরবী থেকে হরতকি অংশটি ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে, মিজোরাম এখন জাতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত হয়েছে। এই রূপান্তরমূলক কৃতিত্ব যাত্রী ও মালবাহী চলাচলকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধিকে উন্নত করবে এবং মিজোরামের জনগণের দীর্ঘস্থায়ী আকাঙ্ক্ষা - তাদের রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে ট্রেনের আগমন দেখার আশা পূরণ করবে। সিআরএস-এর পরিদর্শনটি মোটর ট্রলির মাধ্যমে পায়ে হেঁটে পরিচালিত হয়েছিল, তারপরে একটি ডিজেল লোকোমোটিভ দ্বারা চালিত একটি ইন্সপেকশন স্পেশাল ব্যবহার করে গতিবেগ পরীক্ষা করা হয়েছিল। হরতকি-সাইরাং অংশটি পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত এবং এতে ৩২টি সুড়ঙ্গ এবং ৩৫টি প্রধান সেতু রয়েছে। কঠিন ভূখণ্ড সত্ত্বেও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রশংসনীয় কাজ করেছে। পরিদর্শনের পর, সিআরএস হরতকি থেকে সাইরাং পর্যন্ত বিজি লাইনটি খোলার অনুমোদন দিয়েছে যাতে মেইন লাইনে সর্বোচ্চ ৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন করা যায়। এটাও উল্লেখ করা উচিত যে ৫১.৩৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভৈরবী-সাইরাং নতুন লাইন প্রকল্পটি ভারতীয় রেলওয়ের একটি প্রকৌশল বিস্ময়। এই প্রকল্পে ৪৮টি টানেল, ৫৫টি প্রধান সেতু এবং ৮৭টি ছোট সেতু রয়েছে। এই প্রকল্পে মোট টানেলের দৈর্ঘ্য ১২৮৫৩ মিটার। ১৯৬ নম্বর সেতুর উচ্চতা ১০৪ মিটার যা কুতুব মিনারের চেয়ে ৪২ মিটার লম্বা। প্রকল্পের মধ্যে ৫টি রোড অভার ব্রিজ এবং ৬টি রোড আন্ডার ব্রিজ রয়েছে। এই নতুন লাইন প্রকল্পটিকে চারটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন ভৈরবী - হরতকি, হরতকি - কাউনপুই, কাউনপুই - মুয়ালখাং এবং মুয়ালখাং - সাইরাং। এই অনুমোদন মিজোরামের রাজধানীর জাতীয় রেলওয়ে গ্রিডে একীভূতকরণের ক্ষেত্রে একটি বড় কৃতিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং প্রত্যন্ত ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতি ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে প্রদর্শন করে।

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

হিমঘর থেকে বেরিয়ে আসছে গ্যাস, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুন ঃ হিমঘর থেকে বেরিয়ে আসছে গ্যাস, ছুটলো দমকল ভোর থেকেই চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তিতে। মঙ্গলবার ভোর হতেই ক্রান্তি ব্লকের মহাকাল কোল্ড স্টোরেজের ভালব থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসার ঘটনা লক্ষ্য করে কর্মীরা, তৎক্ষণাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। হিমঘরের গ্যাস লিক শুনেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। দ্রুত ঘটনাস্থলে উদ্দেশ্যে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রের ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ জানান, সকালে খবর পেয়েই আমরা এসেছি, সব কিছু খতিয়ে দেখা হয়েছে, হিমঘরের অপারেটর প্রথমেই মেইন সাপ্লাই লাইন বন্ধ করে দেবার জন্য বড় দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে, এই মুহূর্তে যে ভ্যালব থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসছিলো সেটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে।

বিসিএম-৩২৯ মেশিনে ফিক্সিং/মডিফিকেশন/টেকনিক্যাল আপগ্রেডেশন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: টিএমসি/বিসিএম/মডিফিকেশন/২৫-২৬আর, তারিখঃ ০৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: টিএমসি/বিসিএম/মডিফিকেশন/২৫-২৬আর, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible] বিসিএম-৩২৯ মেশিনে ফিক্সিং/মডিফিকেশন/টেকনিক্যাল আপগ্রেডেশন। আনুমানিক মূল্য: ১১,৮০,০০০/- টাকা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ৩০-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ৩০-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টা। উপরের ই-টেন্ডার টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ৩০-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/টিএমসি, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/২০ তারিখ: ০৪/০৬/২০২৫

প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার্স অফিস (৫ম তলা), নতুন প্রশাসনিক ভবন, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা খোলা ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। সমস্ত টেন্ডার ১৪.০০ টায় বন্ধ হবে।

ক্র. নং	টেন্ডার নং	শেষ তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৮১২৫১৮৮৫৮	১৫.০৭.২০২৫	ইনোকুলাম (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোচের জন্য অ্যানেরোবিক ব্যাকটেরিয়া বায়োটয়লেট ট্যাঙ্ক) ইত্যাদি।	৭৪৬৬০০ লিটার	৪,০৭,৬৪৪.০০
২	৩৩২৫৩২৪৮	১৬.০৭.২০২৫	এলএইচবি কোচের জন্য ফ্রেশ ওয়াটার ট্যাঙ্ক ৪৫০ লিটার ইত্যাদি	৪০টি	১,২১,৪৯০.০০
৩	৩০২৫৩৬১৩	০৪.০৮.২০২৫	আইসিএফ কোচের ফিড পাইপের জন্য হোজ কাপলিং	২৪৫৩৪টি	৭,২০,৮৬০.০০
৪	৩০২৫৩০০৫	২৬.০৮.২০২৫	হাইট্রেল লোয়ার ওয়াশার ইত্যাদি।	৬৭৫০টি	২,৫৩,৬১০.০০
৫	৩০২৫১৩৫০	২২.০৮.২০২৫	সাইড বেয়ারার বগির জন্য ওয়েয়ারিং পিস	১৭২০টি	২,৮৬,১৭০.০০
৬	৩০২৫৩৫০৩	১১.০৮.২০২৫	নন-অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক 'কে' টাইপ হাই ফ্রিকশন কম্পোজিট ব্রেক ব্লক।	৯৭৩১০টি	৫,৯৩,৭৯০.০০
৭	৩০২৫৩৫০০	০৭.০৮.২০২৫	বগি বোলস্টার সাসপেনশনের জন্য হ্যাঙ্গার	১২০০০টি	৩,০৮,৪০০.০০
৮	৮০২৫৩০৫৭	১৪.০৭.২০২৫	জেনারেল পারপাস মেশিনারি অয়েল ইত্যাদি।	১৬১৪৯০টি	২,৬৩,৩৬০.০০
৯	আইজি ২৫৫৫৮৩বি	৩০.০৬.২০২৫	ট্র্যাক জিওমেট্রি গেজ পরিমাপের জন্য পোর্টেবল টি ট্রলি	০১টি	১,১২,৮০০.০০
১০	৪২২৩৫০১১বি	১৫.০৭.২০২৫	ব্রাশলেস ডিসি (বিএলডিসি) মোটর সিলিং ফ্যান ইত্যাদি।	২৯২০৯টি	১৪,২৭,৭৮০.০০
১১	৮০২৫৩০৪১	১৬.০৭.২০২৫	ডব্লিউএজি৯/ডব্লিউএপি৭ লোকোমোটিভের জন্য সার্ভোপ্লেক্স এসএইচসি ১২০ আইওসি, প্রোডাক্ট কোড ৮১৫৫	৩৩২৫০ কেজি	৭,৬৯,০১০.০০
১২	৪৬২৫৫০২৩	২৪.০৬.২০২৫	১০৫ বর্গমিমি অ্যানিলড কপার স্ট্র্যান্ডেড জাম্পার ওয়্যার এবং ১৬০ বর্গমিমি অ্যানিলড কপার স্ট্র্যান্ডেড জাম্পার ওয়্যার ইত্যাদি।	৪.৩ মেট্রিক টন ও ৬.২ মেট্রিক টন	২,৩০,২৯০.০০
১৩	আইএফ ২৫৫১৮২এ	৩০.০৬.২০২৫	এএআর অ্যাপ্রুভড কার্ট্রিজ টেপার রোলার বিয়ারিং ইত্যাদি।	ক্লাস 'ই' (৬"X১১")-২২৫, ক্লাস 'কে' (৬¹/₂"X৯") ১৮০ সেট	১,৫৭,৮৮০.০০
১৪	৫৬২৫১০০৩	২১.০৭.২০২৫	নন-এসি ইমিউনাইজড রিলে কিউএন ১	২৮৬৭টি	১,৬৩,০৭০.০০
১৫	৭৬২৫১৭৯২	২৪.০৬.২০২৫	এমএমএডব্লিউ ইলেক্ট্রোড (আকার: ৪মিমি ডিআইএ x ৪৫০মিমি, রেডিওগ্রাফিক কোয়ালিটি ক্লাস-এ২, কোড: ইআর৪২১১এক্স অনুযায়ী)	৭৪১৮৩০ মিটার	১,৩৭,২৪০.০০

আগ্রহী টেন্ডাররা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বিশেষ বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট পরিদর্শন করে তাদের বিড অনলাইনে জমা দিতে পারেন। কোন অবস্থাতেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য বিডাররা অন্যান্য সমস্ত টেন্ডার এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত কোন সংশোধনী দেখার জন্য www.ireps.gov.in নিয়মিত পরিদর্শন করতে পারেন। (PR-243)

Abujhati-1 Gram Panchayat

Jhapandanga, Purba Bardhanman

Notice Inviting e-Tender Notice No. 457/ABUJ-1/2025, Dated 10/06/2025

e-tenders are hereby invited by the Prodhan Abujhati-1 Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the **e-tender from 10/06/2025 to 18/06/2025 upto 01.00 PM**, for further details visit the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Abujati-I Gram Panchayat

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA:: MANTUMRA :: CHHATNA :: BANKURA

Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in eTender Notice **No. 6/JAM/2025-26 dated 09/06/2025**, last date of submission **18/06/2025 upto 11.00 A.M.**

Sd/-
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna: Bankura

হেনস্থার অভিযোগ বিএসএফের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১০ জুন ঃ দিনহাটার নাজিরহাটে বিএসএফের বিরুদ্ধে বাসিন্দাদের হেনস্থা করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার দিনহাটা ২ ব্লকের সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম নাজিরহাটের পূর্ব দীঘলটারি এলাকায় সীমান্তের বাসিন্দারা এই আন্দোলনে শামিল হন। বাসিন্দাদের এই আন্দোলনে পাশে দাঁড়ান তৃণমূলের অঞ্চল নেতৃত্ব। তবে, ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মেলায় তাঁরাআন্দোলন তুলে নেন বলেই জানা গেছে।

Notice

I ROHIT SEKH S/O RAJU SEKH MY BIRTH CERTIFICATE MY NAME HASBEEN RECORDED AS MD ROHIT SEKH AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 5-6-2025 I ROHIT SEKH AND MD ROHIT SEKH IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS ROHIT SEKH. KIO VILL GANGABAS PO AMGHATA P.SKOTWALI DIST NADIA PIN 741315

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-25/2025-26** Bid Submission closing date (Online)- **18/06/2025** in stated of **09/06/2025** and Bid Submission opening date (Online)- **20/06/2025 instated of 11/06/2025** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.- SADIKPUR
UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK
DIST.-MURSHIDABAD
PIN-742223

NIT NO-10/15th CFC (Untied)/ 2025-26 Memo no 141(6)/15th CFC/2025-26 Dated 10.06.2025 Date of issue tender paper-**11.06.2025 from 11.30 a.m to 3.00 pm** Last date of Dropping tender paper-**18.06.2025 upto 3.00 pm** Date of opening tender paper-**20.06.2025 upto 3.00 pm.** **For details pleases visit website https//:wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

NOTICE
Sub Date Corsigendum

This is for information of all concerned that last date of submission of Tender id no. **2025_ZPHD_857218_163,5 to 6, dt 02/06/2025 & 2025_ZPHD_857351_1 to 9 dt 02/06/2025** has been rescheduled from **09-06-2025 to 12-06-2025.** Plase at accordingly.

Prodhan
BIKIHAKOLA GRAM PANCHAYAT

e-TENDER NOTICE

Memo No: 168(16)/JJ-IGP/2025 Date: 10/06/2025

NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-05/2025-26

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https:wbtenders.gov.in/. 1. Date and Time of Download/Sale: from 10/06/2025 6:30 pm to 18/06/20251:30 pm. 2. Date and time of Bid Submission: from 10/06/20256:30 pm to 18/06/2025 01:30 pm. 3. Date and time of Bid Opening: 20/06/2025 at 02:00PM. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill + PO- Jhapra, Dist - Purulia

आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड/IREL (India) Limited

Unleashing Values
Formerly Indian Rare Earths Limited
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Government of India Undertaking)
CIN : U15100MH1950GOI008187 Website : www.irel.co.in
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 & ISO 45001 : 2018 Company
आज़ादी का अमृत महोत्सव

Ref.: Advt. No.. 25-26/05 **টেন্ডার নোটিশ** তারিখঃ ১১.০৬.২০২৫

আইআরইএল, ওএসসিওএম নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কাজের বিবরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত দরদাতাদের অনুরোধ আমন্ত্রণ জানিয়েছে

বিড নং.	কাজের বিবরণ
GEM/2025/B/6266742	পিইউ রেখাযুক্ত স্লারি পাম্প সরবরাহ
GEM/2025/B/627641	ওএসসিওএম-এ অতিরিক্ত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কাজের স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশা, অঙ্কন এবং প্রকৌশল তত্ত্বাবধান।

দরদাতা http://irel.co.in, http://gem.gov.in, https://etenders.gov.in অথবা https://eprocure.gov.in/eprocure/app. থেকে দরপত্র নথি ডাউনলোড করতে পারবেন।
স্বা/-
cbc48146/12/0005/2026 জিএম অ্যান্ড হেড, ওএসসিওএম

OFFICE OF THE SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.- SADIKPUR
UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK
DIST.-MURSHIDABAD
PIN-742223

NIT NO-05/15th CFC (Untied)/ 2025-26 Memo no 118(6)/15th CFC/2025-26 Dated 03.06.2025 Date of issue tender paper-**09.06.2025 from 11.30 a.m to 3.00 pm** Last date of Dropping tender paper-**18.06.2025 upto 3.00 pm** Date of opening tender paper-**20.06.2025 upto 3.00 pm.** **For details pleases visit website https//:wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No- P-1/16/918/EO/SBM(G)/ 2025-26, Dated-03/06/2025 Tender ID:2025_ZPHD_858965_25_1 to 25 has been floated Constriction of (Leach pit Silt Chamber) with grey water management system at Banki village at Bogpur GP Fund SBM(G). Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board

S.d/-
Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity Srirampur,
PurbaBardhaman.

Rajakata Gram Panchayat
P.O-Dhagara, Dist- Bankura

The Pradhan, Rajakata Gram Panchayat hereby invites sealed Tender from the resourceful and experienced biddersfor the execution of work(s) of the following **e-NITS & NIT, e-NIT No. 03/2025-26, e-NIT No. 04/2025-2026 & NIT No. 02/2025-2026, Dated: 10/ 06/2025.** All Information available **www.wbtenders.gov.in** & Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan,
Rajakata Gram Panchayat

Notice Inviting E-Tender

TenderRef: **AMTA-I/SGP/e-NIT-04/25-26 LAST DT OF BID 14-06-2025 11:00 AM TECH. OPENING DT 16-06-2025 11:00 AM Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Sirajbati Gram Panchayat, Amta-I Dev. Block for implementation of EIGHT (08) No. work within Sirajbati Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.**

Sd/- Prodhan
Sirajbati Gram Panchayat

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে
খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (ব্যাংক) নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের ঋণও/ভারড্রাফ্টের বিপরীতে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে। ঋণগ্রহীতাদের সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ, যেখানে ব্যাংক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য ১৮ই জুন ২০২৫ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৮ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX০২৮১	রিতু মেহতা	২০,১৫,৩৫৯.০০	০৯-০৬-২০২৫
২	XXXX৪৯৭৮	বিজয় কুমার সাঙ্গানেরিয়া	১,৪০,৫৬২.৪১	০৯-০৬-২০২৫
৩	XXXX৮৬৩২	সার্বজিত বারিক	১৯,১৬,৬৭৯.২৭	০৯-০৬-২০২৫
৪	XXXX০২০১	বিনা দাস	২১,৫২৮.২৯	১৯-০৫-২০২৫
৫	XXXX০৬২২	আদিত্য মোহতা	১৯,৬৪,১৩১.৬০	০৯-০৬-২০২৫
৬	XXXX১৭৮০	প্রেমলতা শর্মা	১,৭১,৫৬৪.৫৯	০৬-০৬-২০২৫
৭	XXXX০৮৬১	সংঘমিত্র বর্ধন	২০,১৯,৫৮৯.০০	০৯-০৬-২০২৫
৮	XXXX৮২০০	বিমলা অশোক বদলানি	৬,৩৪,৫৭৬.১৬	০৯-০৬-২০২৫
৯	XXXX৫১৪৪	হিমাংসু কুমার অধিকারী	১২,১১০.৬০	০৬-০৬-২০২৫
১০	XXXX০৭৬১	অরুণাভা সাহা	১৯,৪০,৩২৪.৯৮	০৬-০৬-২০২৫
১১	XXXX৯২২১	যোগীন্দ্র ঠাকুর	১২,১১২.৩৫	০৬-০৬-২০২৫
১২	XXXX১০২২	শ্রী ভগবান কানোরিয়া	৪০,২৪৬.২২	০৯-০৬-২০২৫
১৩	XXXX১১১২	আবিদ খান	৫৬,১৪৪.৫৩	০৬-০৬-২০২৫
১৪	XXXX৯২০৫	সলিল কুমার ঘোষ	১,৪৫,৬৫৯.১০	০৬-০৬-২০২৫
১৫	XXXX৭৬৪৪	মতি লাল সুরেকা	২০,২১,৫০৪.০০	০৯-০৬-২০২৫
১৬	XXXX১৫৮২	অরূপ কুমার চন্দ	৮২,৭৭৮.৪৪	০৬-০৬-২০২৫
১৭	XXXX৮৪৫০	অশোক ভট্টাচার্য	৬,৫১৯.৩২	০৬-০৬-২০২৫
১৮	XXXX২৩০৫	বিশাল তুলসিয়ান	১,২৭,৫৫৮.০০	০৬-০৬-২০২৫
১৯	XXXX৫৩২৬	রবি কুমার আগারওয়াল	২,২৫৮.১৩	০৯-০৬-২০২৫
২০	XXXX৩২৪২	মমতা চক্রবর্তী	৭,৩৭,৫৪৪.৫৬	০৬-০৬-২০২৫
২১	XXXX৩০৯২	সালাউনি বিহানি	৪,৭৭,২৯৮.৯৮	০৯-০৬-২০২৫
২২	XXXX৫৭৬০	মৈত্রেয়ী দত্ত	১০,০৭,৭৪৮.৭৯	০৯-০৬-২০২৫
২৩	XXXX৯০৪৫	উস্মিতা পাত্র	৪,৩৬৪.৪৯	০৯-০৬-২০২৫
২৪	XXXX৯৫৩২	রঞ্জনা সিং	৫০,৫৩৩.০০	০৯-০৬-২০২৫
২৫	XXXX৭৪১৭	কমলা পাইক	২০,৫০৫.৬১	০৬-০৬-২০২৫
২৬	XXXX৭৬৬১	সৌমি চন্দ্র	৬,৮৭,৯৫২.৮৭	০৬-০৬-২০২৫
২৭	XXXX৬৩৪৩	অন্নপূর্ণা সেট	৫৭,৫৪৮.৯৮	০৯-০৬-২০২৫
২৮	XXXX৯৩৯৯	অমিত কুমার ঝা	১,৫৪,৩৮৫.৪৪	০৯-০৬-২০২৫
২৯	XXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার জেএইচএ	৬,৯৮,৬১১.০৫	০৯-০৬-২০২৫
৩০	XXXX১৮৭২	তপন কুমার মুখোপাধ্যায়	৯৬,৭৬৫.১০	০৯-০৬-২০২৫
৩১	XXXX৭৯৩২	অদিতি রায়	১,২৯,৪১৯.৬০	০৬-০৬-২০২৫
৩২	XXXX৪৭৫৫	অভিগ্য চক্রবর্তী	২৫১.১১	০৯-০৬-২০২৫
৩৩	XXXX৮৯৮২	নিলয় দে	৬৭০.১৪	০৯-০৬-২০২৫
৩৪	XXXX৭৭৭২	অশোক আগরওয়াল	১৩,৩৬,২৪৮.৪৮	০৯-০৬-২০২৫
৩৫	XXXX৯৯০৯	দেবাশিস ঘোষ	৫৯,১৫৯.৯৪	০৯-০৬-২০২৫
৩৬	XXXX২২৬০	সিকু মাঝি	৮,৮৫,৫৯৮.০০	০৬-০৬-২০২৫
৩৭	XXXX২২৬৯	দিলীপ কুমার দাস	৩,৪১,৪৯০.৭২	০৯-০৬-২০২৫
৩৮	XXXX৩৮৩৪	সোমা ন্যান্সি স্যাভিয়েল	৬৬,১৬৫.৬১	০৯-০৬-২০২৫
৩৯	XXXX২৯১১	মিতা গুহ	৭,৮১,০২৮.৮১	০৯-০৬-২০২৫
৪০	XXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫২,৭১০.১২	০৬-০৬-২০২৫
৪১	XXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	১,৭০,১০১.০০	০৬-০৬-২০২৫
৪২	XXXX৩১১৪	ববিতা সিং	১১,৭৫৬.৬৮	০৯-০৬-২০২৫
৪৩	XXXX৫৫৩২	পিংকি দাস	১,০০,৮৮৪.০০	০৯-০৬-২০২৫
৪৪	XXXX৫৭২১	পার্বতী জয়সওয়াল	৬,৭১,৫৮৪.৩৪	০৯-০৬-২০২৫
৪৫	XXXX৭২৭৯	পুনম কুমার জয়সওয়াল	৩,২৩,৭৪৪.০০	০৯-০৬-২০২৫
৪৬	XXXX১৫৪৯	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	৪,৬৩,২৬০.৪০	০৯-০৬-২০২৫
৪৭	XXXX৬৪৮৯	শুভাশীষ মন্ডল	৭,০৮,২০৮.১৮	০৯-০৬-২০২৫
৪৮	XXXX৮৮৭২	গায়ত্রী উপাধ্যায়	৫,৮৫,৮৭৮.০০	০৯-০৬-২০২৫
৪৯	XXXX৭০২২	এমডি শাকিল আনসারী	৭,০৮,৮৮৫.৮২	০৬-০৬-২০২৫
৫০	XXXX০৪৫৩	অর্চনা আগ্রাওয়াল	৫,৩৫,৯৭৮.০০	০৯-০৬-২০২৫
৫১	XXXX২৯২২	সামিরুল ইসলাম	৬৪,৫৬৮.৪৯	০৯-০৬-২০২৫
৫২	XXXX৯৭৯২	স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১,৪১,৮৭২.৮৮	০৯-০৬-২০২৫
৫৩	XXXX৮৫৬৮	এস কে শোয়েব আলী	১,৩৩,৮৭৫.২৯	০৬-০৬-২০২৫
৫৪	XXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৭,৩৫৩.৫৮	০৯-০৬-২০২৫
৫৫	XXXX৩২১৩	তাপস কে আর চক্রবর্তী	১,৯৬,০৮৯.৯০	০৬-০৬-২০২৫
৫৬	XXXX৯২৭০	বিজয় কুমার ডালমিয়া	৯০.৯০	০৯-০৬-২০২৫
৫৭	XXXX৭০৩৩	সৌমাভ হাজরা	৭,৫৯,৬২৫.৭৬	০৬-০৬-২০২৫
৫৮	XXXX০৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩৯,১০১.০০	০৬-০৬-২০২৫
৫৯	XXXX২৫৩১	শ্যামসুন্দর হালদার	৭৩,৫৯৪.০০	০৯-০৬-২০২৫
৬০	XXXX৩৫৫৭	তারেক মোহাম্মদ	৪৮,৪৫২.৭৯	০৯-০৬-২০২৫
৬১	XXXX১৪৭৭	চন্দন সাহা	৭৩,৪৮০.০০	০৯-০৬-২০২৫
৬২	XXXX৩১৫৪	তাপস চক্রবর্তী	১,৭৪,৩৮৫.৪০	০৬-০৬-২০২৫
৬৩	XXXX২৯৯১	অবিন ভট্টাচার্য	১৯,১৫৬.০০	০৯-০৬-২০২৫
৬৪	XXXX৫৭৭১	মনীষ রাজ	১,৪৮,৪৭৮.০০	০৬-০৬-২০২৫
৬৫	XXXX৬৫০৯	সৈয়দ আসিফ ইকবাল	৪২,৪২৬.০০	০৯-০৬-২০২৫
৬৬	XXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৫,৬৭৭.২৬	০৯-০৬-২০২৫
৬৭	XXXX৪৪২০	কল্পনা শ্রীবাস্তব	১৯,১৮,১০৫.০২	০৬-০৬-২০২৫
৬৮	XXXX০৩৩৯	বিভূতি নন্দী	৮৭,৯৯১.০০	০৯-০৬-২০২৫
৬৯	XXXX৮১৪৮	শোভন চ্যাটার্জি হালদার	১,৪৩,৩২২.৩৮	০৯-০৬-২০২৫
৭০	XXXX১৫১৭	সুখেন মুখোপাধ্যায়	৯,৬৮,৮৪৪.৫০	০৬-০৬-২০২৫
৭১	XXXX৯৯২১	কিরণ দেবী বাজাজ	৩,৭৭,৩৯১.০০	০৯-০৬-২০২৫

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ মে ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ (ভারতীয় টাকায়)	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
৭২	XXXX৬৮৯৬	ইলিয়াস স্বপন রোজারিও	১৫,৫৬,১৪০.৯০	০৬-০৬-২০২৫
৭৩	XXXX৭৪৩০	প্রদীপ দাস	৫০,২৭৫.০০	০৯-০৬-২০২৫
৭৪	XXXX৩১৭৩	শবনম শাহ	৩,৮১,৩০৯.৫৮	০৯-০৬-২০২৫
৭৫	XXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,০৪,২৪৩.৮২	০৯-০৬-২০২৫
৭৬	XXXX৩৪৪১	প্রগতি আগরওয়াল	৫,৮১,৬৬০.৮২	০৯-০৬-২০২৫
৭৭	XXXX৮২২৮	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৩,৯৩,৮৮৯.৮২	০৯-০৬-২০২৫
৭৮	XXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,৩০,১৮৫.৭০	০৯-০৬-২০২৫
৭৯	XXXX৪৩৪২	সূর্যকান্ত জৈন	১৪,৮৬,৩২০.০৮	০৬-০৬-২০২৫
৮০	XXXX০১১২	নিলয় সরকার	২,৭৮,২৯৬.৬৩	০৯-০৬-২০২৫
৮১	XXXX৬৩১৫	সুদীপ্ত বণিক	২,০৮,১৩০.০০	০৬-০৬-২০২৫
৮২	XXXX৫৯৫১	চঞ্চল পান্ডে	২,৫৮,৫৭৩.০০	০৯-০৬-২০২৫
৮৩	XXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১০,৭৬,৮৮৯.০০	০৬-০৬-২০২৫
৮৪	XXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধনী	১৪,৭২,১৪৭.০০	০৬-০৬-২০২৫
৮৫	XXXX৪২৩০	বৈশালী আগারওয়াল	১০,০৭,৬০৯.৮৬	০৯-০৬-২০২৫
৮৬	XXXX৭০৮৪	বিপ্লব কুমার মিশ্র	৪৬,৮১১.৮৬	০৯-০৬-২০২৫
৮৭	XXXX৯১৬০	মুকুল রঞ্জন দাস	৪,২৪,৫৩১.৩৩	০৯-০৬-২০২৫
৮৮	XXXX৫৪৭০	টুম্পা কোনার	৭,৩৪,৭৬২.৮০	০৬-০৬-২০২৫
৮৯	XXXX৫৯৭০	সায়ন্তন কোনার	৪,৪৮,৯৭৯.২০	০৬-০৬-২০২৫
৯০	XXXX৬৯০০	সুপর্ণা ব্যানার্জী	১০,০৮,৪৮৩.৩০	০৯-০৬-২০২৫
৯১	XXXX৬৭০৪	বিশ্বনাথ বেরা	৬,৯০,০৯৮.৯৯	০৯-০৬-২০২৫
৯২	XXXX৪৮১৮	কৃষ্ণা দেবী মুন্দ্রা	১০,০৯,২৮৩.৩৮	০৬-০৬-২০২৫
৯৩	XXXX৬২৯০	নিকিতা লাখোটিয়া	৯,৬০,৬৯৫.০০	০৯-০৬-২০২৫
৯৪	XXXX৬৩১২	কমলা পাঠক	৯,৯৫,০৭৯.৬৫	০৯-০৬-২০২৫
৯৫	XXXX২১৯৩	সৌরভ জৈন	২,২৭,৬১৬.৭৬	০৯-০৬-২০২৫
৯৬	XXXX৭৮০০	সমরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৭,৫২,৬৩৬.৭৭	০৬-০৬-২০২৫
৯৭	XXXX৩৭০৬	প্রণব কুমার সামন্ত	৩,৪৪,৭০৭.১৬	০৯-০৬-২০২৫
৯৮	XXXX৭০১৪	রাঘব কাটরুকা	১,১১,৯১৮.৯০	০৬-০৬-২০২৫
৯৯	XXXX৬৮৫৯	কঙ্কনা ঘোষাল	৯১,৬৬৯.০৪	০৯-০৬-২০২৫
১০০	XXXX৪৪৪৮	শান্তনু গায়েন	২০,১০,৯৬২.০০	০৬-০৬-২০২৫
১০১	XXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৫,৬৪,৬০৮.০০	০৯-০৬-২০২৫
১০২	XXXX১৮১৯	অমিতাভ সরকার	৩,৪১,৬৯৬.০৩	০৯-০৬-২০২৫
১০৩	XXXX৪২১৩	মহঃ নওশাদ আলম	৫৫,৩৩৯.০২	০৯-০৬-২০২৫
১০৪	XXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৬,৬৮৬.০০	০৬-০৬-২০২৫
১০৫	XXXX৫৯৮৩	সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি	২,৯৬,৫৩১.৫৩	০৬-০৬-২০২৫
১০৬	XXXX৩৭৪০	হেনা সিদ্ধান্ত	১,৭৩২.২৭	০৯-০৬-২০২৫
১০৭	XXXX৪৬১২	শম্ভুনাথ চন্দ্র	১৬,০৯,৪৫৫.১২	০৯-০৬-২০২৫
১০৮	XXXX৩৯৪৪	অর্ণব কুন্ডু	১,০১,৮০৮.৯৭	০৯-০৬-২০২৫
১০৯	XXXX৮৭০১	অনুপ কুমার মেহরোত্রা	৯,১৩,৭৪৩.০৪	০৬-০৬-২০২৫
১১০	XXXX৪৩১৩	জ্যোতি সুষমা দাদেল	২,৩৯,৪৭৮.৫১	০৯-০৬-২০২৫
১১১	XXXX২৭৬২	সিমা মৃধা	৯,৭৮,৮১৬.৪২	০৬-০৬-২০২৫
১১২	XXXX৪০৮০	বিকাশ নাথ তিওয়ারি	৮,০৯,৫৮০.০৪	০৯-০৬-২০২৫
১১৩	XXXX৩০৫৪	দেবব্রত মজুমদার	৪৮,৫৫৩.৩৫	০৬-০৬-২০২৫
১১৪	XXXX৮৩৩৬	প্রমোদ কুমার পাটোয়ারী	৪৭,০৩৭.২৬	০৯-০৬-২০২৫
১১৫	XXXX৪৬২০	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৭,৮০,৪৮২.৪২	০৯-০৬-২০২৫
১১৬	XXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৪৯,৬৪৬.৬৩	০৯-০৬-২০২৫
১১৭	XXXX৫১২১	রীতা আগরওয়াল	২০,১৫,৬৮৪.৬০	০৬-০৬-২০২৫
১১৮	XXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৫,৫৮০.৮২	০৬-০৬-২০২৫
১১৯	XXXX৩৮৬৪	সুকান্ত পাল	৭,৩৪,২১৭.৫১	০৯-০৬-২০২৫
১২০	XXXX৫৩৭২	সুধীর কোনার	২,২৮,৫০০.৪৯	০৯-০৬-২০২৫
১২১	XXXX৩৫৮৫	দেবাশিস কোনার	৪,৪৩,১৬৬.৮২	০৯-০৬-২০২৫
১২২	XXXX০৮৪৪	মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়	১,১০,৭১৬.৪২	০৯-০৬-২০২৫
১২৩	XXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৫,০২০.০২	০৯-০৬-২০২৫
১২৪	XXXX৯৮০২	নীলমণি বণিক	১০,০৮,১৩৬.৪২	০৬-০৬-২০২৫
১২৫	XXXX৫১১১	রাহুল সিংঘানিয়া	৪,১০,৬৭০.০০	০৬-০৬-২০২৫
১২৬	XXXX৭৩৭৭	জগন্ময় বিশ্বাস	৩,৬৩৯.৮৫	০৯-০৬-২০২৫
১২৭	XXXX০১৩১	মহম্মদ পারবীজ আলম	৮২,৪৭০.০০	০৬-০৬-২০২৫
১২৮	XXXX৪৯১১	আশিস কুমার ঘোষ	১,৩৫,৪৪৭.৬২	০৯-০৬-২০২৫
১২৯	XXXX৫৭৮৪	রেনু শর্মা	৯,৯৮,৭৫১.৮২	০৬-০৬-২০২৫
১৩০	XXXX০৫৫৩	রবি সাউ	১০,০৯,০০৯.৫৬	০৯-০৬-২০২৫
১৩১	XXXX৫০৩৩	সদানন্দ রায়	২,৩১,৮৫৫.৫২	০৬-০৬-২০২৫
১৩২	XXXX২২৮০	সন্দীপ সাউ	৩,৪৫,০১৩.৫২	০৯-০৬-২০২৫
১৩৩	XXXX১৪০১	অজয় কুমার মাইতি	৩২১.০০	০৯-০৬-২০২৫
১৩৪	XXXX০৭৪১	সুমন মুখোপাধ্যায়	৩,২০,৭৯৫.৮২	০৯-০৬-২০২৫
১৩৫	XXXX০৮৩৫	অঞ্জন কুমার ভট্টাচার্য	৩,৭৪,০৫৪.০০	০৯-০৬-২০২৫
১৩৬	XXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৮৩,৫০৯.৮২	০৯-০৬-২০২৫
১৩৭	XXXX৩৯১৯	কার্তিক চন্দ্র মৃধা	৭,৮৬,৫১৯.০০	০৯-০৬-২০২৫
১৩৮	XXXX৬২৬২	ফারহাত মাহজাবীন	২,৩৬,৪৩১.২৪	০৯-০৬-২০২৫
১৩৯	XXXX৭৮৯৭	নারায়ণ চন্দ্র পান্ডা	১,২৩,০৭৩.৮২	০৯-০৬-২০২৫
১৪০	XXXX০২৩৬	সুগত রঞ্জন চাকী	২,৩০,৯১৭.১৮	০৯-০৬-২০২৫
১৪১	XXXX০৫০০	সুমিতা রায়	৩,০৩,৪১৫.৮২	০৬-০৬-২০২৫
১৪২	XXXX৩৪১৫	তুষার কান্তি ঘোষ	৩,৮৪,৩২৭.২৩	০৯-০৬-২০২৫
১৪৩	XXXX৫৭৯৫	নবনীতা সান্যাল	৭,৯৮,২৩২.৮২	০৬-০৬-২০২৫
১৪৪	XXXX৭৭৫০	সুরিয়া বেগম	১,৩৪,৯৬৫.০০	০৯-০৬-২০২৫
১৪৫	XXXX০৮৬৯	মানিকা বণিক	৫,৮৬,০৯৭.৮২	০৯-০৬-২০২৫
১৪৬	XXXX৬৩০৩	তিনা গৌর	৭৮,১০৪.৮২	০৯-০৬-২০২৫
১৪৭	XXXX০৪২০	চিন্ময় নাথ	২,৩০,৬২০.০০	০৯-০৬-২০২৫
১৪৮	XXXX১৭৬৯	শহিদ আলম	১,১২,১২১.৬১	০৯-০৬-২০২৫
১৪৯	XXXX৭১২৬	নীরজ বানসাল	৪,৩৮,১৫০.৯৪	০৯-০৬-২০২৫
১৫০	XXXX৪২৩১	রতন লাল সাহা	১০,০৪,৭৮৯.৫১	০৯-০৬-২০২৫
১৫১	XXXX১৯২১	রুচিরা ভুওয়ালকা	৪,৬০,৭৪৪.৮২	০৯-০৬-২০২৫
১৫২	XXXX৮৩৮১	নিরুপমা হালদার	২৬,০১,৭২২.৬৫	০৯-০৬-২০২৫
১৫৩	XXXX৬৪৩১	বর্নালী সেন	৮,৮১,৪৩১.৯২	০৬-০৬-২০২৫
১৫৪	XXXX৭৪২৭	অঞ্জু ভট্টাচার্য	৮,৮৪,৩০৯.৬১	০৯-০৬-২০২৫
১৫৫	XXXX৭৯৯০	হিয়া বোস	৯৭,৪৭৮.৮২	০৬-০৬-২০২৫
১৫৬	XXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৭,৯২৯.৮২	০৬-০৬-২০২৫
১৫৭	XXXX২১০৫	দেবব্রত কুন্ডু	১০,০৩,৮৫৩.১১	০৬-০৬-২০২৫
১৫৮	XXXX৭৯৫৬	সিদ্ধার্থ কর্নানি	৮,০৯,৯৩০.০০	০৬-০৬-২০২৫
১৫৯	XXXX৭০৯০	সুশামা কারনানি	২,৭৪০.০০	০৬-০৬-২০২৫
১৬০	XXXX০৫৫২	উজ্জয়িনি দাস	১,০৩,৯৫১.১৫	০৬-০৬-২০২৫
১৬১	XXXX৮১৮৪	অভিষেক চ্যাটার্জি	১,৯৩৫.৮২	০৬-০৬-২০২৫
১৬২	XXXX৪৩২৭	রীতা চক্রবর্তী	১,৯৩৬.৮২	০৯-০৬-২০২৫
১৬৩	XXXX৩৫৫৫	বিভা দেবী ঝা	২,০৪,৭৩১.৮২	০৯-০৬-২০২৫
১৬৪	XXXX২৬৮৯	সজল ভট্টাচার্য	৯,৯৭,৬০৩.৮২	০৯-০৬-২০২৫
১৬৫	XXXX১২৪৪	কমলেশ দোলাই	৪,২৮৪.০০	০৯-০৬-২০২৫
১৬৬	XXXX৬০৩৯	রবীন্দ্রা আগরওয়াল	৯,৯৯,০১১.৮২	০৯-০৬-২০২৫

তারিখ ঃ ১১.০৬.২০২৫ স্বা/-
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br. X, KMC invites online Quotation rate e-tenders in two bid system for the following works :

1) NIT No. : KMC/BX/1183933/25-26
Name of Work : **Demolition of the existing structure, auctioning the demolished materials, and making the site free in all respects for construction of the Urban Health Centre at Ganguly Bagan, 87/69/1 Raja S.C. Mullick Road in Ward No. 100, Br-X. Offer Rate** : To be Quoted by the Bidders (Excluding GST & CESS); **Earnest Money** : Minimum Earnest Money of Rs. 3000.00 should be deposited by the bidder at the time of submission of this quatation and rest of the Earnest money will be deposited by H1 bidder at the time of tender processing in a formation of Bank Draft.; **Period of Completion** : 45 Days; **Remarks** : GST & CESS amount will be deposited separately at the time of deposition of quoted amount in the form of Bank Draft/Denamd Draft/ Pay order in favour of The Kolkata Municipal Corporation); Last Date and Time of submission of Bid : **23/06/2025 - 12.00 Noon**; Date and Time of Opening of Bid : **25/06/2025 - 12.00 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **- 13/06/2025 (5:00 P.M.)**

2) NIT No. : EEC/BX/081/007/2025-2026
Name of Work : **Development of footpath by cement concrete near 23A/439/1, Humayun Kabir Sarani, BL-G, New Alipore, etc. in Ward No. 81, BR-X**. Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 3,44,950.13**; Earnest Money : **Rs. 6,900.00**; Time of Completion : **120 Days**.

3) NIT No. : EEC/BX/092/016/2025-2026
Name of Work : **Maintenance of IPS Passage near premises no. 78, 101J Selimpur Road etc. in Ward - 092, BR-X**. Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 2,44,359.37**; Earnest Money : **Rs. 4,900.00**; Time of Completion : **75 Days**.

4) NIT No. : EEC/BX/092/009/2025-2026
Name of Work : **Maintenance of Asphaltum Road and KERB Channel Stone near Premises No. 110/20, 1068, 106/1 Selimpore Road etc. in Ward No. 092, BR-X**. Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 3,99,499.31**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Time of Completion : **75 Days**.

5) NIT No. : EEC/BX/093/005/2025-2026
Name of Work : **Maintenance of Paver Block near Prem. No. 58/100, 188/40, P74A, 377A Prince Anwar Shah Road etc. in Ward No. 093, BR-X**. Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 4,64,072.73**; Earnest Money : **Rs. 9,300.00**; Time of Completion : **120 Days**.

6) NIT No. : X/089/009/2025-2026
Name of Work : **Maintenance of Asphaltum Road near 55/A DPS Road, 107 C.C. Place etc. in Ward No. 089, Br.-X**. Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,48,972.26**; Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Time of Completion : **120 Days**. Last Date & Time of Submission of Bid : **19.06.2025 - 12 noon** (for Sl. No. 2 to 6) ; Date & Time of opening of Bid : **21.06.2025 - 12 noon** (for Sl. No. 2 to 6); The bid forms and other details are available on and from : **10.06.2025 from 5 p.m.** (for Sl. No. 2 to 6)

7) NIT No. : EEC/BX/099/010/2025-2026/UTTARAN
Name of Work : **Maintenance of passage near 3/73 Vidyasagar Colony etc. in Ward No. 099, BR-X**. Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,27,698.20**; Earnest Money : **Rs. 2,600.00**; Time of Completion : **45 Days**.

8) NIT No. : EEC/BX/094/013/2025-2026
Name of Work : **Internal Modification and renovation of UPHC-94 Health office by partitioning between RI and Laboratory room in Ward No. 094, BR-X**. Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,206.00**; Earnest Money : **Rs. 4,100.00**; Time of Completion : **60 Days**.

9) NIT No. : EEC/BX/099/014/2025-2026/UTTARAN
Name of Work : **Improvement of Passage Near 4/22 Vidyasagar Colony etc. in Ward No. 99, BR-X**. Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,43,631.50**; Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Time of Completion : **90 Days**.

10) NIT No. : EE/BX/099/009/2025-2026/UTTARAN
Name of Work : **Improvement of passage near H/38 Baghajatin Colony, 3/119 Vidyasagar Colony etc. in Ward No. 099, BR-X**. Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,26,543.89**; Earnest Money : **Rs. 6,600.00**; Time of Completion : **90 Days**.

11) NIT No. : EEC/BX/099/005/2025-2026/UTTARAN
Name of Work : **Maintenance of IPS Passage near Premises No. 2/174 Sree Colony etc. in Ward No. 099, BR-X**. Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,53,990.56**; Earnest Money : **Rs. 3,100.00**; Time of Completion : **45 Days**. Last Date & Time of Submission of Bid : **18.06.2025 - 12 noon** (for Sl. No. 7 to 11) ; Date & Time of opening of Bid : **20.06.2025 - 12 noon** (for Sl. No. 7 to 11); The bid forms and other details are available on and from : **10.06.2025 - 5 p.m.** (for Sl. No. 7 to 11); The Website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 11)

The Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :

1) NIT No. : KMC/EEC/XI/113/008/2025-26/R
Name of Work : **Maint. of Road by providing hot mix at Rifle Club Road, Bansdroni Govt. Colony & its Surrounding area in Ward 113**. Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 2,82,138.39**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **35 Days**.

2) NIT No. : KMC/EEC/XI/113/006/2025-26/R
Name of Work : **Maintenance of Drain Providing desilting work at Vidyasagar Park, Chirontani Park etc. in Ward No. 113**. Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 2,88,954.12**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **120 Days**.

3) NIT No. : KMC/EEC/XI/111/025/2025-26/R
Name of Work : **Desilting of U.G. Drain at Vivek Park, Bidhan Pally Dhapar Math Surrounding, Atabagan Block A, B & D, Gostotala New Scheme & Bose Para in Ward No. 111**. Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 2,40,870.79**; Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Time of Completion : **180 Days**. Last Date & Time of Submission of Bid : **21.06.2025 - 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3) ; Date & Time of opening of Bid : **24.06.2025 - 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from : **13.06.2025 from 5 p.m.** 1 to 3); The Website **https://etender.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3)

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/023/2025-2026/R
Name of Work : **Removal of Silt from surface drain southern side G.R. Road N/H/No. G-2 to P-64 etc. in Ward No. 135, BR-XV**. Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,930.80**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **120 Days**.

2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/014/2025-2026/R
Name of Work : **Repairing and Maintenance of surface drain with allied works at Mitha Talab, Amin Para, Murry Road N/H/No.-T-165; T-422; T-113 etc. in Ward No. 138, BR-XV**. Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,86,796.63**; Earnest Money : **Rs. 5,800.00**; Time of Completion : **180 Days**.

3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/022/2025-2026/D
Name of Work : **Restoration of C.C. Passage Disturbed by W/S Dept. GRU at Bagdipara Road, Near PR. Nos. Z-5/196, Z-5/197/12 etc. in Ward No. 141, BR-XV**. Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,775.25**; Earnest Money : **Rs. 4,100.00**; Time of Completion : **180 Days**. Last Date & Time of Submission of Bid : **23.06.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3) ; Date & Time of opening of tender : **25.06.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from : **13.06.2025 - 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3); The Website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3)

405/25-26

চাষবাস

ফলের রাজা আম, ৬৫ রকমের গাছ লাগিয়ে সকলকে অবাক করেছেন রেলকর্মী

ফলের রাজা হল আম। আর সেই আম দেখতে এত ভীড় ভাবা যায় না। জাপানের বহুমূল্য 'মিয়াজাকি'

থেকে আমেরিকার 'রেড পালমার'। সমস্ত প্রজাতির আম লোচাবাবুর আমবাগানে দেখা গিয়েছে। বাড়ির সামনে মাত্র এক বিঘা জমিতে ছোট্ট আমবাগানে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ৬৫ প্রজাতির আম ফলিয়ে তাক লাগিয়েছেন আলিপুরদুয়ার পূর্ব ভোলারডাবরির লোচা দেব। আর এই ৬৫ প্রকার আম গাছের পাহারা দেওয়ার জন্য ৮ সিসি ক্যামেরায় বাগান ঘিরে ফেলেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এই রেল কর্মী। বিশ্বের সব থেকে বেশি মিষ্টি আম নাকি 'কারাবাও' সেটিও সম্প্রতি নিজের আমবাগানে লাগিয়েছেন লোচা। তিনি বলেন, আম পছন্দের ফলের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে। ছোট বেলা থেকে বাবাকে বাগান করতে দেখেছি। সেই থেকে বাগান করার শখ। বাগানে দেশি বিদেশি ৬৫ প্রজাতির গাছে আম ফলেছে। রেড ড্রাগন, মিয়াজাকি, রেড পালমার, কারাবাও, ভেরিগেটেড ম্যাঙ্গো, রেড আইভরির মতো বিদেশি আমের সঙ্গে রয়েছে দেশি হিম সাগর-সহ নানা জাতের আম গাছ। বহুমূল্য আম রক্ষায় রয়েছে নজরদারির ব্যবস্থাও। স্বামীর সাধের আমের বাগান নিয়ে ঝক্কি কম পোহাতে হয় না লোচাবাবুর স্ত্রী রূপাদেবীকে। তিনি বলেন, এই বাগান দেখতে অনেকের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। ফলে বাগান নিয়ে মানুষের কৌতূহলের উত্তরও দিতে হয় সন্তানের মত আমের গাছগুলোকে পরিচর্যা করা হয়। তবে লোচাবাবুর বেশির ভাগ আমগাছই টবে তৈরি। কিছু গাছ টব থেকে মাটিতে লাগানো হয়েছে। লোচা দেবের বাবা নিরঞ্জন দেব অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মী। এক সময় এই বাগান করতেন নিরঞ্জনবাবু। এখন ছেলের এই আমবাগানে সকাল বিকেল বসে থাকেন। নিরঞ্জনবাবু বলেন, আগে আধা বিঘা জমির বাগান ছিল। ছেলে আরও আধা বিঘা জমি কিনে মোট ১ বিঘা জমির বাগান করেছে। ফুলের সময় বাহারি ফুলেরও চাষ করে। ৬৫ রকমের আম গাছে ফলিয়েছে। ৮ সিসি ক্যামেরায় গোটা বাগান পাহারা দেওয়া হয়। নিজেরাই সেখানে নজর রাখি। এদিকে, আম চাষের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে জেলা উদ্যান পালন দপ্তরও। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর দীপক সরকার বলেন, এটা ভালো উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই আমাদের কর্মীরা গিয়ে বাগানটি দেখে এসেছেন। কোনও সহযোগিতা লাগলে দপ্তরের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। এই ধরনের প্রয়াসে আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন এটা মনে করি। এই রেলকর্মীর দেখা দেখি এবার অন্যান্য এই ভাবে বাগান করতে এগিয়ে আসবেন তা সরকারি দপ্তর মনে করছে। তাই তাদের সব রকম সহায়তা করার অঙ্গিকার সরকারের তরফে করা হয়। যাতে কেউ কোনও অসুবিধায় না পড়েন।

গোপীবল্লভপুরে ফিরছে ট্যাংরা-শিঙি-মৌরলা মাছের চাষ

গোলার ধান আর পুকুরের মাছ। এক সময় জীবনের স্লোগান ছিল গ্রামবাংলায়। একটা গান রযেছে, ট্যাংরা তবু কাটোন যায়, মাগুর মাছে ক্যাতক্যাতায়, আবার শিঙি মাছটা মারছে কাঁটা পরাণ যায় জ্বলিয়া রে । কিন্তু বর্তমানে বাঙালির পাত থেকে প্রায় উধাও মৌরলা থেকে পাঁকাল, শিঙিও। কিন্তু কেন। এবার তার উত্তরে বলা যেতে পারে আমাদের উদাসিনতা। এবার এই প্রায় হারিয়ে যেতে বসা মাছগুলিকে সংরক্ষণে উদ্যোগ নিলেন স্বয়ং বিডিও। গোপীবল্লভপুর ২ বিডিও অফিস ক্যাম্পাসে প্রায় মজে যাওয়া পুকুরটিকে সংস্কার করে প্রতিপালন করা হচ্ছে লুপ্তপ্রায় বিভিন্ন মাছ। সঙ্গে সবজি চাষ, হাঁস প্রতিপালন। গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের

বিডিও নীলোপল চক্রবর্তী অফিসের স্টাফদের নিয়ে বছর দু'য়েক আগে পরীক্ষামূলকভাবে কাজটি শুরু করেছিলেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সাফল্যের মুখ দেখেছে। বিডিওর উদ্যোগে এই মডেল যখন সাফল্যের মুখ দেখছে তখন ব্লকের পরিবেশ দপ্তরের উদ্যোগে এক প্রাকৃতিক পরিবেশে চলছে লুপ্ত প্রায় মৎস্য সংরক্ষণের প্রকল্প। বেলিয়াবেড়াতে বিডিও অফিসের কয়েক কিমির মধ্যেই একটি পুকুরে চলছে নানা প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া। পুকুরটির জলজ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য লাগানো হয়েছে থানকুনি, লিলি, নল, হিলিংচা, খাগর, কলমির মতো নানা গুল্ম। পুঁটি, পাবদা, চেলা, ট্যাংরা, শিঙি, খোলসা, ল্যাটা, মৌরলা-সহ নানা মাছের সংরক্ষণ এবং প্রজণন চলছে বেলিয়াবেড়ার অভয় পুকুরে। অন্যদিকে বছর দুয়েক আগেই ব্লক অফিস চত্বরে পুকুরে বিডিও নীলোপল চক্রবর্তীর উদ্যোগে শুরু হয়েছে মৎস্য প্রতিপালন। মাছের পাশাপাশি এই পুকুরে চড়ে বো।য় ১৫টির কাছাকাছি হাঁস। পুকুরের পাশেই তৈরি করিয়েছেন একটি সবজি বাগান।

এই বিষয়ে বিডিও নীলোপল চক্রবর্তী বলেন, 'পরিবেশ দপ্তরের উদ্যোগে অভয়পুকুরে লুপ্তপ্রায় মাছের প্রতিপালন সাফল্যের সাথে চলছে। তবে আমরা সবাই মিলে আমরা অফিস চত্বরে যে পুকুর রয়েছে সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে মৎস্য সংরক্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এটা দেখে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।'' ব্লকের মৎস্য দপ্তরের এক এক্সটেনশন অফিসার বলেন, বছর দুয়েক আগে বিডিও নিজের ক্যাম্পাসে থাকা পুকুরটিকে পরিচ্ছন্ন করিয়ে লুপ্তপ্রায় মাছের সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন। এটি খুবই সফল হয়েছে। এটা দেখে অন্যরাও যাতে নিজেদের বাড়ির পুকুরে মাছ চাষ করতে পারেন, সেই বার্তাই আমাদের তরফে দেওয়া হচ্ছে।

মেঘালয়ের পাহাড়ে ইন্দোরের রাজা-হত্যা রহস্য

শিলং, ১০ জুন ঃ মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় অবস্থিত সোহরায় (পূর্বতন চেরাপুঞ্জি) ওয়েইসাওডং পার্কিং লট-লাগোয়া এক গভীর খাদ থেকে ইন্দোরের ২৯ বছর বয়সি রাজা রঘুবংশীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারের দু সপ্তাহ পর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন নিহতের স্ত্রী সোনম। তিনি উত্তরপ্রদেশের বারাণসী-গাজিপুর প্রধান সড়কের পাশে একটি ধাবায় আত্মগোপন করেছিলেন। ইতিমধ্যে মেঘালয় পুলিশ এই মামলার সাথে জড়িত অভিযোগে মধ্যপ্রদেশ থেকে তিন সুপারি-কিলার (ভাড়াটে খুনি) সহ সোনমের বিবাহবহির্ভূত প্রেমিক আনন্দ রাজা কোশবাহাকে গ্রেফতার করেছে। গত ১১ মে বিয়ের পর মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় অবস্থিত সোহরায় এসেছিলেন ইংেদারের পর্যটক-দম্পতি রাজা রঘুবংশী এবং সোনম রঘুবংশী। ২২ মে শিলং থেকে তাঁরা সোহরায় এসেছিলেন। ২৩ মে সকাল প্রায় ১০টায় শেষবারের মতো তাঁদের মাউলাখিয়া পার্কিং লটে উঠতে দেখা গিয়েছিল। এর পর থেকে দুজনেই নিখোঁজ হয়ে পড়েন। তাঁদের সন্ধানে অভিযান চালায় মেঘালয় রাজ্য পুলিশ, রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনী (এসডিআরএফ), বিশেষ অভিযান দল (এসওটি) এবং পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলা অ্যাডভেঞ্চার মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের সদস্যরা। ড্রোন সহযোগে আট দিনের নিবিড় অনুসন্ধান অভিযানের পর ২ জুন ওয়েইসাওডং পার্কিং লট-লাগোয়া এক গভীর খাদ থেকে রাজা রঘুবংশীর ধারালো অস্ত্রের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কিন্তু সন্ধান মেলেনি রাজার নববিবাহিত স্ত্রী সোনমের।

সোনমকে ঘিরে বহু রহস্যের সৃষ্টি হয়। ইত্যবসরে বেশ কয়েকটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ যাচাই করে তদন্তকারী পুলিশের দল। সোনম কোথায়, মৃত না-জীবিত, তাঁকে অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীরা বাংলাদেশে পাচার করে দিয়েছে কিনা ইত্যাদি বহু প্রশ্নের সমাধানসূত্র বের করতে কোমর কষে ময়দানে নামে পুলিশ। এদিকে দম্পতির পরিবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ঘটনার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন জানান। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে একই আবেদন করেছিলেন। এরই মধ্যে তদন্তের সূত্র ধরে ইন্দোর পৌঁছে যায় মেঘালয় পুলিশের দল। তাঁরা সেখানে গ্রেফতার করেন তিন ভাড়াটে খুনিকে। এর পর পাকড়াও করেন সোনমের বিবাহবহির্ভূত প্রেমিক রাজা কুশবাহাকে। এদিকে গাজিয়াবাদে সোনমকে গ্রেফতারের পর আজ সোমবার সকালে তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা সাত দিনের মধ্যে অর্জিত এই সাফল্যের জন্য রাজ্য পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) অমিতাভ যশ জানান, সোনম রঘুবংশীকে মেঘালয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তিনি জানান, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এখনও সোনম রঘুবংশীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। কারণ ঘটনার মামলা মেঘালয়ে নথিভুক্ত। এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) অমিতাভ যশ জানান, ' রঘুবংশী ভোর ৩.০০টার দিকে তার পরিবারের সদস্যদের ফোন করে জানান যে তিনি বারাণসী-গাজিপুর প্রধান সড়ক লাগোয়ে কাশী ধাবায় আছেন। সোনমের পরিবারের সদস্যরা ইন্দোর পুলিশকে এই তথ্য দেন। এর পর ইন্দোর পুলিশ উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে।' গ্রেফতারের পর গাজিপুর পুলিশ তাকে প্রথমে হাসপাতালে এবং পরে গাজিপুরের ওয়ান স্টপ সেন্টারে নিয়ে যায়।

সুচিকিৎসা

Name Change

I, MAHESH GOEL (Old Name) S/O RAJ KUMAR GOEL Residing at 14/1 and 14/7 Mackanzeei Lane, PO-Howrah, District - Howrah, Pin - 711101 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MAHESH KUMAR GOEL (New Name) as declared before the Notary public at C.M.M. court vide affidavit dated 29-08-2013. MAHESH GOEL (Old Name) and MAHESH KUMAR GOEL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, PAMI CHOWDHURY (Old Name) W/O PURANJAY RANJAN CHOWDHURY Residing at Sonartori Appt, Flat-3B, 3rd Floor, 111 Ramkrishna Nagar, Garia, Rajpur Sonarpur, PO-Laskarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700153 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PAMI SARKAR CHOWDHURY (New Name) as declared before the Notary public at Alipur Judges court vide affidavit dated 10-06-2025. PAMI CHOWDHURY (Old Name) and PAMI SARKAR CHOWDHURY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Anup Shaw S/o Pradip Kumar Shaw Residing at 32/1, B N Pal Street, Ichapur, P.o - Nawabgunj, P.s - Noapara, District - North 24 Parganas, Pin - 743144 West Bengal India shall henceforth be known as Anup Kumar Shaw. I declare that Anup Shaw and Anup Kumar Shaw is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-06-2025.

Name Change

I, Subir Patra (Old Name) S/o Dr. Nimai Chandra Patra Residing at Kashipur Dasnagar, Near Snaner Ghat, P.o - Dasnagar, P.s - Jagacha, District-Howrah, Pin- 711105 West Bengal shall henceforth be known as Subir Kumar Patra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-05-2025. Subir Patra (Old Name) and Subir Kumar Patra (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Pradip Maity S/o Krishnapada Maity resident of AC-31, 3F Uttarasha Apartment, Arjunpur, Rajarhat Gopalpur(M), Desh Bandhu Nagar, North 24 Parganas, Pin-700059 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm and declare my actual name PRADIP MAITY(DOB: 02/11/1973) instead of PRADIP KR MAITY(DOB: 09/02/1972) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, Kolkata on 05/06/2025. PRADIP KR MAITY and PRADIP MAITY both are the same and one identical person.

Name Change

I, Md Samsuddin Sk (Old Name) S/O–Ataruman Sk resident of Ajodyanagar Rajdharpara , Nagrajole , PS-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742101 do hereby decrale that I have changed my name from Md Samsuddin Sk to Samsuddin Sk and hencefort I shall be known as Samsuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/06/2025 . My name Samsuddin Sk & Md Samsuddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Manjarul Haque (Old Name) S/O–Atifur Seikh resident of Vill & Po-Gobindapur , PS-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742405 do hereby decrale that I have changed my name from Manjarul Haque to Manjiarul Haque and hencefort I shall be known as Manjiarul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/06/2025 . My name Manjiarul Haque & Manjarul Haque both are same and one identical person.

জামরুল চাষে কৃষকরা তেমন গুরুত্ব না দেওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন কম

রসালো ও সুস্বাদু ফলেরই বাংলায় নাম জামরুল। তৃষ্ণা নিবারণে এর জুরি মেলা ভার। সাধারণত কাঁচা অবস্থাতেই দিব্যি খাওয়া যায়। কৃষকরা তেমন গুরুত্ব না দেওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন কম। অথচ বাজারে জামরুলের চাহিদা বিপুল। সরবরাহ কম, তাই দামও ভালো পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। জামরুল যা ওয়াটারি রোজ অ্যাপল নামেও পরিচিত। এর উৎপত্তি দক্ষিণ ভারত ও মালয়েশিয়ায়, এবং এটি প্রধানত ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় চাষ করা হয়। ভারতে এখনও জামরুল একটি তুলনামূলকভাবে কম চাষকৃত ফল হিসেবে পরিচিত। বহু জায়গায় এটি বাড়ির আঙিনায়, অনাবাসী জমিতে কিংবা প্রাকৃতিকভাবে বন্যভাবে জন্মে। অনেক কৃষক এই ফলকে তেমন গুরুত্ব দেন না, যার ফলে বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন। ফলটি বাজারে চাহিদাসম্পন্ন হলেও সরবরাহ কম হওয়ায় দাম ভালো পাওয়া যায়।

জল জামরুল একটি উত্তমগুলীয় ফলগাছ প্রজাতি এবং এটি সাধারণত ২৫ওসে থেকে ৩২ওসে তাপমাত্রার মধ্যে ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়। তুলনামূলক ঠান্ডা আবহাওয়া রোজ অ্যাপলের মধ্যে মোট দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ ও ত্বকের রঙ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাটি জল জামরুল এবং রোজ অ্যাপল চাষের জন্য উপযুক্ত মাটি সাধারণত হালকা অ্যাসিডিক থেকে হালকা ক্ষারযুক্ত এবং বালুময় থেকে মাটিময় পর্যন্ত হতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলে হালকা ক্ষারযুক্ত ও কাদামাটি জাতীয় জমিতে এই গাছ ভালো ফল দেয়। সফলভাবে জল জামরুল চাষের জন্য মাটিতে সর্বদা আর্দ্রতা বজায় রাখা জরুরি, অর্থাৎ জল সংকট যেন না হয়। জামরুল বীজ বা চারা থেকে উৎপাদন করা যায়। তবে মূলত কাটিং ও এয়ার লেয়ারিং বা গুটি কলম পদ্ধতির মাধ্যমে এর বংশবিস্তার করা হয়। গাছ লাগানোর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হল বর্ষাকাল, অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস। এই সময়ে

মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকে, যা চারা গজানোর জন্য সহায়ক। তবে যেখানে সেচের সুবিধা রয়েছে, সেখানে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ এবং নভেম্বর মাসেও চারা রোপণ করা যেতে পারে। জামরুল চাষের জন্য জমিকে ভালোভাবে প্রস্তুত করতে হবে। গর্ত খোঁড়ার কাজ বর্ষা শুরু হওয়ার আগে সম্পন্ন করতে হয়। সাধারণত ১০১০১ মিটার আকারের গর্ত খোঁড়া হয়। গর্তগুলো ৭৫ উপরের মাটি এবং ২৫ ভালোভাবে পচানো গোবর সার বা কম্পোস্ট মিশিয়ে ভরাট করা হয়। উচ্চ ফলনের জন্য ৭৭ মিটার অথবা ৮ স্ন ৮ মিটার দূরত্বে গাছ লাগানো আদর্শ স্থান।জামরুল গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অল্প বয়সেই ফল দিতে শুরু করে। তাই নিয়মিত এবং প্রায়ই সার দেওয়া প্রয়োজন। রাসায়নিক সারের পাশাপাশি জৈব সার যেমন-মুরগির বিষ্ঠা, খরগোশের বিষ্ঠা অথব্য গরুর গোবর ব্যবহার করা যায়। জৈব সার ধীরে ধীরে পুষ্টি সরবরাহ করে এবং মাটির গুণগত মানও উন্নত করে। প্রথম বছরে প্রতি গাছে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম ফসফেট, ১০০ গ্রাম পটাশ এবং ১০ কেজি গোবর সার দেওয়া উচিত। বয়স অনুযায়ী এই মাত্রা বাড়তে থাকে এবং পূর্ণবয়স্ক গাছে বছরে ১ কেজি ইউরিয়া, ৭৫০ গ্রাম ফসফেট, ৫০০ গ্রাম পটাশ ও ২৫-৩০ কেজি গোবর সার প্রয়োগ করা হয়। সার দুদফায় দেওয়া ভালো।

রোপণের পর প্রথম ১ বছর গাছের সঠিক বৃদ্ধির জন্য প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। পরবর্তীতে গাছ বড় হলে এবং ফল ধরার সময় ৩০-৪০ দিন অন্তর সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। জলাবদ্ধতা এড়াতে সঠিক নিস্কাশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

স্কুলের ফি কমানোর দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১০ জুন ঃ ছাত্র বিক্ষোভ জয়নগরে। সোমবার জয়নগর থানার ধোষা চন্দনেশ্বর নবীনচাঁদ হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণীর রেজিস্ট্রেশন ফী বাবদ ৪০০ টাকা বরাদ্দ করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। কেন ৪০০ টাকা এই প্রশ্ন করায় স্কুলের টিচার ইনচার্জ বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে মারধোর করেন বলে অভিযোগ।এবং ফী আরও বাড়াবে বলে হুশিয়ারি দেন।আর স্কুল কর্তৃপক্ষের এই ধরনের আচরণের প্রতিবাদে মঙ্গলবার এসএফআইয়ের সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভের স্কুল গেটে বিক্ষোভে সামিল হন। এদিন স্কুল গেটে তালা ঝোলায় ছাত্রছাত্রীরা। তারপর প্রশাসন, স্কুল কর্তৃপক্ষ, ছাত্রযুব নেতৃত্ব, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রীদের সাথে যৌথ সভা হয়। সেখানে স্কুল কর্তৃপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৪০০ টাকা ফী কমে পরীক্ষার ফী বাবদ ৯০ টাকা এবং রেজিস্ট্রেশন ফী বাবদ ১২০ টাকা এবং এই রেজিস্ট্রেশন প্রসিডিওর কমপ্লিট করতে বিকাশ ভবনে যাতায়াত এবং অন্যান্য খরচ বাবদ মোট ২৫০ টাকা নিতে রাজী হয়। ছাত্রছাত্রীরাও এ বিষয়ে সম্মত হয়। শুধু ফী বৃদ্ধি নয়, স্কুলের সার্বিক উন্নতিকল্পে ব্যয় বরাদ্দ নিলেও তার সঠিক রূপায়নের ক্ষেত্রে কথা তোলে ছাত্রযুব নেতৃত্ব। স্কুলে ঠান্ডা জলের কল, ছাত্রীদের ভালো বাথরুম, পর্যাপ্ত সিলিং ফ্যান এসবের গুরুত্ব দেবার কথা উঠে আসে এদিন। শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সহমত প্রশন করেন।এ ছাড়াও স্কুলে কম বয়সে ছাত্রীদের বিবাহ বা বাল্য বিবাহের প্রশ্নে সরব হন নেতৃত্ব এবং পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলেন। প্রশাসন - অভিভাবক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আগামীদিনে আরও বেশি করে নজর যাতে দেওয়া যায় তার আশ্বাস দেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা:- ১) সেখ হাসান আলি, ২) সেখ বেল্লাল হোসেন, ৩) সেখ মহাম্মাদ ইয়াসিন, ৪) সেখ সেকেন্দার আলি ও ৫) সেখ এন্তাজ আলি; ৪৩৩৯/২১ নম্বর দলিল মূলে মোক্তার আলি মোল্লা এবং জিন্নাতুন নেশা গাজী এবং অন্যান্যদের থেকে গোলাম রহমান গাজীর ওয়াড়ীশোণ সূতরে খরিদ করিয়াছিলাম। মোক্তার আলি মোল্লা ২০১৩ সালে আখতার আলি মল্লিক এবং অন্যান্যদের থেকে ইউসুফ মোল্লার ওয়াড়ীশোণ সূতরে ৫২৭৫/১৩ নম্বর দলিল মূলে ওদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার আসরাফ আলি মণ্ডলের (আমমোক্তার দলিল নম্বর ৩৮০/১৯৯৭, পাতা ১৭৬ ১৭৯, ৪ নম্বর বহির, ভলুম ৭৩৩৯, ডি.এস.আর-২, আলিপুর) নিকট হইতে পাঁচূড় মৌজায়, জে.এল- ২০৩, এল.আর দাগ নম্বর ৫৪৩/৭৬৯, এল.আর খতিয়ান ১৫১৯ তে মোট ২ কাঠা ১২ ছটাক জমি খরিদ করিয়া মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। আবার মোক্তার আলি মোল্লা ২০১১ সালে খাতেমন বিবির থেকে ১১৩৬১/১১, খাতেমন বিবির পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় সেখ সাবির ও সেখ জাহাঙ্গিরের (আমমোক্তার দলিল নম্বর ৩৭/২০১১, পাতা ৪৪০ ৪৪৭, ৪ নম্বর বহির, ভলুম ১, ডি.এস.আর- ২, আলিপুর) নিকট হইতে পাঁচূড় মৌজায়, জে.এল-২০৩, এল.আর দাগ নম্বর ৫৪৩, ৫৪৪ এল.আর খতিয়ান ২৯৫২ তে মোট ২ কাঠা ১৪ ছটাক জমি খরিদ করিয়া মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। যাহার কোনো আপত্তি থাকলে বি.এল & এল.আর.ও মহেশতালা অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

চার বছরের শিশু মৃত্যু

দুল্লভছড়া , ১০ জুন ঃ মায়ের সামনে মাথায় গাছের ডাল পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে চার বছর বয়সি শিশুসন্তানের। ঘটনা দক্ষিণ অসমের শ্রীভূমি জেলায় সংঘটিত হয়েছে।

Name Change

I, Anju Parveen W/o Jahangir Alam Residing at 11, Beck Bagan Row, P.s - Karaya, P.o - Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal India shall henceforth be known as Anjum Parveen.I declare that Anju Parveen and Anjum Parveen is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-06-2025.

লস অ্যাঞ্জেলসে নামল নৌসেনা! অভিবাসীদের প্রতিবাদ দমন করে ধরপাকড়ে আরও কঠোর

লস অ্যাঞ্জেলস, ১০ জুন ঃ লস অ্যাঞ্জেলসের বিক্ষোভ দমাতে এবার মেরিনস নামাল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। সোমবার লস অ্যাঞ্জেলসের পথে নেমেছিল ন্যাশনাল গার্ড। পরের দিনই অন্তত ৭০০ মেরিনস মোতায়েন করা হল সেখানে। আগামী কয়েকদিনে ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা ৪ হাজার পেরিয়ে যাবে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। অবৈধ অভিবাসীদের ধরপাকড় ঘিরে শুক্রবার থেকেই উত্তেজনা শুরু হয় লস অ্যাঞ্জেলসে। রবিবার কয়েক হাজার আন্দোলনকারী পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। প্রতিবাদীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ' ক্যালিফোর্নিযার গভর্নর গ্যাভিন নিউসকাম এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস তাঁদের কাজ করতে না পারেন, যা সবাই জানে যে তাঁরা পারবেন না, তাহলে ফেডারেল সরকার হস্তক্ষেপ করবে এবং সমস্যাটির সমাধান করবে। দাঙ্গাকারী

এবং লুটেরাদের ক্ষেত্রে যেভাবে সমাধান করা উচিত।' ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের পরে বিক্ষোভের আগুন আরও বেড়েছে। তাই ন্যাশনাল গার্ডের সঙ্গে মেরিনস বাহিনীও নামানো হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলসে। উল্লেখ্য, মার্কিন নৌবাহিনী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই মেরিনস। সেই বাহিনী নামানোকে সেনা মোতায়েনে সমকক্ষ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শুধু তাই নয়, আগামী কয়েকদিনে ৪ হাজারেরও বেশি ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তবে ক্যালিফোর্নিয়া প্রশাসনের দাবি, মাত্র ৩০০ জন ন্যাশনাল গার্ডকে পথে নামানো হয়েছে। বাকিরা আপাতত বিশ্রামে রয়েছে। ন্যাশনাল গার্ড নামানো নিয়ে ইতিমধ্যেই ট্রাম্প প্রশাসনকে একহাত নিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া প্রশাসন। অসাংবিধানিক এবং বেআইনিভাবে ন্যাশনাল গার্ড নামিয়েছেন ট্রাম্প, এমনটাই জানিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল রব বনটা। তবে নিজের অবস্থানে অন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর মতে, ন্যাশনাল গার্ড না নামালে গোটা লস অ্যাঞ্জেলস শহরটাই মুছে যেত। তবে এখনি গোটা শহরে মিলিটারি শাসন চালুর কথা ভাবছে না ট্রাম্প প্রশাসন এটা ঠিক।

আমেরিকায় ভারতীয় পড়ুয়ার সঙ্গে 'অপরাধীর মতো আচরণ!

ওয়াশিংটন, ১০ জুন ঃ বিমানবন্দরে ফেলে পিছমোড়া করে হাতকড়া পরানো হচ্ছে ভারতীয় পড়ুয়াকে। আমেরিকায় পড়তে আসার জন্য সমস্ত বৈধ কাগজ থাকলেও, অপরাধীর মতো আচরণ করে বিমানবন্দর থেকেই তাঁকে ফেরানো হচ্ছে। মার্কিন অভিবাসন আধিকারিকদের এহেন আচরণের ভিডিও ঘিরে শোরগোল শুরু হতেই এই বিষয়ে মুখ খুলল ভারতীয় দূতাবাস। কুণাল জৈন নামে এক যুবক গত রবিবার আমেরিকার নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে ভারতীয় পড়ুয়ার দুর্দশার ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন। একইসঙ্গে লেখেন, ' রাতে এক ভারতীয় পড়ুয়াকে নেওয়ার্ক বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হল। হাতে হাতকড়া পরানো কাঁদতে থাকা ওই পড়ুয়ার সঙ্গে জঘন্য অপরাধীর মতো আচরণ করা হয়। ওই যুবক স্বপ্ন পূরণ করতে এখানে এসেছিলেন, কারও ক্ষতি করতে নয়।' একইসঙ্গে ভারতীয় দূতাবাস ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ট্যাগ করে তিনি লেখেন, ' ভারতীয় হিসেবে আমি অসহায় বোধ করছি। আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। এটা মানবিক বিপর্যয়।'পড়ুয়ার সঙ্গে মার্কিন পুলিশ ও অভিবাসন আধিকারিকদের ভয়ংকর দুর্ব্যবহারের ওই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই এই ইস্যুতে মুখ খুলল আমেরিকায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। এক্স হ্যান্ডেলে দূতাবাস জানায়, ' মিডিয়ায় এমন পোস্ট আমাদের নজরে এসেছে যেখানে দাবি করা হয়েছে একজন ভারতীয ়নাগরিক নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমরা এই বিষয়ে স্থানীয ়কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। ভারতীয় নাগরিকদের সাহায্যের জন্য দূতাবাস সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'উল্লেখ্য, আমেরিকায় বিদেশি পড়ুয়াদের চরম হেনস্থার মুখে পড়ার ঘটনা এই নতুন নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর কড়া অভিবাসন নীতির মাধ্যমে বিদেশিদের আমেরিকা থেকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। যার জেরে অবৈধবাসীদের চরম অমানবিকতার সঙ্গে দেশছাড়া করা হয়েছিল আগেই। হাতে হাতকড়া পরিয়ে ঘৃণ্য অপরাধীর মতো আচরণ করা হয় তাঁদের সঙ্গে। পড়ুয়াদের ক্ষেতেও সেই একই পথে হাঁটে প্রশাসন। ভিসা পেয়েই আমেরিকার বিমান ধরলেও, এখানে আসার পর অভিবাসন আধিকারিকদের জেরার মুখে পড়তে হয় পড়ুয়াদের। জেরায় আধিকারিকরা সন্তুষ্ট না হলে পত্রপাঠ অপরাধীর মতো তাঁদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই ভারতীয় পড়ুয়ার সঙ্গে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল।

ঋণের পাহাড়ে চাপা পড়ে পাক দেশ

ইসলামাবাদ, ১০ জুন ঃ ঋণের পাহাড়ে চাপা পড়ে কার্যত নাভিশ্বাস উঠেছে পাকিস্তানের। দেশটির জন্মলগ্ন থেকে এখনও পর্যন্ত সর্বকালীন দেনায় ডুবেছে পাকিস্তান। সোমবার পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমীক্ষার এক রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত পাকিস্তানের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৬ ট্রিলিয়ন অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ২৩ লক্ষ কোটি টাকা। যা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ইতিহাসে নয়া রেকর্ড। প্রকাশিত রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, গত চার বছরে পাকিস্তানের ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ আকার নিয়েছে। ২০২০-২১ সালে পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণ ছিল ৩৯,৮৬০ বিলিয়ন। ১০ বছর আগে পাকিস্তানের ঋণের পরিমাণ ছিল এটাই ছিল ১৭,৩৮০ বিলিয়ন। সেই হিসেবে দেখতে গেলে পাকিস্তানহের ঋণের পরিমাণ গত ১০ বছরে বেড়েছে দশ গুণ। আসলে আগামী ১০ জুন সংসদে বাজেট পেশ করতে চলেছ পাক সরকার। তার আগে সোমবার প্রকাশ করা হয় এই আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট। যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ৭৬ ট্রিলিয়নের এই ঋণের মধ্যে ৫১,৫১৮ বিলিয়ন দেশের অন্দরের ঋণ ও ২৪,৪৮৯ বিলিয়ন বৈদেশিক ঋণ। ওই রিপোর্ট পাক সরকারকে সতর্ক করে আর্থিক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই বিপুল পরিমাণ ঋণ পাকিস্তানের অর্থনীতির জন্য বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ। যদি এই ঋণের বোঝা ও সুদের উপর নজর না দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আগামী দিনে পাকিস্তানের রাজকোষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বরাকের বাঙালিদের অপমান, প্রশান্ত চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে শিলচর সদর থানায় যৌথ এফআইআর

শিলচর, (অসম), ১০ জুন ঃ শিলচরে অসম বিশ্ববিদ্যালয় অসম চুক্তির ফসল, এই তথ্য প্রচারে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বরাকবাসীকে ' মেরুদণ্ডহীন বরাকি বাঙালি ' বলে অভিহিত করেছিলেন বাংলা সাহিত্য সভার সম্পাদক ড. প্রশান্ত চক্রবর্তী। এ নিয়ে তাঁকে বরাকবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি জানিয়েছিল বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)। কিন্তু ঘটনার প্রায় একমাস কেটে গেলেও তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি প্রশান্তের তরফে। তাই বরাক তথা রাজ্যের বাঙালিদের অপমান করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে শিলচর সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বিডিএফ। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিডিএফ মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন, এতদিন তাঁরা অপেক্ষা করেছেন এই ভেবে যে, হয়তো প্রশান্ত তাঁর ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। কিন্তু যেহেতু তিনি এখনও নির্লিপ্ত, তাই বিডিএফ-এর পক্ষ থেকে শিলচর সদর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তিনি বলেন, এর আগেও একই অভিযোগে বিডিএফ-এর পক্ষ থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যদের বিরুদ্ধেও এজাহার দেওয়া হয়েছে। তিনি

বলেন, প্রথমত অসম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিকৃতি, দ্বিতীয়ত বরাকের বাঙালিদের ' মেরুদণ্ডহীন ' বলে অপমান করার অভিযোগে এই এফআইআর দায়ের করা হলো। পুলিশ ও প্রশাসন এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। বিডিএফ-এর অপর আহ্বায়ক হৃষীকেশ দে বলেন, বাংলা সাহিত্য সভার কাছাড় জেলা কমিটিও প্রশান্ত চক্রবর্তীর বক্তব্য, তাঁর ব্যাক্তিগত মতামত, এর সঙ্গে সংগঠনের সম্পর্ক নেই বলে বিবৃতি দিয়েছে। হৃষীকেশ বলেন, বিডিএফ চায় না বরাক উপত্যকার বাঙালিদের মধ্যে কোনও বিভাজন বা ভুল বোঝাবুঝি হোক। তাই তিনি চান, বাংলা সাহিত্য সভার স্থানীয় কমিটি অসম বিশ্ববিদ্যালয় অসম আন্দোলন না বরাকবাসীর আন্দোলনের ফসল, সে ব্যাপারে স্পষ্টীকরণ দিক। পাশাপাশি বরাকের বাঙালিদের অপমান করার জন্য প্রশান্ত চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে অবিলম্বে এই বিতর্ক চিরতরে অবসান করার উদ্যোগ নিক। অন্যদিকে বাঙালি নবনির্মাণ সেনার পক্ষ থেকে সুমন দে এবং দুলাল ভৌমিক বলেন, তাঁরা এর আগে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নিয়ে মিথ্যা তথ্য এবং বরাকের বাঙালিদের অপমান করার জন্য প্রশান্ত চক্রবর্তীকে সবার কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। যেহেতু তিনি ক্ষমা চাননি, তাই বিডিএফ-এর সঙ্গে যৌথভাবে তাঁরাও বাংলা সাহিত্য সভার এই সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁরা প্রশাসনকে অবিলম্বে এ ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন।

দীঘার জগন্নাথ ধামে স্নানযাত্রার বিরাট আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ১০ জুন ঃ লোকগাথায় আছে, মাসির বাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পর লক্ষ্মী

জগন্নাথের উপর রাগ করে থাকেন। তাই, তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেন না। পরে তিনি গৃহপ্রবেশ করেন। তাই, ৬ এবং ৭ জুলাই মন্দিরের বাইরেই রথে দর্শন দেবেন ভগবান। ৮ জুলাই মন্দিরে প্রবেশ করবে তিনি। তাই এবছর দীঘায় রথযাত্রা ঘিরে বিপুল জনসমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই নিরাপত্তার বিষয়টিও সুনিশ্চিত করতে চায় ট্রাস্টি কমিটি এবং জেলা প্রশাসন। ১১ জুন জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। ১২ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত শাস্ত্রীয় বিধি মেনেই জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রা অন্তরালে থাকবেন। কারণ, ওই সময় তাঁদের জ্বর আসবে। তাই ওই ক'দিন ভক্তদের দর্শন বন্ধ থাকবে মন্দিরে। রাধারমন দাস জানিয়েছেন, দীঘার জগন্নাথ ধাম মন্দির থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি ছোট জগন্নাথ মন্দির রয়েছে। সেখানেই পাশে আরও একটি মন্দির বানানো হচ্ছে। সেটিই হবে মাসির বাড়ি ইসকন সূত্রে খবর, মন্দিরের পরিচালন কমিটি রথযাত্রার আয়োজন নিয়ে প্রাথমিক বৈঠকে বসতে চলেছে। রাজ্য তথা দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও বহু ভক্ত এবার দীঘার রথযাত্রায় উপস্থিত থাকবেন বলে খবর। পাশাপাশি উদ্বোধনের পর থেকে এদিন পর্যন্ত ২৫ লক্ষের বেশি ভক্ত দীঘার মন্দিরে এসেছেন বলে দাবি মন্দির কমিটির। আজ স্নান- যাত্রা! এখানে ১১ জুন (স্নান-যাত্রা) উপলক্ষ্যে দীঘা জগন্নাথ মন্দির ও ইসকন কলকাতার অনুষ্ঠানসূচি দেওয়া হলোঃ জগন্নাথ ধাম, দীঘা তারিখ- ১১ জুন ২০২৫ সকাল ৯টা - পাহাণ্ডি বিজয় সকাল ১১টা - ভগবান জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা ও সুদর্শনের স্নান (স্নান-যাত্রা) দুপুর ১ টা থেকে রাত ৮টা - গজবেশ দর্শন (হস্তিবেশে রূপদর্শন) আবার ২৬ জুন থেকে দর্শন শুরু হবে এবং ২৭ জুন তাঁরা তাঁদের মাসির বাড়ি যাত্রার জন্য রথে আরোহণ করবেন। এর পর, ১২ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দেবীর দর্শন বন্ধ থাকবে।

পার্থেনিয়াম গাছের ঘন জঙ্গলে ঢেকেছে হাসপাতাল চত্বর, আতঙ্কে রোগীরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১০ জুন ঃ ফুসফুস রোগের চিকিৎসা করাতে এসেই যেন ফুসফুস সংক্রমণের আতঙ্ক বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। চিকিৎসকের পরামর্শে সিবি ন্যাট ল্যাবরেটরিতে আসছেন রোগীরা। কিন্তু হাসপাতাল চত্বরেই লুকিয়ে আর এক বিপদের সম্ভাবনা! জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির যক্ষা বিভাগের পরীক্ষাগারের সামনেই মাথা তুলেছে পার্থেনিয়াম গাছের ঘন জঙ্গল। শুধুমাত্র পরীক্ষাগারের সামনে নয়, হাসপাতাল জুড়েই যত্রতত্র নোংরা আর পাশাপাশি পার্থেনিয়াম গাছের জঙ্গল। ফুসফুসের সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কায় রীতিমত উদ্বিগ্ন রোগীর পরিজনেরা। প্রশ্ন উঠছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় এত বড় বিষাক্ত আগাছার জঙ্গল কীভাবে তৈরি হল? কিন্তু বিষাক্ত এই গাছের জঙ্গল দীর্ঘদিন যাবৎ মাথা তুলে থাকবার পরেও কেন হেলদোল নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের? হাসপাতালের ভেতরে এমন ছবি দেখে রীতিমত ক্ষুব্ধ রোগীর আত্মীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, যেখানে পরিচ্ছন্নতা আর জীবাণুমুক্ত পরিবেশ সবচেয়ে জরুরি, সেখানে এমন বেপরোয়া মনোভাব ও অবহেলা মেনে নেওয়া যায় না। এবিষয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানান, নিয়মিত হাসপাতাল পরিদর্শনে বের হই। বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে। বর্ষার সময় গাছ একটু তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার এই দায়িত্বে রয়েছেন তাঁকে বলা হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে গাছ কাটার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সাধারণত বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছ যে কতটা ক্ষতিকারক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই গাছে থেকে ছড়ানো পরাগরেণু শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। অ্যালার্জি, হাঁপানি এমনকি ব্রঙ্কাইটিসের মত জটিল সমস্যাও তৈরি হতে পারে। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ভেতরে যেখানে যক্ষা রোগ চিহ্নিত করতে আসছেন বহু মানুষ, ঠিক সেই পরীক্ষাগারের পাশে ও সামনেই শ্বাসকষ্ট বাড়াতে পারে এমন বিষাক্ত গাছের দেদার বংশ বিস্তার। এমনকি এর পাশেই রয়েছে বহির্বিভাগ। যেখানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ ডাক্তার দেখাতে আসেন। চিকিৎসকরাও এই গাছের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে বারবার মুখ খোলেন। কিন্তু সেই বিষাক্ত গাছেই কার্যত ছেয়ে রয়েছে যেখানে চিকিৎসকদের নিয়মিত আনাগোনা। তবে শুধুমাত্র কি আশ্বাসেই রক্ষা পাবে রোগীরা? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরের আড়ালে কীভাবে থেকে যাচ্ছে গাছগুলো, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

সোনাঝুরিতে পর্যটন দফতরের জায়গা দখল নিয়ে তদন্তে প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১০ জুন ঃ সোনাঝুরিতে সরকারি পর্যটন

দপ্তরের জায়গা দখল করে বেআইনি রাস্তা নির্মাণ করেছিল এক জমি মাফিয়া। অভিযোগ পেয়ে ১৬৩ বিএনএস জারি করেছেন বোলপুর মহকুমা শাসক। বোলপুর পৌরসভা ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে নোটিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সোনাঝুরি একটি পর্যটন কেন্দ্র। শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এলে রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি বিজড়িত বিশ্বভারতীর পাশাপাশি সোনাঝুরি দেখতে সবাই আসে। শনিবারের সোনাঝুরির হাটে প্রচুর পর্যটকের ভিড় হয়। তবে খোয়াইয়ের মতোই সোনাঝুরি জঙ্গল দখল করে প্রোমোটারদের বাড়বাড়ন্ত খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে বহুবার। এবার প্রশাসন অভিযোগ পেয়ে তৎপরতার সঙ্গে এই বেদখল আটকে দিয়েছে। অভিযোগ, কোন এক রাজা নামে এক জমি মাফিয়া পর্যটন কেন্দ্রের জায়গা দখল করে পিচ রাস্তা বানাচ্ছিল। তারপর অভিযোগ পেয়েই তৎপরতার সাথেই বোলপুর মহকুমা প্রশাসন সেই বেদখল করার কাজ বন্ধ করে দেয়। বোলপুর মহকুমা শাসক কে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে তিনি জানান, এই ব্যাপারে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। আমি ইতিমধ্যে ১৬৩ বিএনএস জারি করে এস ডি এল আর ও মারফত বোলপুর বি এল আর ও কে তদন্ত করে একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলেছি। পাশাপাশি, কোন ব্যক্তি এই কাজ করেছে তাকেও চিহ্নিত করতে বলেছে। জায়গাটি জেলাশাসকের পর্যটন বিভাগের ৬৬১ বাটা ৯০১ প্লট নাম্বারে সরকারি জায়গা হিসেবে উল্লেখ আছে। পুরসভা কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ওই জায়গায় একটি নোটিশ টাঙিয়ে সরকারি সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করতে। বোলপুর পুরসভার পুর প্রধান পর্ণা ঘোষ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি জানান, বর্তমানে একটি অপারেশন জনিত কারণে তিনি অসুস্থ। তবে ঘটনার তদন্তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে বোলপুর বি এল আরও পরপর দুদিন তদন্ত চলছে এটুকুর বেশি বলতে পারেননি। মঙ্গলবার দিন অবশ্য তিনি জানান, তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি কিছু বলবেন না। এদিকে, রাজু নামে ওই জমির কারবারিকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি রেগে যান এবং কিছু বলতে চান নি।

গাজোলে তিন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ জুন ঃ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ১৫ কিলোমিটার দুরেই অবৈধ ভাবে প্রবেশ করে ১১ বছর ধরে বসবাস কারী তিন বাংলাদেশি গ্রেফতার। গ্রেফতার করলো মালদার গাজোল থানার পুলিশ। গাজোল থানার অন্তর্গত গাজল দুই নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রসিকপুর গ্রাম থেকে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের আদালতে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম মনিরুল আলী (৩৪), মোহাম্মদ রাহুল আলী (২৭) ও মোহাম্মদ সামির আলী (২৪)। এরা তিন ভাই। প্রত্যেকেই বাংলাদেশের ঠাকুরনগর জেলার, রত্নাগড় গ্রামের বাসিন্দা। প্রায় ১১ বছর আগে তারা গাজলের এই গ্রামে এসে বসবাস শুরু করে। চাষাবাদ করেই সংসার চলত তাদের। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি। তবে তারা বাংলাদেশের বাসিন্দা ছিল সেটা তারা জানতেন। এখানে এসে তারা আধার কার্ড ভোটার কার্ড বানিয়ে নিয়েছিলো। গোপন সূত্রে খবর পায় গাজোল থানার পুলিশ সেই মতো অভিযান চালানো হয় ওই গ্রামে। এই তিনজনকে গ্রেফতার করে। ঘটনার পর থেকেই পরিবারের মহিলা সদস্য ও শিশুরা বেপাত্তা বাড়িতে দরজা বন্ধ। গ্রামে থমথমে পরিবেশ। মালদার মতন ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলায় যে অনুপ্রবেশ লাগাতার বাড়ছে এই ঘটনা তার প্রমাণ। দক্ষিন মালদা বিজেপির সভাপতি অজয় গাঙ্গুলীর অভিযোগ, শাসক দলের প্রচ্ছন্ন মদততে মালদা জেলায় বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ বাড়ছে। শুধু এই সরকার বিএসএফ ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে ঘা ঝাড়া দিচ্ছে। এদেরকে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার

করছে শাসক দল। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে গাজল ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দিনেশ টুডুর দাবি সীমান্ত পাহারাদারের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিএসএফ থাকে। তৃণমূলই প্রথম ভুয়ো, ভোটার কার্ড ও ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ তুলেছিল সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে।

স্থানীয়দের তৎপরতায় ও পুলিশের হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো অবৈধভাবে গাছ কাটা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১০ জুন ঃ স্থানীয়দের তৎপরতায় অবৈধভাবে গাছ কাটা বন্ধ করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে নদীয়ার নবদ্বীপে। সূত্রের খবর, নদীয়ার নবদ্বীপ পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দ দিঘীর পাড় এলাকায় একটি পুকুরের পাড়ে বাগানে থাকা বেশ কিছু পরিনত গাছ অবৈধভাবে কাটছিল, জায়গার মালিক ইলা দাস, স্থানীয়রা প্রথমে মৌখিক ভাবে বাধা দিলেও না শোনায়, পরবর্তী সময়ে খবর দেওয়া হয়

নবদ্বীপ থানায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ, পুলিশ গিয়ে গাছকাটার নির্দিষ্ঠ কোন অনুমতি না থাকায় রুখে দেয় গাছ কাটা। স্থানীয় বাসিন্দা প্রবীর দাস জানান, পরিবেশকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে গাছ যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় একটি গাছ কাটলে দশটি গাছ লাগানোর নিদান দেওয়া হয় সেখানে কিভাবে এরা অবৈধভাবে গাছগুলোকে কাটছে সেটাই বুঝতে পারছি না, তিনি বলেন এই পুকুর সহ বাগানটি দীর্ঘদিনের পুরোনো, আমরা চাই গাছগুলো থাকুক। অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনের নাকের ডগায় কেটে নেওয়া হচ্ছে গাছ। তবে কি এসব প্রশাসনে মদতে চলে ? তবে এখানে দেখা গেল প্রশাসনের তৎপরতা, খবর পেতেই অবৈধ গাছ কাটা রুখে দেয় নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

অসামাজিক কাজকর্মের প্রতিবাদ, গাড়িতে আগুন দুষ্কৃতীদের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১০ জুন ঃ বাড়ির পাশে পার্কে অসামাজিক কাজকর্মের প্রতিবাদ করেছিলেন ব্যবসায়ী। খবর দিয়েছিলেন পুলিশে। এর পরেই তাঁর গাড়ি পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে মহানন্দা কলোনিতে। ব্যবসায়ী সুবীর সরকারের অভিযোগ, ওই পার্কে নিয়মিত মদ্যপানের আসর বসানো-সহ নানা অসামাজিক কাজকর্ম করে কিছু যুবক। তাতে এলাকাবাসীর সমস্যা হয়। বিষয়টি তিনি পুলিশকে জানান। এর পরেই সোমবার মাঝ রাতে বাড়ির সামনে রাখা তাঁর গাড়িতে আগুন ধরায় দুষ্কৃতীরা। জানা গেছে, ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে আটক করা হয়েছে।

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting e-Tender No.: 01/2025-2026 (2nd Call)

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites E-Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for total 01 (One)Nos. different works. Date of start of downloading the documents **10.06.2025 06.30 p.m.** Date & Time of closing of submission of Technical Bid on or before **17.06.2025 04.30 p.m**. Date of opening of Technical Bid: **20.06.2025 11.00 p.m.** For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block, Howrah from reputed and resourceful contractors for 8 nos E-Tender ID-**2025_ZPHD_860744 _1, 2025_ZPHD_860749_1, 2025 _ZPHD_860804_1, 2025_ ZPHD_ 860828_1, 2025_ZPHD_860846_1, 2025_ZPHD_860862_1, 2025_ ZPHD_860882_1, & 2025_ZPHD_ 860905_1**, Publish date-**09/05/2025 at 6.00PM**. Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 1**6/05/2025 at 12.30 P.M.**, Date opening-**18/05/2025 at 1.00 PM** for details Visit website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে

সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/৪/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়া (১) ই-টেন্ডার নং ঃ ৭৭_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৩ (জেনারেল জোন)** এইএন/রামপুরহাট, পি.ই ৩০.০৬.২০২৬-এর অধীনে। অধিক্ষেত্রঃ- বাঁশলৈ ব্রিজ থেকে গুমানী (বোনীডাঙ্গা লিঙ্ক কেবিন ব্যতিরেকে) কিমি ১৩৫/০ থেকে ১৭২/২ পর্যন্ত রাজগ্রাম এবং পাকুড় পাথর খনি সহ। এইএন/রামপুরহাটের অধিক্ষেত্রাধীনে কাজটি জেনারেল কাজ, শৌচালয়ের কাজ, কাঠের কাজ, কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ পাকুড় ফ্রেট ডিপো সম্বলিত ৬,০০,০০০.০০ টাকা ইত্যাদি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯৫,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৯০,০০০ টাকা। **(২) ই-টেন্ডার নং ঃ ৭৮_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৪ (ব্রিজ জোন)** বোলপুর শান্তিনিকেতন, পি.ই ৩০.০৬.২০২৬-এর অধীনে। অধিক্ষেত্রঃ সাহিবগঞ্জ লুপে কিমি ১/০ থেকে ৮৮/০ পর্যন্ত এবং বোলপুর শান্তিনিকেতন শাখায় সকল ব্রিজ এবং সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে বিভিন্ন ব্রিজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫১,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,০২,০০০ টাকা। **(৩) ই-টেন্ডার নং ঃ ৭৯_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৫ (জেনারেল জোন)** এইএন/বোলপুর, পি.ই ৩০.০৬.২০২৬-এর অধীনে। অধিক্ষেত্রঃ- কিমি ১/০ (খানা ব্যতিরেকে) থেকে ৮৮/০ পর্যন্ত। এইএন/বোলপুরের অধীনে কাজটি জেনারেল কাজ, শৌচালয়ের কাজ, কাঠের কাজ, কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ ইত্যাদি সম্বলিত। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০৫,০০০ টাকা। **(৪) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮০_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৬ (জেনারেল জোন)** এইএন/রামপুরহাট, পি.ই ৩০.০৬.২০২৬-এর অধীনে। অধিক্ষেত্রঃ রামপুরহাট (ইয়ার্ড সমেত) থেকে দুমকা পর্যন্ত। এইএন/রামপুরহাটের অধীনে কাজটি জেনারেল কাজ, শৌচালয়ের কাজ, কাঠের কাজ, কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ ইত্যাদি সম্বলিত। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭৫,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৫০,০০০ টাকা। **(৫) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮১_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৭ (জেনারেল জোন)** এইএন/রামপুরহাট, পি.ই ৩০.০৬.২০২৬-এর অধীনে। অধিক্ষেত্রঃ কিমি ৮৮/০ থেকে ১৩৫/০ পর্যন্ত রামপুরহাট থেকে বাঁশলৈ ব্রিজ পর্যন্ত সকল স্টেশন, কলোনী ও সকল সার্ভিস বিল্ডিং, বিভিন্ন কাঠামো সহ এইএন/রামপুরহাটের অধিক্ষেত্রাধীনে কাজটি জেনারেল কাজ, শৌচালয়ের কাজ, কাঠের কাজ, কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ ইত্যাদি সম্বলিত। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,০৫,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০২,৫০০ টাকা। **(৬) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮২_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৩৬ (রোড জোন**-এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) এইএন/রামপুরহাট-এর অধীনে ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে। [বর্ণনাঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ডেট কারেকশন স্লিপ ইত্যাদি পর্যন্ত সকল চ্যাপ্টারের সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১-এর সামগ্রীর হারের উপরে/নিচে/সম হারের সামগ্রিক শতাংশ। [মূল্য ৬৫,০০,০০০.০০ টাকা] নোটঃ (১) ডাকদাতাকে টেন্ডারের জন্য কেবল একটি রেট কোট করতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্যই ডিপার্টমেন্টাল অ্যাসেসড ভ্যালু। (২) সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ সামগ্রীর মৌলিক মূল্যের সম হার বিবেচনা করে ডিপার্টমেন্টাল অ্যাসেসড ভ্যালু/বিজ্ঞাপিত মূল্য তৈরী করা হয়েছে। এর অর্থ, বর্তমান টেন্ডারের জন্য নির্ধারিত খরচ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল খরচের চেয়ে বেশি মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। (৩) এই জোনাল টেন্ডারের নির্ধারিত খরচ/বিজ্ঞাপিত মূল্য নিশ্চিত করতে (ক) আর্থওয়াক-চ্যাপ্টার নং ২-তে ৪% (খ) মর্টার - চ্যাপ্টার নং ৩-এ ২% (গ) কংক্রীট কাজ - চ্যাপ্টার নং ৪-এ ৪% (ঘ) ম্যাসনারি কাজ - চ্যাপ্টার নং ৬-এ ৪% (ঙ) স্টীল কাজ - চ্যাপ্টার নং ১০-এ ৫% (চ) খুলে ফেলা ও ভেঙে ফেলা - চ্যাপ্টার নং ১৫-তে ১% (ছ) রোড ওয়ার্ক - ৮০% মাত্র (৪) সম্পাদনের সময়ে, প্রয়োজন হলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, উপরে উল্লিখিত শতাংশ থেকে সংশ্লিষ্ট সময়সূচী পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, যদি ওয়ারেন্টেড থাকে, তাহলে আর্থিক যাচাই-বাছাইয়েরও প্রয়োজন হতে পারে। (৫) উপরোক্ত নির্দেশাবলী ডাকদাতাদের সহায়তার জন্য। (৬) টেন্ডারদাতাদের রেট কোট করার সময়ে, জিএসটি এবং অন্য করের বৃদ্ধি ও প্রভাব বিবচনা করে, সংশ্লিষ্ট তালিকার পাশে উল্লিখিত মূল্য নির্ধারণ/বিজ্ঞাপিত মূল্যের ওপরে/নীচে/সম হারের শতাংশ উল্লেখ করতে হবে।] **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬৫,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৩০,০০০ টাকা। **(৭) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮৩_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৩৭ (রোড জোন**-এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধীনে ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে। [বর্ণনাঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ডেট কারেকশন স্লিপ ইত্যাদি পর্যন্ত সকল চ্যাপ্টারের সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১-এর সামগ্রীর হারের উপরে/নিচে/সম হারের সামগ্রিক শতাংশ। [মূল্য ৬৫,০০,০০০.০০ টাকা] নোট ঃ (১) ডাকদাতাকে টেন্ডারের জন্য কেবল একটি রেট কোট করতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্যই ডিপার্টমেন্টাল অ্যাসেসড ভ্যালু। (২) সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ সামগ্রীর মৌলিক মূল্যের সম হার বিবেচনা করে ডিপার্টমেন্টাল অ্যাসেসড ভ্যালু/বিজ্ঞাপিত মূল্য তৈরী করা হয়েছে। এর অর্থ, বর্তমান টেন্ডারের জন্য নির্ধারিত খরচ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল খরচের চেয়ে বেশি মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। (৩) এই জোনাল টেন্ডারের নির্ধারিত খরচ/বিজ্ঞাপিত মূল্য নিশ্চিত করতে (ক) আর্থওয়াক-চ্যাপ্টার নং ২-তে ৪% (খ) মর্টার - চ্যাপ্টার নং ৩-এ ২% (গ) কংক্রীট কাজ - চ্যাপ্টার নং ৪-এ ৪% (ঘ) ম্যাসনারি কাজ - চ্যাপ্টার নং ৬-এ ৪% (ঙ) স্টীল কাজ - চ্যাপ্টার নং ১০-এ ৫% (চ) খুলে ফেলা ও ভেঙে ফেলা - চ্যাপ্টার নং ১৫-তে ১% (ছ) রোড ওয়ার্ক - ৮০% মাত্র (৪) সম্পাদনের সময়ে, প্রয়োজন হলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, উপরে উল্লিখিত শতাংশ থেকে সংশ্লিষ্ট সময়সূচী পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, যদি ওয়ারেন্টেড থাকে, তাহলে আর্থিক যাচাই-বাছাইয়েরও প্রয়োজন হতে পারে। (৫) উপরোক্ত নির্দেশাবলী ডাকদাতাদের সহায়তার জন্য। (৬) টেন্ডারদাতাদের রেট কোট করার সময়ে, জিএসটি এবং অন্য করের বৃদ্ধি ও প্রভাব বিবচনা করে, সংশ্লিষ্ট তালিকার পাশে উল্লিখিত মূল্য নির্ধারণ/বিজ্ঞাপিত মূল্যের ওপরে/নীচে/সম হারের শতাংশ উল্লেখ করতে হবে।] **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬৫,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৩০,০০০ টাকা। **(৮) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮৪_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৪৮ (ব্রিজ জোন)** এইএন/রামপুরহাট, পি.ই ৩০.০৬.২০২৬-এর অধীনে। অধিক্ষেত্রঃ সাহিবগঞ্জ লুপে কিমি ৮৮/০ থেকে ১৭২/২ পর্যন্ত এবং সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে রামপুরহাট-দুমকা শাখায় সকল ব্রিজ, বিভিন্ন ব্রিজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,২০,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** প্রত্যেকটির জন্য শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** প্রত্যেকটির জন্য ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হয় না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৬.২০২৫-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। (HWH-133/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The ANDULIA GRAM PANCHAYAT
Village - Mahadia, Post- Mahadia PS - Kandi, District- Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER No. MSD/KAN/ANDULIA/02/ 2025-26

On behalf of the ANDULIA G.P, the Prodhan ANDULIA G.P, invites e-tender for the work of Electrification work of GP Building. Bid submission closing date(Both Technical & Financial): 19/06/2025 at 16.00 Hrs. Bid opening for Technical Proposals: 23/06/2025 at 12.00 Hrs. For details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Andulia Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting e-Tender No.: 04/2025-2026

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites E-Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for total 01 (One)Nos. different works. Date of start of downloading the documents **10.06.2025 06.30 p.m.** Date & Time of closing of submission of Technical Bid on or before **17.06.2025 04.30 p.m**. Date of opening of Technical Bid: **20.06.2025 11.00 p.m.** For details please visit office of the undersigned and website https:// wbtender.gov.in.

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে য়ার্ডের উন্নতকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে /১২ তারিখঃ ০৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-১২- ২০২৫-২৬। কাজের নামঃ** য়ার্ডের উন্নতকরণ-গুলমা, বাগ্রাকোট, ডামডিম এবং নিউ মাল জংশন য়ার্ড (এসএণ্ডটি সহযোগী কাজ)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪২,০১,৫৪৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮৪,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮-০৭-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৮-০৭-২০২৫ তারিখে ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পাপ্পু কুমার শাহ, শঙ্কর শাহের পুত্র, এমবি ১৩৫, মহিষবাথান আবাদপাড়া সেক্টর-ভি-তে বসবাস করেন, পুলিশ স্টেশন-পূর্ব বিধাননগর বর্তমানে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, পিন-৭০০১০২, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা-এর অধীনে, এতদ্বারা আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই চিঠিটি লিখছেন যে মূল দলিলটি এ.ডি.এস.আর. বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা-তে যথাযথভাবে নিবন্ধিত ছিল এবং ১৯৯৬ সালের জন্য বই নং ১-এ বিইং নং ৩৫৭৪ হিসাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং জি.ডি. এন্ট্রি নং ৩৬৪ তারিখের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করা হয়েছিল। যে কোনও ব্যক্তির এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা কোনও আপত্তি থাকলে, এই তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং ৯০০৭৮২৪৯৫৭

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIQ No-2/Sub-II of 2025-2026** from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application of NIQ:- **18.06.2025** Last date of dropping:- **20.06.2025**

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh Hooghly

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে য়ার্ডের উন্নতকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৩৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ১২-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ** য়ার্ডের উন্নতকরণ-গুলমা, বাগ্রাকোট, ডামডিম এবং নিউ মাল জংশন য়ার্ড। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,১৬,৪৪,৯৭৫.১৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৮,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০-০৬-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ৩০-০৬-২০২৫ তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

MUGKALYAN BENAPUR GRAM PANCHAYAT
MUGKALYAN, BLOCK- BAGNAN II, HOWRAH (W.B), PIN-711312
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOW/BAG-II/MBGP/NIET-01/2025-26, Dated:- 02.06.2025

For and on behalf of Mugkalyan Benapur Gram Panchayat, The Pradhan, Mugkalyan Benapur Gram Panchayat invites percentage rate tender from bonafide outsiders for total 9 (Nine) Nos. similar works. Bid Submission closing date (online): **11-June-2025 12:00 AM**. Bid Opening Date(online): **12-06-2025 at 12:00 PM**. For details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Mugkalyan Benapur Gram Panchayat

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- SGP/104/15THCFC TiED(3 nos)/2025-26, Date:10.06.2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for 03(Three) Nos. different works. Last date of Submission of Tender 18.06.2025 at 16.00 Hrs. Time & Date for opening of Technical Bids on 20.06.2025 at 14.00 Hrs. For details visit GP office of any working days or visit website: **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

MUGKALYAN BENAPUR GRAM PANCHAYAT
MUGKALYAN, BLOCK- BAGNAN II, HOWRAH (W.B), PIN-711312
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOW/BAG-II/MBGP/NIET-02/2025-26 Dated:- 05.06.2025

For and on behalf of Mugkalyan Benapur Gram Panchayat, The Pradhan, Mugkalyan Benapur Gram Panchayat invites percentage rate tender from bonafide outsiders for total 03 (Three) Nos. similar works. Bid Submission closing date (online): Bid Submission closing date (online): **14-June-2025 12:00 AM**. Bid Opening Date(online): **16-06-2025 at 12:00 PM**. For details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Mugkalyan Benapur Gram Panchayat

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH
NIT NO.-76/15th F.C. TIED/EO/PANCHLA/2025-2026

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for **03 (Three) Nos**. different works at different places. Last date of submission of Bid **18/06/2025 at 15.00 Hrs**. Date of opening of Bid **20/06/2025 at 15.00 Hrs**. For details visit **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

Raghunathpur Gram Panchayat
(Under Serampore-Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.
Email-Raghunathpur_srp@rediffmail.com

NIT NO:-001/RGP/2025-2026 **Date:- 10/06/2025**
Tender ID :- **2025_ZPHD_861648_1 to 2025_ZPHD_861648_5**
Bid submission end date:-**16/06/2025 12:00PM**
Bid opening date:-**18/06/2025 12:00PM**

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- SGP/105/15THCFC UNTIED(7 nos)/2025-26, Date:10.06.2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for 07 (SEVEN) Nos. different works. Last date of Submission of Tender 18.06.2025 at 16.00 Hrs. Time & Date for opening of Technical Bids on 20.06.2025 at 14.00 Hrs. For details visit GP office of any working days or visit website: **https:/ /wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড
CIN: L01132WB1990PLC048991
নিবন্ধিত অফিসঃ ১৫বি, হেমন্তবসুসরণি, ৩ তলা, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং.২২১০০৫৫৩, ফ্যাক্স নং.০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ enquiry@norbentea.com
ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (''ওএভিএম'') পঁয়ত্রিশ বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেডের সদস্যদের ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখ শনিবার, সকাল ১১.৩০ (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং SEBI এবং MCA সার্কুলার নং ২০ / ২০২০, ১০/২০২২, ০৯/ ২০২৩ এবং ০৯/ ২০২৪ তারিখের যথাক্রমে ৫ মে, ২০২০, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরিজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (CDSL) কর্তৃক সভার জন্য VC/OAVM সুবিধা প্রদান করা হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র VC/OAVM এর মাধ্যমে AGM এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন কারণ AGM এ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। VC/OAVM এর মাধ্যমে উপস্থিতি AGM এর কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক সার্কুলার মেনে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, বোর্ডের রিপোর্ট, নিরীক্ষকদের রিপোর্ট এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য নথিপত্র কোম্পানির সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী / আরটিএ-তে নিবন্ধিত। উপরোক্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.norbentea.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। কোনও সদস্যকে নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনও বাস্তব অনুলিপি পাঠানো হবে না।

যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তারা অনুগ্রহ করে ডিম্যাট আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে ডিপির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং তাদের তথ্য যাচাই / আপডেট করতে পারেন এবং বাস্তব আকারে থাকা শেয়ারধারী সদস্যদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা কোম্পানির সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতিঃ

সদস্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের (ই-ভোটিং) মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসায়ে তাদের ভোটদানের সুযোগ পাবেন।

ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য দূরবর্তীভাবে (দূরবর্তী ই-ভোটিং) ভোটদানের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে প্রদান করা হবে। বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.norbentea.com এবং মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে।

ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাটি বার্ষিক সাধারণ সভায় (ইন্সটা পোল) উপলব্ধ করা হবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট(গুলি) দেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ইন্সটা পোলের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে। যে সদস্যরা ইমেল পান না বা যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীআরটিএ-তে নিবন্ধিত নয়, তারা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারেন।

একই লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসি-র মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেডের জন্য,
স্বা /-নিরজ তিওয়ারি
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং ACS70479

তারিখ- ১০ জুন ২০২৫
স্থান- কলকাতা

লামডিং ডিভিশনে ০৮টি ক্যাটারিং স্টল সম্পদের জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশনের ০৮টি ক্যাটারিং স্টলের (জেনারেল মাইনর ইউনিট এবং স্পেশাল মাইনর ইউনিট) সম্পত্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সিএটিইআর-এলএমজি-০৩-২৫। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট): ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১০:৩০ টায়। দিন ঃ ১৮২৬।**

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-এলএমজি-বিএইচআরবি-জিএমইউ-১১৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	ভৈরবী রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ -এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের টি স্টল নং বিএইচআরবিটিএস-১ -এ ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদান।
এএ/২	সিএটিজি-এলএমজি-ইউডিপিইউ-জিএমইউ-১৫৪-২৫-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	উদয়পুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১-এ জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) টি স্টল নং ইউডিপিইউটিএস-১-এ ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদান। স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে।
এএ/৩	সিএটিজি-এলএমজি-জেআরএনএ-জিএমইউ-৫৮-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	জিরানিয়া রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম- ১ -এ জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) টি স্টল নং জেআরএনএটিএস-১ -এ ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদান।
এএ/৪	সিএটিজি-এলএমজি-বিএক্সপি-জিএমইউ-১০৩-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	বরপথার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১-এ জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) টি স্টল নং বিএক্সপিটিএস-৩ -এ ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদান।
এবি/১	সিএটিজি-এলএমজি-এমবিজি-এসএমইউ-৩২-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	মাইবাং রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ -এ স্পেশাল মাইনর ইউনিটস (এসএমইউ), টি স্টল (এমবিজিটিএস-১) -এ ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদান।
এবি/২	সিএটিজি-এলএমজি-কেটিএক্স-এসএমইউ-১৫৫-২৫-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	কাটাখাল রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ ক্যাটারিং স্টল (কেটিএক্সটিএস- ১) ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য প্রদান। স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে।
এবি/৩	সিএটিজি-এলএমজি-জেএমকে-এসএমইউ-১৩১-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	যমুনামুখ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ ক্যাটারিং সার্ভিস (এসএমইউ টি স্টল নং জেএমকেটিএস-১) প্রদান।
এবি/৪	সিএটিজি-এলএমজি-এলকেএ-এসএমইউ-৪৮-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	লঙ্কা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১-এ স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) টি স্টল নং এলকেএটিএস-৩-এ ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদান।

বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ২০-০৬-২০২৫ তারিখে **১২:১০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধের সময় আইআরইপিএস -এর ই-নিলাম মডিউলে দেখা যাবে। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ভবানীপুর-ইস্টবেঙ্গল ফাইনাল নিয়ে বিতর্ক, শাস্তি পেতে পারেন আম্পায়াররাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ সিএবি ফার্স্ট ডিভিশন ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে বিতর্ক এখনও অব্যহত। সেই ম্যাচের দুই প্রতিপক্ষ ছিল ভবানীপুর ও ইস্টবেঙ্গল। একটি আউট নিয়ে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মাঠ। এমনকি দুই দলের ক্রিকেটাররা হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন। ম্যাচ খেলবে না বলে মাঠ ছাড়ে ইস্টবেঙ্গল। সিএবি কর্তাদের হস্তক্ষেপেও মাঠে ফেরেনি লাল-হলুদ ব্রিগেড। শেষ পর্যন্ত সৌরভ

গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর ফের শুরু হয় ম্যাচ। এরপরও অবশ্য বিতর্ক থামেনি। ভবানীপুরের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, হার নিশ্চিত জেনে সময় নষ্ট করছে ইস্টবেঙ্গল। জল গড়ায় বহুদূর। আঙুল ওঠে সিএবির বিরুদ্ধেও। এবার জানা গেল ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে সিএবি। ফাইনাল ম্যাচের গণ্ডগোলের জেরে শাস্তি পেতে চলেছেন ৪ ক্রিকেটার। সেই সঙ্গে জানা গিয়েছে, শাস্তির কবলে পড়তে পারেন ওই ম্যাচের আম্পায়াররাও। এই নিয়ে সোমবার হয়েছে সিএবির আপেক্স কমিটির বৈঠক। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মাঠের দুই আম্পায়ার, তৃতীয় ও চতুর্থ আম্পায়ার এবং ম্যাচ অবজার্ভরকে আগামী এক বছর সিএবির কোনও টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ খেলানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে না। যদিও বাংলা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও সরকারি ঘোষণা করা হয়নি।

কেমন চলছে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন?

বিলেত থেকে বার্তা দিলেন ‘পার্ট টাইম ভ্লগার’ অর্শদীপ সিং

কেন্ট, ১০ জুনঃ ‘মাথার উপর খোলা আকাশ। ঠান্ডা বাতাস বইছে। সেই সঙ্গে সূর্যের কিরণ। আর হাতে লালরঙা চেরি!’ শুধুমাত্র অডিও শুনলে মনে হতেই পারে কোনও ট্রাভেল ভ্লগারের মোনোলগ। কিন্তু কথাগুলো বলছেন যিনি, তিনি পুরোদস্তুর ক্রিকেটার। টিম ইন্ডিয়ার সদস্য, অর্শদীপ সিং। আইপিএলে নজরে কেড়েছিলেন পারফরম্যান্সে, সেই সঙ্গে পার্ট টাইম ভ্লগিংয়েও। পাঞ্জাব কিংস যখনই ভেন্যু বদল করেছে, নতুন ডেরায় উপস্থিত হয়েছে, অর্শদীপ মোবাইলের ফ্রন্ট ক্যামেরা অন করে চালিয়ে গিয়েছেন ভ্লগ। মেলে ধরেছেন দলের প্রস্তুতি, কে কেমন আছে, কেমন খেলছে- সে সবের খুঁটিনাটি বিবরণ। জাতীয় দলের এসেও এই ছবি বদলাল না। লিডস টেস্ট শুরু হতে হাতে আর মেরেকেটে দু’হপ্তাও বাকি নেই। গতকাল বিসিসিআই অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করেছিল প্রস্তুতির ক্লিপিং-মাত্র কয়েক মিনিটের। ব্যাকিংহামের আউটডোর অনুশীলনের বিভিন্ন মুহূর্ত কোলাজ আকারে পেশ করা হয়। আজ অর্শদীপ অবশ্য পেশাদার ভ্লগারের মেজাজে দলের ট্রেনিং সেশনের বিবরণ দিলেন। মঙ্গলবার কেন্টের ময়দানে চলছিল অনুশীলন। পাঞ্জাবি বোলারের কাছে অবশ্য এই জায়গা নতুন নয়। কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে

কেন্টে এসেছেন। বলেন, ‘‘খুব ভাল লাগছে এখানে এসে। ঠিক যেন বাড়ি ফেরার অনুভূতি। আমি দু’মাস এখানে কাটিয়েছি। ছোট জায়গা। খুব একটা জনবহুল নয়। মনের শান্তি চাইলে কেন্টই সেরা অপশন।’’ কিন্তু শুধুই খোশমেজাজ থাকাটাই তো যথেষ্ট নয়। ঘরের মাটিতে ইংল্যান্ডকে হারাতে গেলে চাই কায়িক অনুশীলনও। কেমন চলছে সেই প্রস্তুতি? অর্শদীপের কথায়, ‘‘আজকের সেশনের মূল লক্ষ্য ছিল-ছন্দ গড়ে তোলা, শরীর কীভাবে সাড়া দিচ্ছে সেটা দেখা এবং যেহেতু সমস্ত ক্রিকেটার দীর্ঘদিন আইপিএলে সাদা বলে খেলেছে, তাই লাল বল কীভাবে হাত থেকে বেরোচ্ছে সেদিকে নজর রাখা।’ প্রথম সেশনেই যে সবকিছু ক্লিক করেনি, মেনে নিয়েছেন অর্শদীপ। বলেছেন, ‘‘খুব মজা হয়েছে। যত সময় গড়াবে, রসায়ন আরও গা। হবে। ব্যাটসম্যানদের আরও সমস্যায় ফেলব।’’ কারা কেমন খেলেছেন? অর্শদীপের মতে, সাই সুদর্শন আত্মবিশ্বাসী। শুভমানও ফর্মে ছিলেন। আর জসপ্রীত বুমরাহ? টিম ইন্ডিয়ার তরুণ বোলার বলেন, ‘‘যখনই হাতে বল নিই আর ভাবি ‘আমিই সেরা’, তখনই মাথায় আসে বুমরাহ দলে আছেন এবং তাঁর সঙ্গে কারও কোনও তুলনাই চলে না। তবে আসল লক্ষ্য হচ্ছে একে অপরের খেলাকে আরও ধারাল, আরও উন্নত করে চলা। যাতে দল উপকৃত হয়।’’

আইসিসি হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমার জন্য সম্মানের ধোনি

রাঁচি, ১০ জুনঃ শুধু ভারত কেন, ক্রিকেট-বিশ্বের সর্বকালের সেরা অধিনায়কদের তালিকার উপরদিকেই থাকবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। অধিনায়ক হিসাবে ভারতকে তিনি যা সাফল্য দিয়েছেন, আর কারও তা নেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ওডিআই বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সবই জিতেছেন অধিনায়ক ধোনি। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত ক্রিকেটের সব ফরম্যাটেই কোনও না কোনও সময় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। সেই মাহিকে করেছে। এই বিশেষ সম্মান পাওয়ার পর ধোনি বলেন, ‘‘আইসিসি হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা তাঁর জন্য গর্বের বিষয়।’’ ভারতের এই প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, ‘‘বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অবদানকে সম্মান জানাতে আইসিসি হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমার জন্য সম্মানের। এত মহান খেলোয়াড়ের সঙ্গে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা দারুন অনুভূতি। এটি এমন কিছু যা আমি সর্বদা উপভোগ করব।’’

সোমবার আইসিসি হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমএসডি হলেন দেশের ১১তম ক্রিকেটার যিনি এই সম্মান পেয়েছেন। ধোনির পাশাপাশি আইসিসি এবার আরও সাতজন খেলোয়াড়কে এই সম্মানে ভূষিত করেছে। ধোনির পাশাপাশি আইসিসি অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু হেডেন, দক্ষিণ আফ্রিকার হাশিম আমলা এবং গ্রেম স্মিথ, নিউজিল্যান্ডের ড্যানিয়েল ভেত্তোরি, পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেটার সানা মীর ও ইংল্যান্ডের সারা টেলরকে এবার তাদের হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত ধোনিই একমাত্র ভারতীয় অধিনায়ক যাঁর অধিনায়কত্বে তিনটি আইসিসি ট্রফি জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। ২০০৭ সালে ধোনির নেতৃত্বে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল। চার বছর পর, ২০১১ সালে, টিম ইন্ডিয়া ধোনির নেতৃত্বেই জেতে একদিনের বিশ্বকাপ। ২০১৩ সালে তাঁরই নেতৃত্বে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জিতেছিল। ধোনির নেতৃত্বে ভারতীয় দল টেস্টেও এক নম্বরে উঠে আসে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ধোনির ১৭,০০০ এরও বেশি রান রয়েছে।

বেলজিয়াম-ওয়েলস রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে আহত হয়ে দর্শক হাসপাতালে

ব্রাসেলস, ১০ জুনঃ ব্রাসেলসে সোমবার দুই দলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ফুটবল অ্যাসসিয়েশন প্রতিপক্ষের জালে তিনবার বল পাঠিয়ে উল্লাস করে তারা। পঞ্চদশ মিনিটে রোমেলু লুকাকু পেনাল্টি থেকে বেলজিয়ামকে এগিয়ে নেন।

অব ওয়েলস (এফএডব্লিউ) জানায়, ওয়েলসের তৃতীয় গোল উদযাপন করার সময় স্ট্যান্ডের সবচেয়ে উপরের তলা থেকে নিচতলায় পড়ে যান ওই সমর্থক। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের এই লড়াইয়ে শুরুতে নিজেদের খুঁজে ফেরে ওয়েলস। ওই সময় তাদের ওপর ছড়ি ঘোরায় বেলজিয়াম। প্রথম ৩০ মিনিটেই চার মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইউরি তিলেমান্স। ২৭তম মিনিটে গোল করে দলকে আরও এগিয়ে নেন জেরেমি ডকু। ওয়েসল শিবিরে তখন হারের শঙ্কা। তবে হাল ছাড়েনি তারা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান কমান হ্যারি উইলসন। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে ওয়েলসকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন সোব্রা টমাস। ৬৯তম মিনিটে ব্রেনান জনসনের গোলে সমতা ফেরায় ওয়েলস। উল্লাসে মাতে গ্যালারিতে থাকা দলটির সমর্থকরা। আর সে সময়ই ঘটে ওই দুর্ঘটনা। শেষ পর্যন্ত হার এড়াতে পারেনি ওয়েলস। নির্ধারিত সময় শেষের দুই মিনিট আগে তাদের আশা ভেঙে দেন কেভিন ডে ব্রুইনে। ৪-৩ গোলে জেতে বেলজিয়াম। আন্তর্জাতিক ম্যাচে সাম্প্রতিক সময়ে দ্বিতীয়বার স্ট্যান্ড থেকে পড়ে গেলেন দর্শক। গত রবিবার নেশন্স লিগের ফাইনালে স্ট্যান্ডের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচের সিটিং এরিয়ায় পড়ে যান একজন। প্যারামেডিকস ও স্টেডিয়ামের স্টুয়ার্ডরা তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দিলেও তাকে বাঁচানো যায়নি। মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় স্পেনকে টাইব্রেকারে হারিয়ে নেশন্স লিগের শিরোপা ঘরে তোলে ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল।

পদপিষ্টের মাশুল! বেঙ্গালুরু থেকে সরতে চলেছে বিশ্বকাপ সহ একগুচ্ছ হাইভোল্টেজ ম্যাচ

মুম্বই, ১০ জুনঃ পদপিষ্টের জেরে ১১ জন সমর্থকের মৃত্যুর ঘটনার মাশুল গুনতে চলেছে কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সূত্রের খবর, চলতি বছরে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ, মেয়েদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ সহ একাধিক হাইভোল্টেজ টুর্নামেন্টের ভেন্যু চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিছু স্থানান্তরণের ঘোষণা ইতিমধ্যে সামনে এসেছে, কিছু এখনও আলাপ-আলোচনার স্তরে রয়েছে। উল্লেখ্য, আরসিবির আইপিএল জয়কে কেন্দ্র করে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে জমায়েত কাতারে কাতারে অনুরাগী ও সমর্থকের জটলায় বিশৃঙ্খলা দানা বাঁধে। সেখান থেকে পদপিষ্ট। যার বলি ১১টি নিরীহ প্রাণ। এই দুর্ঘটনার জেরে ছানবিন চলে রাজ্যের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা ও আরসিবির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে। উপযুক্ত পরিকাঠামো ও প্রস্তুতি ছাড়াই যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেটা এতদিনে পরিষ্কার। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার বক্তব্য, ব্যবস্থাগ্রহণ বুঝিয়ে দিচ্ছে কর্নাটক সরকার মোটেও বিষয়টিকে লঘুভাবে দেখছে না। এর আগে আরসিবির উপর

থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিল বোর্ড। সরব হন বিসিসিআইয়ের সচিব, মুখ খোলেন আইপিএলের চেয়ারম্যানও। এবার শুধু কথার কথা নয়, ব্যবস্থা নিল ক্রিকেট বোর্ড। বেঙ্গালুরু থেকে সরানো হল ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার এ দলের ম্যাচ। ১৩ নভেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর যা আয়োজনের কথা। দিন একই থাকলেও বদলে গেল ভেন্যু। এই ম্যাচ এবার চিন্নাস্বামীর বদলে আয়োজিত হবে রাজকোটের মাঠে। পদপিষ্টে মৃত্যুর জেরেই কি সিদ্ধান্ত? বিসিসিআইয়ের কোনও কর্তাই বিষয়টি স্বীকার করেননি। মানতে নারাজ কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যানও। তাঁর দাবি, দুটি ঘটনা আলাদা। সূত্রের খবর, স্টেডিয়াম বদলের সিদ্ধান্ত বিসিসিআইয়ের তরফে কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশকে জানানো হয়েছে। এই প্রস্তুতি ম্যাচ ছাড়াও মেয়েদের বিশ্বকাপের ম্যাচও বেঙ্গালুরু থেকে স্থানান্তরের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে আইসিসি ও বিসিসিআই। চলতি বছরে সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে টুর্নামেন্টের আসর বসতে চলেছে। ভেন্যু হিসেবে ইতিমধ্যে পাঁচটি স্টেডিয়াম ঠিক করা হয়েছে। চিন্নাস্বামীতে উদ্বোধনী ম্যাচ (৩০ সেপ্টেম্বর), একটি সেমিফাইনাল (৩০ অক্টোবর) ও ফাইনাল (২ নভেম্বর) হওয়ার কথা। চলতি বিতর্কের জেরে সবই বেঙ্গালুরুর হাত ফস্কে অন্যত্র চলে যাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা। জল্পনার খবর সামনে আসতে হতাশা জানিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার শান্তা রঙ্গস্বামী। বিশেষজ্ঞদের মতে, অদূর ভবিষ্যতে চিন্নাস্বামীতে বড় ম্যাচ দেখার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এই সময়কে কাজে লাগিয়ে কর্তৃপক্ষ মাঠের পরিকাঠামো উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। ময়দানের পাঁচিল থেকে শুরু করে রেলিং, সিঁড়ি সবকিছু মেরামত করে গোটা গ্যালারি ঢেলে সাজানো হতে পারে।

ফের চৌষট্টি খোপের আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিশ্বনাথন আনন্দ

লন্ডন, ১০ জুনঃ মাঝখানে বেশ কয়েক বছর আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে সরে থেকে ছাত্র তৈরিতে মনোনিবেশ করছিলেন পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ। এই সময়ের মধ্যে তাঁর হাত ধরে তৈরি হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন ডি গুকেশ, অর্জুন এরাগেইসি, প্রজ্ঞানন্দ বাবুরা। এবার ফের আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতের কিংবদন্তি দাবাড়ু ‘ভিসি’। বহুদিন পর ফের তাঁকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেখা গিয়েছে গত ৩ জুন। ইতালিতে অনুষ্ঠিত

সেই ম্যাচে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল অবশ্য আর্জেন্টিনার ১১ বছর বয়সি গ্র্যান্ডমাস্টার ফাউস্তিনো ও। ২ গেমের একটি সিরিজ ছিল সেটি। এবার আনন্দ আরও বৃহত্তর মঞ্চে নামতে চলেছেন। জানা গিয়েছে, ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিজ টিম চেস চ্যাম্পিয়নশিপে ফ্রিডম টিমের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ভারতের এই প্রবাদপ্রতিম দাবাড়ু। এই দলে একমাত্র ভারতীয় হিসাবে আছেন আনন্দ। আজ থেকেই লন্ডনে শুরু হয়েছে এই টুর্নামেন্ট। চলবে ১৬ জুন পর্যন্ত। তবে এই টুর্নামেন্টের ফেভারিট দল হল ডব্লু আর চেস টিম। এই দলে আছেন রাশিয়ার দাবাড়ু ইয়ান নেপোমনিয়াচচি। তবে ফিডের আয়োজিত এই টুর্নামেন্টেও খেলবেন না নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন। ভারতীয় দাবাড়ুদের মধ্যে আনন্দের পাশাপাশি এই টুর্নামেন্টে খেলবেন করছেন অর্জুন এরিগাইসি ও পি হরিকৃষ্ণ। এছাড়া রয়েছেন বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন ভি প্রণবও।

মেসি না খেললেও আর্জেন্টিনা এখন ‘একইরকম’

একটা সময় ছিল, লিওনেল মেসিকে ছাড়া আর্জেন্টিনা দল ভাবা যেত না। জাদুকর না থাকা মানে দলের খেলার ধার হারিয়ে যেত, কোচকে কৌশলে পরিবর্তন আনতে হতো অনেক। সেসব দিন এখন অতীত। কোচ লিওনেল স্কালোনি তাই গর্ব ও তৃপ্তি নিয়ে বলছেন, মেসির ওপর তার দলের সেই অতিনির্ভরতা আর নেই।

বুয়েনস আইরেস, ১০ জুনঃ স্কালোনির কথার সত্যতা গত মার্চেই প্রমাণ করেছে তার দল। চোটের কারণে দলের বাইরে ছিলেন মেসি। সেই সময়টাতেই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। সেসময় উরুগুয়ের মাঠে ১-০ গোলে জয়ের পর তারা দেশের মাঠে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে ব্রাজিলকে। এখন চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন মেসি। গত বৃহস্পতিবার চিলির বিপক্ষে তাকে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামান কোচ। সর্বজয়ী তারকা এ দিন খুব উজ্জ্বল ছিলেন না। তবু ঠিকই জিতেছে দল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে এবার আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। ম্যাচের আগে কোচ স্কালোনি বললেন, ‘‘দলের সাফল্য এখন আর মেসির ওপর আগের মতো এতটা নির্ভর করে না। আমাদের দল এখন এমন এক পর্যায়ে আছে, লিও নিয়ে হোক বা লিওকে ছাড়া খেলতে পারে একইভাবে। একটা সময় ব্যাপারটা এরকম ছিল না। অনেক জটিল ছিল, বেশ কজন ফুটবলারকে বদলাতে হতো আমাদের (মেসি না থাকলে)। এখন আমাদের সেরকম কিছু জরুরি

হয় না। লিও না থাকলেও দল একইরকম খেলতে পারে, যা দারুণ ব্যাপার।’’ ২০০5 সালে আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে চাপানোর পর দেশের হয়ে ১৯২ ম্যাচ খেলে ১১২ গোল করেছেন মেসি। দুটিই আর্জেন্টিনার রেকর্ড। ২০২২ বিশ্বকাপে অসাধারণ খেলে দলকে শিরোপা জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি, কোপা আমেরিকা জিতে নিয়েছেন টানা দুবার। ক্লাব ফুটবলে প্রাপ্তিতে টইটম্বুর ক্যারিয়ারে দেশের সাফল্যও যোগ হওয়ার পর তার ক্যারিয়ারে অপূর্ণতা বলতে কিছু নেই। একটা সময় দিনের পর দিন আর্জেন্টিনা দলকে টেনে নিয়েছেন তিনি। গোটা দল তাকিয়ে থাকত তার দিকেই। এখন দলে কার্যকর ফুটবলারের অভাব নেই। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দলটি এখন বিশ্বের সেরা দল, র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষেও আছে লম্বা সময় ধরে। এই দলকে আলাদা করে তুলেছে তাদের জয়ের ক্ষুধা ও তীব্র তাড়না। সাফল্যের পথ ধরে ছুটে চলেছে তারা বিরামহীন। বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেললেও তাই কলম্বিয়ার বিপক্ষে জয় পেতে মরিয়া স্কালোনি। ‘‘ওরা দারুণ দল, দুর্দান্ত সব ফুটবলার ওদের আছে। পরিষ্কার একটি ঘরানায় ওরা খেলে, যা বিপাকে ফেলতে পারে যে কোনো প্রতিপক্ষকে। আমরা এসব বিশ্লেষণ করেছি। ছেলেদেরকে আমরা দেখিয়েছি ওদের শক্তির জায়গা এবং কোথায় আমরা ফায়দা নিতে পারি। ভালো একটি ম্যাচ হবে এটি, বিশেষ করে আমরা দেশের মঠে খেলছি, আমাদের দর্শকেরা দেখতে পারে নিজেদের ফুটবলারদের খেলা।’’ গত সেপ্টেম্বরে কলম্বিয়ার কাছেই ২-১ গোলে হেরে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। এরপর থেকে টানা সাত ম্যাচে আবার অপরাজেয় আছে তারা। বাছাইয়ে ১৫ ম্যাচ খেলে ১১ জয় ও ১ ড্রয়ে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে স্কালোনি-মেসির দল। ২১ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে কলম্বিয়া। ২২ পয়েন্ট নিয়ে চারে থাকা ব্রাজিল লড়বে এবার ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে থাকা প্যারাগুয়ের বিপক্ষে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com